সাপ্তাহিক
২৯ অক্টোবর- ২০১৮ সোমবার

আরাফাত

মুসলিম সংহতির আহ্বায়ক

عرفات الأسبوعية

شعار التضامن الإسلامي

ধর্ম-দর্শন, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ইতিহাস-ঐতিহ্য বিষয়ক সাপ্তাহিকী

বর্ষ: ৬০ সংখ্যা: ১১-১২

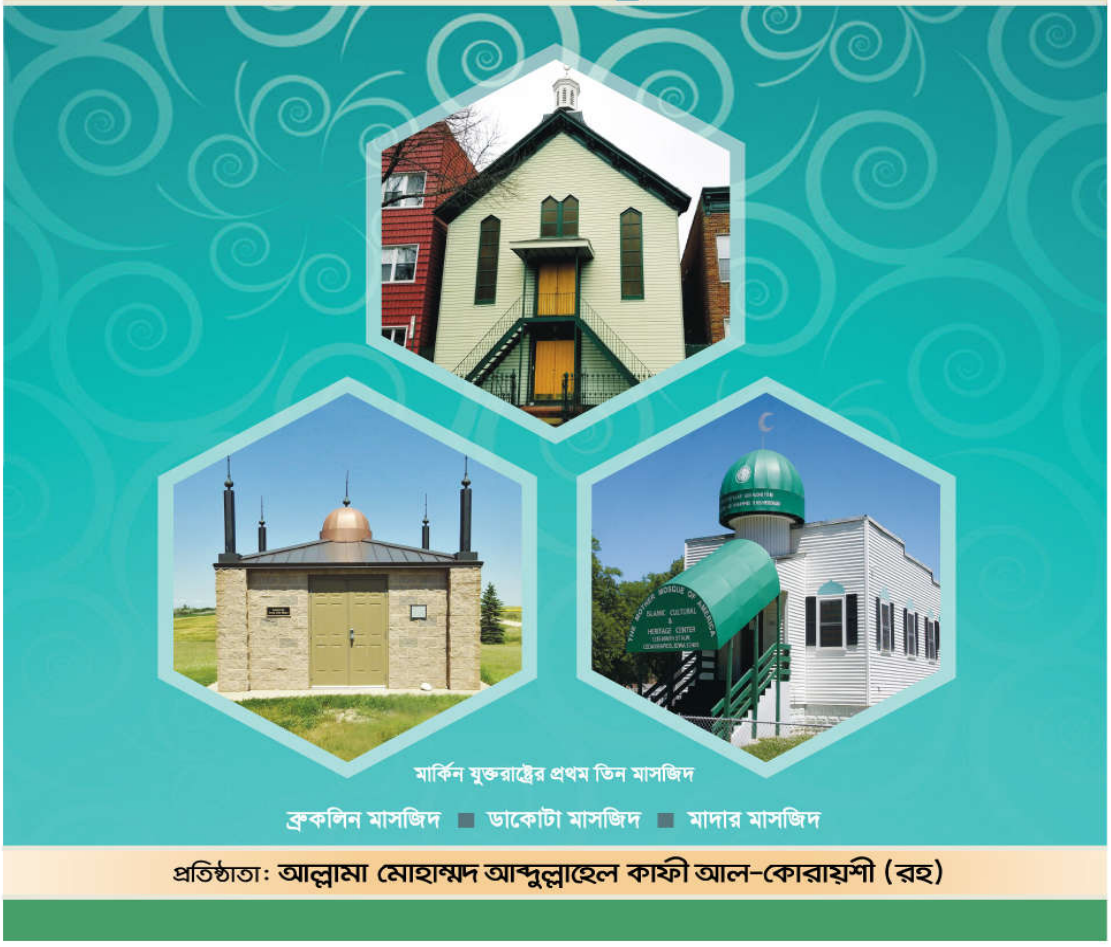

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম তিন মাসজিদ

ব্রুকলিন মাসজিদ ■ ডাকোটা মাসজিদ ■ মাদার মাসজিদ

প্রতিষ্ঠাতা: আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী (রহ)

সাপ্তাহিক প্রতিষ্ঠাকাল – ১৯৫৭

আরাফাত

মুসলিম সংহতির আহবায়ক

عرفات الأسبوعية

شعار التضامن الإسلامي

مجلة أسبوعية دينية أدبية ثقافية وتاريخية الصادرة من مكتب الجمعية

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের গবেষণামূলক পত্রিকা

ধর্ম-দর্শন, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ইতিহাস-ঐতিহ্য বিষয়ক সাপ্তাহিকী

৬০ বর্ষ ॥ ১১-১২ সংখ্যা ॥ সোমবার
১৯ সফর- ১৪৪০ হিজরী
১৪ কার্তিক- ১৪২৫ বাংলা
২৯ অক্টোবর- ২০১৮ ঈসায়ী

রেজি নং ডি. এ. ৬০
প্রকাশ মহল :
৯৮, নবাবপুর রোড
ঢাকা-১১০০, বাংলাদেশ।

সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি
অধ্যাপক শাইখ মুহাম্মদ মোবারক আলী

সম্পাদক
অধ্যাপক ডক্টর মুহাম্মদ রঈসুদ্দীন

নির্বাহী সম্পাদক
শাইখ হারূন হুসাইন

সহকারী সম্পাদক
মুহাম্মদ গোলাম রহমান

প্রবাস সম্পাদক
অধ্যাপক মুহাম্মদ আসাদুল ইসলাম

ব্যবস্থাপনায়
আব্দুল্লাহ আল মামুন

উপদেষ্টামণ্ডলী
প্রফেসর এ.কে.এম. শামসুল আলম
প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইলিয়াস আলী
প্রফেসর এ.এইচ.এম. শামসুর রহমান
আলহাজ্জ মুহাম্মাদ আওলাদ হোসেন
মো: রুহুল আমীন [সাবেক আইজিপি]
প্রফেসর ডা. দেওয়ান আব্দুর রহীম
অধ্যাপক মীর আব্দুল ওয়াহ্হাব লাবীব
প্রফেসর ড. আ.ব.ম সাইফুল ইসলাম সিদ্দিকী

সম্পাদনা পরিষদ
অধ্যাপক ড. আহমাদুল্লাহ ত্রিশালী
অধ্যাপক ড. আব্দুল্লাহ ফারুক
অধ্যক্ষ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী
উপাধ্যক্ষ ওবায়দুল্লাহ গযনফর
উপাধ্যক্ষ আবদুল্লাহ আল মাহমুদ
শাইখ মুহাম্মাদ ইবরাহীম বিন আব্দুল হালীম

যোগাযোগ

সাপ্তাহিক আরাফাত

৭৯/ক/৩, উত্তর যাত্রাবাড়ী, ঢাকা-১২০৪।

সম্পাদক : ০১৭১১ ৫৪৭ ১২৫
নির্বাহী সম্পাদক : ০১৭৬১ ৮৯৭ ০৭৬
সহকারী সম্পাদক : ০১৭১৬ ৯০৬ ৪৮৭
ব্যবস্থাপক : ০১৯৯৮ ৮০০ ১৩০
বিপণন : ০১৭২৪ ৬২১ ৮৬৯

অভিযোগ/পরামর্শ : ০১৭১৬ ৯০ ৬৪ ৮৭

E-mail : weeklyarafat@gmail.com
: jamiyat1946.bd@gmail.com
Website : www.jamiyat.org.bd
Phone : 02-7542434
Bkash No.: 01768-222056 (Personal)

মূল্য : ২০/- (বিশ) টাকা মাত্র ॥

عرفات أسبوعية

تصدر من مكتب جمعية أهل الحديث بنغلاديش، ٩٨ شارع نواب فور، داكا- ١١٠٠ الهاتف : ٠٢٩٥١٢٤٣٤، الجوال : ٠١٧١٣٣٢٨٢٩٨

المؤ سس : العلامة محمد عبد الله الكافى القريشي رحمه الله، الرئيس المؤسس لمجلس الإدارة : الفقيد العلامة الدكتورمحمد عبد الباري رحمه الله، الرئيس الحالى لمجلس الإدارة : بروفيسر محمد مبارك علي، رئيس التحرير : الأ ستاذ الدكتورمحمد رئيس الدين.

গ্রাহক ও এজেন্ট হওয়ার নিয়মাবলী

বছরের যে কোন সময় গ্রাহক হওয়া যায়। ছয় মাসের কমে গ্রাহক করা হয় না। জেলা জমঈয়তের সুপারিশপত্রসহ প্রতি সংখ্যার জন্য অগ্রীম ৫০/- (পঞ্চাশ টাকা) পাঠিয়ে বছরের যে কোন সময় এজেন্সি নেয়া যায়। ১০ কপির কমে এজেন্সি দেয়া হয় না। ১০-২৫ কপি পর্যন্ত ২০% ও ২৬-১০০ কপির জন্য ২৫% কমিশন দেয়া হয়। প্রত্যেক এজেন্টকে এক কপি সৌজন্য দেয়া হয়। জামানতের টাকা পত্রিকা অফিসে নগদ অথবা "বাংলাদেশ জমঈয়তে আহ্লে হাদীস" সঞ্চয়ী হিসাব নং- ২৮৫৬, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, নবাবপুর শাখা, ঢাকায় (অন-লাইনে) জমা দিয়ে এজেন্ট হওয়া যায়।

গ্রাহক চাঁদার হার (ডাকমাশুলসহ)

দেশ	বার্ষিক চাঁদার হার	ষান্মাষিক চাঁদার হার
বাংলাদেশ (রেজিঃ ডাকমাশুলসহ)	৬০০/-	৩০০/-
পাকিস্তান, ভারত, নেপাল, ভুটান, শ্রীলঙ্কা ও মায়ানমার	২৮ ইউ.এস. ডলার	১৪ ইউ.এস. ডলার
সৌদী আবর, ইরাক, ইরান, কুয়েতসহ মধ্য প্রাচ্যের দেশসমূহ ও সিঙ্গাপুর	৩৫ ইউ.এস. ডলার	১৫ ইউ.এস. ডলার
ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, ব্রুনাইসহ এশিয়ার অন্যান্য দেশসমূহ	৩০ ইউ.এস. ডলার	১৫ ইউ.এস. ডলার
আমেরিকা, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ডসহ পশ্চিমা দেশসমূহ	৫০ ইউ.এস. ডলার	২৬ ইউ.এস. ডলার
ইউরোপ ও আফ্রিকা	৪০ ইউ.এস.ডলার	২০ ইউ.এস. ডলার

দৃষ্টি আকর্ষণ

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহ্লে হাদীস-এর সকল স্তরের নেতা-কর্মী ও শুভাকাঙ্খীদের জানানো যাচ্ছে যে, জমঈয়ত, আরাফাত এবং অন্য সকলপ্রকার আর্থিক লেনদেন–

"বাংলাদেশ জমঈয়তে আহ্লে হাদীস"
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড
নবাবপুর শাখা (একাউন্ট নম্বর- এমএসএ/২৮৫৬)

অনুকূলে জমা/ডিডি/টিটি/অনলাইনে প্রেরণ করা যাবে। অথবা জমঈয়ত অফিসের নিম্নবর্ণিত মোবাইল নম্বরে বিকাশ করা যাবে–

বিকাশ নম্বর (পার্সোনাল) : ০১৭৬৮ ২২২ ০৫৬।

–সেক্রেটারী জেনারেল

বি. দ্র. অর্থ প্রেরণের পর উক্ত নম্বরে ফোন করে নিশ্চিত হোন।

সাপ্তাহিক আরাফাত : সূচীপত্র

☞ আল কুরআনুল হাকীম :
- মহান আল্লাহর হক্ব ও বান্দার হক্ব গুরুত্ব ও তাৎপর্য
  অধ্যাপক ডক্টর মুহাম্মাদ রঈসুদ্দীন- ০৩

☞ হাদীসুর রাসূল :
- নাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রকৃত ভালবাসায় ঈমান সুরক্ষা
  শাইখ আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ- ০৮

☞ সম্পাদকীয়– ১১

☞ প্রবন্ধ :
- ইসলাম আমাদের কাছে কি চায়?
  মূল : ড. খালেদ শাফাউল্লাহ রাহমানী- ১৩
- ওয়াহ্হাবী আন্দোলন সম্পর্কিত ভ্রান্তির নিরসন
  অধ্যাপক ডক্টর মুহাম্মদ রঈসুদ্দীন- ১৯
- ওযূ ছাড়া কুরআন স্পর্শ করা : দলিলভিত্তিক একটি পর্যালোচনা
  মোঃ আব্দুল জলিল খান- ২৪
- আলাপচারিতার আদব
  মুহাম্মদ গোলাম রহমান- ২৭
- দু'আ কুনূত : পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ
  সাজ্জাদ সালাদীন- ৩০
- বিনয় ও নম্রতা
  আবূ তাসনীম- ৩১

☞ সাহাবা চরিত :
- 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হুমা)
  ড. আ. ব. ম. সাইফুল ইসলাম সিদ্দিকী- ৩৪

☞ ক্বাসাসুল হাদীস :
- ক্বা'ব ইবনু মালিক (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হুমা)-এর তাওবাহ্ কবুলের ঘটনা
  গিয়াসুদ্দীন বিন আব্দুল মালেক- ৩৮

☞ কবিতা- ৪৩

☞ জমঈয়ত সংবাদ- ৪৫

☞ অন্য খবর- ৪৭

☞ আপনার স্বাস্থ্য- ৪৯

☞ ফাতাওয়া ও মাসায়েল- ৫১

☞ প্রচ্ছদ পরিচিতি- ৫৫

القران الحكيم ॥ আল কুরআনুল হাকীম

মহান আল্লাহর হক্ব ও বান্দার হক্ব গুরুত্ব ও তাৎপর্য

–অধ্যাপক ডক্টর মুহাম্মাদ রঈসুদ্দীন*

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন :

﴿وَاعْبُدُوا اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْئًا وَّبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّبِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْجَارِ ذِى الْقُرْبٰى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْۢبِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ۙ وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ۭ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُوْرَا﴾

সরল বঙ্গানুবাদ : "তোমরা আল্লাহর 'ইবাদত করো, কোন কিছুকেই তাঁর শরীক করো না এবং মাতা-পিতা, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম অভাবগ্রস্ত, নিকট প্রতিবেশী, দূর প্রতিবেশী, সাথী, মুসাফির এবং তোমাদের আয়ত্তাধীন দাস-দাসীদের সাথে সদ্ব্যবহার করো, নিশ্চয়ই আল্লাহ ঐ লোককে ভালোবাসেন না, যে অহঙ্কারী, দাম্ভিক।"[১]

আয়াতের সংক্ষিপ্ত তাফসীর :

﴿وَاعْبُدُوا اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْئًا ...﴾

"তোমরা আল্লাহর 'ইবাদত করো, কোন কিছুকেই তাঁর শরীক করো না... ।"

'আল্লাহ তা'আলা স্বীয় 'ইবাদতের নির্দেশ দিচ্ছেন, স্বীয় একাত্মবাদে বিশ্বাস স্থাপন করতে বলেছেন এবং তাঁর সাথে অন্য কাউকে অংশীদার করতে নিষেধ করেছেন। কেননা সৃষ্টিকর্তা, আহারদাতা, নি'আমত প্রদানকারী এবং সমস্ত সৃষ্টজীবের ওপর সদা-সর্বদা ও সর্বাবস্থায় দানের বৃষ্টি বর্ষণকারী একমাত্র তিনিই। অতএব তাঁর সৃষ্টিসমূহের কোনো কিছুকে শরীক না করে এককভাবে 'ইবাদত পাবার যোগ্যতা রাখেন একমাত্র তিনিই।

একবার মু'আয (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু)-কে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জিজ্ঞেস করেন :

أَتَدْرِيْ مَا حَقُّ اللهِ عَلَى الْعِبَادِ؟ قَالَ : اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ. قَالَ : أَنْ يَّعْبُدُوْهُ وَلَايُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْئًا ثُمَّ قَالَ : أَتَدْرِيْ مَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللهِ إِذَا فَعَلُوْا ذٰلِكَ؟ أَلَّا يُعَذِّبَهُمْ.

'বান্দাদের ওপর মহান আল্লাহর হক্ব কি তা তুমি জানো কি?' তিনি উত্তরে বলেন, 'আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-ই ভালো জানেন।' তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন : 'তা হচ্ছে এই যে, বান্দা একমাত্র তাঁরই 'ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে অন্য কাউকে অংশীদার করবে না।' অতঃপর তিনি বলেন : বান্দা যখন এটা করবে তখন মহান আল্লাহর জিম্মায় তাদের হক্ব কি রয়েছে তা জানো কি? তা এই যে, তিনি তাদেরকে শাস্তি দিবেন না।'[২]

আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন :

﴿وَقَضٰى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّآ اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا﴾

"তোমার প্রভু নির্দেশ দিয়েছেন যে, তোমরা তিনি ছাড়া অন্য কারো 'ইবাদত করবে না এবং মাত-পিতার প্রতি সদ্ব্যবহার করবে।"[৩]

যেমন- এক জায়গায় আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿اَنِ اشْكُرْ لِيْ وَلِوَالِدَيْكَ﴾

"সুতরাং আমার প্রতি ও তোমার মাতা-পিতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও।"[৪]

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা হুকুম দিচ্ছেন, "তোমরা তোমাদের আত্মীয়-স্বজনদের সাথেও ভালো ব্যবহার করো।" যেমন- হাদীসে এসেছে–

اَلصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِيْنِ صَدَقَةٌ وَعَلَى ذِيْ الرَّحِمِ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ.

'মিসকীনদের ওপর সাদাক্বাহ্ শুধু সাদাক্বাই হয় এবং আত্মীয়দের ওপর সাদাক্বাহ্ সাদাক্বাও হয় এবং সাথে সাথে আত্মীয়তার সংযোগ স্থাপনও হয়।'[৫]

---

* সহ-সভাপতি- বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস। সম্পাদক- সাপ্তাহিক আরাফাত।

১. সূরা আন্ নিসা, আয়াত- ৩৬।

২. সহীহুল বুখারী- ৬/৬৯/২৮৫৬, ফাতহুল বারী- ১৩/৩৫৯, সহীহ মুসলিম- ১/৫৯/৫০, জামি' তিরমিযী- ৫/২৬/২৬৪৩, মুসনাদ আহমাদ- ৫/২২৮, ২৩০, ২৩৪।

৩. ১৭ নং সূরা বানী ইসরা-ঈল, আয়াত নং- ২৩।

৪. ৩১ নং সূরা লুক্বমান, আয়াত নং- ১৪।

৫. হাদীসটি সহীহ, জামি' তিরমিযী- ৩/৪৬/৬৫৮, সুনান ইবনু মাজাহ্- ১/৫৯১/১৮৪৪, মুসনাদ আহমাদ- ৪/১৭, ১৮, ২১৪, সুনান বায়হাক্বী- ৭/২৭, মুস্তাদরাকে হাকিম- ১/৪০৭।

অতঃপর নির্দেশ হচ্ছে– 'তোমরা পিতৃহীনদের সাথেও উত্তম ব্যবহার করো। কেননা তাদের দেখাশুনাকারী, তাদের মাথায় স্নেহের হস্তচালনকারী, তাদেরকে সোহাগকারী এবং স্নেহ ও আদরের সাথে তাদেরকে পানাহারকারী দুন্ইয়া থেকে বিদায় নিয়েছে।'

এরপর মিসকীনদের সাথে ভালো ব্যবহার করার নির্দেশ দিচ্ছেন। কেননা তারা অভাবগ্রস্থ, রিক্ম হস্ত এবং পরমুখাপেক্ষী। তাই আল্লাহ তা'আলা বলেন : "তোমরা মিসকীনদের অভাব দূর করো এবং তাদের কাজকর্ম করে দাও।" এরপরে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿وَالْجَارِ ذِيْ الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ﴾

"তোমরা প্রতিবেশীর প্রতি লক্ষ্য রাখো। তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করো, তারা সম্পর্কীয় প্রতিবেশীই হোক, অথবা সম্পর্কবিহীন হোক।"[৬]

ইকরিমাহ (রাহিমাহুল্লা-হ), মুজাহিদ (রাহিমাহুল্লা-হ), মাইমুন ইবনু মিহরান (রাহিমাহুল্লা-হ), যাহ্হাক (রাহিমাহুল্লা-হ), যায়িদ ইবনু আসলাম (রাহিমাহুল্লা-হ), মুকাতিল ইবনু হিব্বান (রাহিমাহুল্লা-হ) এবং ক্বাতাদাহ্ (রাহিমাহুল্লা-হ) ﴿وَالْجَارِ الْجُنُبِ﴾ –এ সম্পর্কে বলেছেন যে, তারা প্রতিবেশী ও অনাত্মীয়ের অন্তর্ভুক্ম।[৭]

প্রতিবেশীদের ব্যাপারে বহু হাদীস এসেছে। নিম্নে কয়েকটি হাদীস বর্ণিত হচ্ছে–

(১) মুসনাদ আহমাদে মধ্যে রয়েছে– 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হুমা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন :

مَا زَالَ جِبْرِيْلُ يُوْصِيْنِي بِالْجَارِ حَتّٰى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ.

'জিবরা-ঈল ('আলাইহিস্ সালাম) আমাকে প্রতিবেশীদের সম্বন্ধে এতো বেশী উপদেশ দেন যে, আমার ধারণা হয় তিনি প্রতিবেশীদেরকে উত্তরাধিকারী বানিয়ে দিবেন।'[৮]

(২) মুসনাদ আহমাদে রয়েছে– 'আম্র ইবনুল 'আস (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হুমা) থেকে বর্ণিত আছে যে, মহানাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন :

خَيْرُ الْأَصْحَابِ عِندَ اللهِ خَيْرُهُمْ لِصَاحِبِهِ وَخَيْرُ الْجِيْرَانِ عِنْدَ اللهِ خَيْرُهُمْ لِجَارِهِ.

'সাথীদের মধ্যে আল্লাহ তা'আলার নিকট উত্তম সাথী ঐ ব্যক্মি, যে তার সাথীর সাথে উত্তম ব্যবহার করে এবং প্রতিবেশীদের মধ্যে আল্লাহ তা'আলার নিকট উত্তম প্রতিবেশী ঐ ব্যক্মি, যে প্রতিবেশীদের সাথে ভালো ব্যবহার করে।'[৯]

(৩) সহীহুল বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে, ইবনু মাস'উদ (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন :

يَا رَسُوْلَ اللهِ أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ؟ قَالَ : أَنْ تَجْعَلَ لِلّٰهِ نِدًّا وهُوَ خَلَقَكَ. قُلْتُ : ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ : أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ خَشْيَةَ أَن يُطْعَمَ مَعَكَ. قُلْتُ : ثُمَّ أيٌّ؟ قَالَ : أَنْ تُزَانِيَ حَلِيْلَةَ جَارِكَ.

'হে মহান আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! সবচেয়ে বড় পাপ কোনটি?' তিনি বলেন : 'তা এই যে, তুমি মহান আল্লাহর সাথে অংশীদার স্থাপন করো, অথচ তিনিই তোমাকে সৃষ্টি করেছেন।' আমি জিজ্ঞেস করলাম, তারপর কোনটি? তিনি বললেন : তোমার সন্তানকে এই ভয়ে হত্যা করছ যে, সে তোমার খাদ্যে ভাগ বসাবে। আমি আবার বললাম, তারপর কোন্টি? তিনি বললেন : 'তারপরে এই যে, তুমি যদি তোমার প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হও।'[১০]

(৪) মুসনাদ আহমাদে 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হা) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে জিজ্ঞেস করেন :

إِنَّ لِيْ جَارَيْنِ فَإِلٰى أَيِّهِمَا أُهْدِيْ؟ قَالَ : إِلَى أَقْرَبِهِمَا مِنْكِ بَابًا.

---

[৬]. সূরা আন্ নিসা ৪ : ৩৬।
[৭]. তাফসীর তাবারী- ৮/৩৩৫, ৩৩৬।
[৮]. সহীহ, মুসনাদ আহমাদ- ২/১৬০, আবূ দাউদ- ৪/৩৩৮-৩৩৯/৫১৫২, ফাতহুল বারী- ১০/৪৫৫, মুসলিম- ৪/২০২৫, জামি' তিরমিযী- ৪/২৯৪/১৯৪৩, আদাবুল মুফরাদ- ১০৫।
[৯]. হাদীসটি সহীহ, মুসনাদ আহমাদ- ২/১৬৭, জামি' তিরমিযী- ৪/২৯৪/১৯৪৪, সুনান দারিমী- ২/২৮৪/৪৩৭।
[১০]. সহীহুল বুখারী- ১০/৪৪৮/৬০০১, সহীহ মুসলিম- ১/৯০/১৪১, সুনান আবূ দাউদ- ২/২৩১০, জামি' তিরমিযী- ৫/৩১৮২, সুনান নাসাঈ- ৭/১০৩/৪০২৪, মুসনাদ আহমাদ- ১/৩৮০, ৪৩১, ৪৩৪, ৪৬২।

'আমার দুই প্রতিবেশী রয়েছে। আমি একজনের কাছে উপঢৌকন পাঠাতে চাই, তাহলে কার কাছে পাঠাব?' তিনি উত্তরে বললেন : 'যার দরজা নিকটে হবে।'[১১]

এরপর আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ দিচ্ছেন– "তোমরা পাশ্ববর্তী সহচরের সাথে উত্তম ব্যবহার করো।"

বহু তাফসীরকারকের মতে এর ভাবার্থ হচ্ছে স্ত্রী, আবার অনেকের মতে এর ভাবার্থ হচ্ছে সফরের সাথী। সে সাথী সফরেরই হোক বা বাড়ীর পার্শ্বেরই হোক। ابن السبيل-এর ভাবার্থ হচ্ছে অতিথি। আবার যে পথ চলতে চলতে থেমে গেছে, এরূপ লোককেও ইবনুস সাবিল বলা হয়েছে। সুতরাং যদি অতিথিরও এ অর্থ নেয়া হয় যে সফরে চলতে চলতে অতিথি হয়ে গেছে তবে দু'টো এক হয়ে যায়। অতঃপর বলা হচ্ছে–

﴿وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ﴾

"তোমাদের দক্ষিণ হস্ত যাদের অধিকারী তাদের সাথেও সদ্ব্যবহার করো।"

কেননা ঐ গরীবরা তো তোমাদের হাতে রয়েছে। তাদের ওপর তো তোমাদের পূর্ণ অধিকার রয়েছে। কাজেই তাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করো এবং সাধ্যানুসারে তাদের প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রাখো। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তো স্বীয় মৃত্যুশয্যাতেও তাঁর উম্মাতকে এর জন্য ওয়াসীয়াত করে গেছেন। তিনি বলেন :

اَلصَّلَاةَ الصَّلَاةَ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ.

'হে লোক সকল! সালাত ও দাসদের প্রতি খুব খেয়াল রাখবে।'[১২]

বার বার তিনি এ কথা বলতেই থাকেন, অবশেষে তাঁর বাকশক্তি বন্ধ হয়ে যায়।

মুসনাদ আহমাদে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন :

مَا أَطْعَمْتَ نَفْسَكَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ وَمَا أَطْعَمْتَ وَلَدَكَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ وَمَا أَطْعَمْتَ زَوْجَتَكَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ وَمَا أَطْعَمْتَ خَادِمَكَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ.

'তুমি নিজে যা খাও, এটা সাদাক্বাহ্, যা তোমার সন্তানদেরকে খাওয়াও, এটাও সাদাক্বাহ্, যা তোমার স্ত্রীকে খাওয়াও, এটাও সাদাক্বাহ্ এবং যা তোমার খাদিমকে খাওয়াও, এটাও সাদাক্বাহ্।'[১৩]

সহীহ মুসলিমে রয়েছে– 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আম্র (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হুমা) স্বীয় দেখাশুনাকারীকে বলেন, 'গোলামদেরকে তাদের আহার্য দিয়েছ কি?' তিনি বলেন, 'এখন পর্যন্ত দেইনি।' তখন 'আবদুল্লাহ (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু) বলেন : যাও, দিয়ে এসো। কারণ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন :

كَفٰى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يَحْبِسَ عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوتَهُمْ.

'মানুষের জন্য এ পাপই যথেষ্ট যে, সে যার আহার্যের মালিক তা সে আটকে রাখে।'[১৪]

সহীহ মুসলিমে আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন :

لِلْمَمْلُوْكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ وَلَا يُكَلَّفُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا يُطِيْقُ.

'অধিনস্থ গোলামের হক্ব এই যে, তাকে খাওয়ানো, পান করানো ও পরানো হবে এবং তার দ্বারা তার সাধ্যের অতিরিক্ষ কাজ করিয়ে নেয়া হবে না।'[১৫]

সহীহুল বুখারীতে আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন :

إِذَا أَتَى أَحَدَكُمْ خَادِمُهُ بِطَعَامِهِ فَإِنْ لَمْ يُجْلِسْهُ مَعَهُ فَلْيُنَاوِلْهُ لُقْمَةً أَوْ لُقْمَتَيْنِ أَوْ أُكْلَةً أَوْ أُكْلَتين فَإِنَّهُ وَلِيَ حَرّه وَعِلَاجَهُ.

'যখন তোমাদের কারো পরিচারক (খাদেম) তার খাদ্য নিয়ে আসে তখন তোমাদের উচিত যে, যদি পার্শ্বে বসিয়ে খাওয়াতে না পারো তাহলে কমপক্ষে তাকে দু'

[১১]. আহমাদ- ৬/২৩৯, সহীহুল বুখারী- ১০/৪৬১/৬০২০।
[১২]. সহীহ, সুনান আবূ দাউদ- ৪/৩৩৯/৫১৫৬, ইবনু মাজাহ্- ২/৯০/২৬৯৮, মুসনাদ আহমাদ- ১/৭৮, ৬/২৯৫, ৩১১, ৩২১, সুনান বায়হাক্বী- ৮/১১, সুনান নাসাঈ- ৪/২৫৮।
[১৩]. মুসনাদ আহমাদ- ৪/১৩১, সুনান নাসাঈ- ৫/৩৭৬, সুনান বায়হাক্বী- ৪/১৭৯, হিলয়াতুল আওলিয়া- ৯/৩০৯, মাজমা'উয যাওয়ায়িদ- ৩/১১৯।
[১৪]. সহীহ মুসলিম- ২/৬৯২/৪০, মুসনাদ আহমাদ- ২/১৯৪, মুস্তাদরাকে হাকিম- ১/৪১৫, সুনান আবূ দাউদ- ২/১৩২/১৬৯২, মুসনাদ আহমাদ- ২/১৬০/১৯৩-১৯৫, সুনান বায়হাক্বী- ৭/৪৬৭।
[১৫]. সহীহ মুসলিম- ৩/১২৮৪/৪১, মুসনাদ আহমাদ- ২/২৪৭, মুওয়াত্তা ইমাম মালিক- ২/৯৮০/৪০।

এক লুক্বমা দিয়ে দিবে। তোমরা এটা খেয়াল রাখবে যে, রান্না করার গরম ও কষ্ট তাকেই ভোগ করতে হয়েছে।"[১৬]

মহানাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আরো বলেন :

هُمْ إِخْوَانُكُمْ خَوَلُكم جَعَلَهُمُ اللهُ تَحْتَ أَيْدِيْكُمْ، فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدِهِ فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ، وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ، فَإِنْ كَلَّفْتُمُوْهُمْ، فَأَعِيْنُوْهُمْ.

"তোমাদের গোলামও তোমাদের ভাই। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে তোমাদের অধীনস্থ করেছেন। সুতরাং যার অধীনে তার ভাই থাকবে তাকে যেন সে তার খাবার হতে খেতে দেয়, যা সে পরবে তা হতে যেন তাকেও পরতে দেয়। তাদের দ্বারা এমন কাজ করিয়ে নিবে না যাতে তারা অসমর্থ হয়ে পড়ে। যদি এরূপ কোন কাজ এসেই পড়ে তবে নিজেরাও তাদেরকে সাহায্য করবে।"[১৭]

তারপর আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُوْرًا﴾

"নিশ্চয়ই আল্লাহ অহঙ্কারী ও আত্মভিমানীকে ভালোবাসেন না।"

তারা নিজেদেরকে ভালো মনে করলেও মহান আল্লাহর নিকট তারা আদৌ ভালো নয়। তারা নিজেদেরকে বড় ও সম্মানিত মনে করলেও আল্লাহ তা'আলার নিকট তারা মূল্যহীন। জনগণের দৃষ্টিতেও তারা হেয় ও তুচ্ছ। তারা কতো বড় অত্যাচারী ও অকৃতজ্ঞ যে, কারো ওপর কিছু অনুগ্রহ করলে তাকে সেই অনুগ্রহের খোঁটা দেয়, কিন্তু তাদের প্রভুর যে নি'আমত তাদের ওপর রয়েছে, তার জন্য তারা তাঁর নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না। মানুষের মধ্যে বসে তারা গর্ব করে বলে আমি এতো বড় লোক, আমার এটা আছে, এটা আছে।

'আবদুল্লাহ ইবনু ওয়াকিদ আবূ রাজা হারভী (রাহিমাহুল্লা-হ) বলেন যে, প্রত্যেক দুশ্চরিত্র ব্যক্তি অহঙ্কারী ও আত্মম্ভরী হয়ে থাকে। অতঃপর তিনি এ আয়াতটি পাঠ করেন এবং বলেন, 'পিতা-মাতার অবাধ্য ব্যক্তি পাপাচারী ও হতভাগা হয়ে থাকে।' অতঃপর তিনি নিম্নের আয়াতটি পাঠ করেন।

﴿وَّ بَرًّا بِوَالِدَتِيْ وَ لَمْ يَجْعَلْنِيْ جَبَّارًا شَقِيًّا﴾

"আর আমার মাতার প্রতি অনুগত থাকতে এবং তিনি আমাকে করেননি উদ্ধত ও হতভাগা।"[১৮]

মুত্বাররিফ (রাহিমাহুল্লা-হ) বলেন, আমার নিকট আবূ যার (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু)-এর একটি বর্ণনা পৌঁছেছিলো এবং আমার মনের বাসনা ছিলো যে, কোন সময় নিজেই তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করে তাঁর নিজেরই মুখে বর্ণনাটি শুনবো। ঘটনাক্রমে একবার তাঁর সাথে সাক্ষাৎ হলে আমি তাকে বলি, আমার নিকট সংবাদ পৌঁছেছে যে, আপনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হতে একটি হাদীস বর্ণনা করে থাকেন। হাদীসটি হচ্ছে–

إِنَّ اللهَ يُحِبُّ ثَلَاثَةً وَيُبْغِض ثَلَاثَةً؟ قَالَ : أَجَلْ فَلَا إِخَالُنِيْ أَكْذِبُ عَلَى خَلِيْلِي ثَلَاثًا. قُلْتُ : مَنِ الثَّلَاثَةُ الَّذِيْنَ يُبْغِضُ اللهُ؟ قَالَ : الْمُخْتَالُ الْفَخُوْرُ، أَوَلَيْسَ تَجِدُونَهُ عِنْدَكُمْ فِيْ كِتَابِ اللهِ الْمُنَزَّلِ؟ ثُمَّ قَرَأَ الْآيَةَ : ﴿إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُوْرًا﴾.

"আল্লাহ তা'আলা তিন প্রকার লোককে পছন্দ করেন এবং তিন প্রকার লোককে অপছন্দ করেন। আবূ যার (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু) বলেন– হ্যাঁ, এটা সত্য। আমি কি আমার বন্ধুর (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ওপর মিথ্যা আরোপ করব? এ কথা তিনি তিনবার বলেন। আমি তখন বলি আচ্ছা, ঐ তিন প্রকারের লোক কারা যাদের প্রতি আল্লাহ তা'আলা ক্ষিপ্ত? তিনি বলেন, অহঙ্কারী ও আত্মাভিমানী ব্যক্তি। তারপরে তিনি বলেন– এটা তো আপনি আল্লাহ তা'আলার কিতাবের মধ্যেও পেয়ে থাকেন। অতঃপর তিনি إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُوْرًا –এ আয়াতটি পাঠ করেন।"

বানূ হাজীম গোত্রের একজন লোক রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলেন, 'আমাকে কিছু উপদেশ দিন।' তিনি বলেন :

إِيَّاكَ وإسبالَ الْإِزَارِ فَإِنَّ إِسْبَالَ الْإِزَارِ مِنَ الْمَخِيْلَة وَإِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْمَخِيْلَة.

[১৬]. বুখারী- ৯/৪৯৪/৫৪৬০, সুনান দারিমী- ২/১৪৬/২০৭৪, ফাতহুল বারী- ৫/২১৪, সহীহ মুসলিম- ৩/১২৮৪।
[১৭]. বুখারী- ১/১০৬/৩০ ও সহীহ মুসলিম- ৩/১২৮২/৩৮।
[১৮]. ১৯ নং সূরাহ্ মারইয়াম- আয়াত নং- ৩২।

"কাপড় পায়ের গিঁটের নীচে ঝুলিয়ে বা লটকিয়ে পরিধান করো না। কেননা এটা হচ্ছে অহঙ্কার ও আত্মম্ভরিতা যা আল্লাহ তা'আলা পছন্দ করেন না।"[১৯]

দার্‌স থেকে শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ :

১. একমাত্র মহান আল্লাহরই 'ইবাদত করতে হবে। আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কারো 'ইবাদত করাই শির্‌ক। সেটা কোন প্রাণী, গাছ, মানুষ, ফেরেশ্‌তা, শয়ত্বান-যাই হোক না কেন। তাই ঈমান বিধ্বংসী শির্‌ক থেকে বিরত থাকতে হবে।

২. মহান আল্লাহর 'ইবাদতের পরপরই নির্দেশ করা হয়েছে পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করার। সুতরাং তাঁদেরকে কথা বা কাজের মাধ্যমে কষ্ট দেয়া যাবে না।

৩. নিকটাত্মীয়দের সাথে ভালো ব্যবহার করতে হবে।

৪. ইয়াতীম-মিসকীনদের সাথেও সদাচরণ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কারণ তারা অধিক অভাবী ও অন্যের প্রতি মুখাপেক্ষী।

৫. নিকট প্রতিবেশীকে অন্য সব প্রতিবেশীর ওপর অগ্রাধিকার দিতে হবে। কেননা নিকট প্রতিবেশির সাথে উঠতে, বসতে, চলতে ফিরতে সবসময় সাক্ষাত হয়ে থাকে এবং তারা স্থায়ী।

৭. মুসাফির, দাস-দাসীসহ সকলের সাথে ভালো ব্যবহার করতে হবে।

৮. সদ্ব্যবহার এর পরিপন্থী সবধরনের কাজ-কর্ম ও গর্ব-অহঙ্কার বর্জন করতে হবে।

উপসংহারে বলা যায় যে, দুনিয়াতে শান্তি ও পরকালে মুক্তির জন্য মহান আল্লাহর 'ইবাদতের কোনই বিকল্প নেই। কেননা, আমরা তাঁরই সৃষ্টি। তিনি আমাদের একমাত্র প্রভু। তার সাথে কাউকে সমকক্ষ স্থির করা যাবে না। পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, পাড়া প্রতিবেশী সকলের সাথে সদ্ভাবে চলাফিরা করতে হবে। কারো সাথেই অসৌজন্যমূলক আচার-আচরণ করা যাবে না। সাথে সাথে পথিক-মুসাফির ও দাস-দাসীদের সাথেও ভাল ব্যবহার করতে হবে। সর্বোপরি সকল মুসলিমের সাথে ইসলামী বিধি-বিধান অনুযায়ী সদ্ব্যবহার করতে হবে। অযথা বা অন্যায়ভাবে কাউকে কোনরূপ কষ্ট দেয়া যাবে না এবং কারো সাথে গর্ব ও অহঙ্কারমূলক কোন কর্মকাণ্ড প্রদর্শন করা যাবে না। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সবাইকে তাঁর বিধান অনুসারে জীবন গড়ার তাওফীক্ব দান করুন ! আমীন!! ###

[১৯]. মুসনাদ আহমাদ- ৫/৬৪।

দু'আ কুনূত : পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ

[৩০ পৃষ্ঠার পরের অংশ]

উবাই ইবনু কা'ব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে সাব্যস্ত হয়েছে যে, তিনি যখন মাসজিদে নাব্বীতে সাহাবীদের ইমামতি করতেন তখন তিনি কোন কোন রাতে দু'আয়ে কুনূত পড়তেন না; সম্ভবতঃ তিনি এটা এ জন্য করতেন যাতে করে মানুষ জানতে পারে যে, দু'আয়ে কুনূত পড়া ওয়াজিব নয়। মহান আল্লাহই তাওফীক্বদাতা।[২০]

দু'আ কুনূত ব্যতীত অন্য কোন আয়াত পড়ার বিধান : শাইখ বিন বায (রহমাতুল্লাহি 'আলাইহি) তিনি আরও বলেছেন যে, দু'আয়ে কুনূতের পরিবর্তে কুরআন পড়তেন নিঃসন্দেহে এটা করা ঠিক হয়নি। কারণ কুনূতের উদ্দেশ্য হচ্ছে– দু'আ করা। তাই যেসব আয়াতে দু'আ আছে সেসব আয়াত পড়া ও সেগুলো দিয়ে কুনূত করা জায়িয হবে। যেমন- ধরুন আল্লাহ তা'আলার বাণী :

﴿رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ﴾

অর্থ : "হে আমাদের রব! সরল পথ প্রদর্শনের পর তুমি আমাদের অন্তরকে সত্য লংঘনে প্রবৃত্ত করো না এবং তোমার নিকট থেকে আমাদেরকে অনুগ্রহ দান করো। তুমিই সব কিছুর দাতা।"[২১]

এ প্রসঙ্গে আরও বলা যায় যে, বিত্‌রের নামাযে দু'আয়ে কুনূত হুবহু নাবী (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে বর্ণিত শব্দে হওয়া ওয়াজিব নয়। বরং মুসল্লি অন্য কোন দু'আও করতে পারেন এবং হাদীসের শব্দের বাইরে কিছু বাড়াতেও পারেন। এমনকি যদি কুরআনের যে সব আয়াতে দু'আ আছে এমন কিছু আয়াত পড়েন সেটাও জায়িয আছে।

ইমাম নাব্বী বলেন : জেনে রাখুন, অগ্রগণ্য মাযহাব মতে, কুনূতের জন্য সুনির্দিষ্ট কোন দু'আ নেই। তাই যে কোন দু'আ পড়লে এর দ্বারা কুনূত হয়ে যাবে; এমনকি দু'আ সম্বলিত এক বা একাধিক কুরআনের আয়াত পড়লেও কুনূতের উদ্দেশ্য হাসিল হয়ে যাবে। তবে, হাদীসে যে দু'আ এসেছে সেটা পড়া উত্তম।[২২] ###

[২০] ফাতাওয়া ইসলামিয়্যা- পৃ: ২/১৫৯
[২১] সূরা আ-লি 'ইমরান ৩ : ৮।
[২২] ইমাম নাববীর 'আল-আযকার'- পৃষ্ঠা: ৫০।

حديث الرسول ॥ হাদীসুর রাসূল

নাবী (সাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রকৃত ভালবাসায় ঈমান সুরক্ষা

–শাইখ আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ*

عَنْ أَنَسٍ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ، حَتَّى أَكُوْنَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ».

“তোমাদের মধ্যে কেউ প্রকৃত ঈমানদার হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত আমি তার নিকট তার বাবা-মা সন্তান-সন্ততি এবং সব মানুষ অপেক্ষা অধিক প্রিয় না হই।”[২৩]

বর্ণনাকারী সাহাবীর সংক্ষিপ্ত জীবনী : আনাস ইবনু মালিক (রাযিয়াল্লা-হু ‘আন্হুমা)’র জন্ম হিজরতের ১০ বছর পূর্বে মাদীনায় তৎকালীন ইয়াসরিবে। তার পুণ্যবতি মায়ের নাম উম্মু সুলাইম বিনতু মিলহান (রাযিয়াল্লা-হু ‘আন্হা)।

আনাস ইবনু মালিক (রাযিয়াল্লা-হু ‘আন্হুমা) “খাদিমুন নাবিয়্যি” হিসাবে প্রসিদ্ধ। ১০ বছর বয়স থেকে তাঁর মাতা তাকে নাবী (সাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর খিদমাতের জন্য দিয়ে দেন। তিনি বদর যুদ্ধে বয়সের স্বল্পতার কারণে ময়দানে লড়াইয়ে অবতীর্ণ না হলেও নাবী (সাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর খিদমাতে উৎসর্গকৃত ছিলেন। তিনি খয়বার, হুনায়ন, মক্কা বিজয় ইত্যাদী অভিযানে এবং আবূ বক্র (রাযিয়াল্লা-হু ‘আন্হু)’র খিলাফাতকালে রিদ্দা যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন। ‘উমার (রাযিয়াল্লা-হু ‘আন্হু)’র খিলাফতকালে ইরাক, পারস্য জয়ে এবং কাদেসিয়ার যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন।

নাবী (সাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর মৃত্যুর পর তিনি বসরায় বসবাস করেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত ‘ইবাদত গুজার। তিনি ছিলেন সফরে এবং নিজ অবস্থানে সর্বোৎকৃষ্ট সলাত আদায়কারী।[২৪]

তিনি নাবী (সাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর অনেক দু‘আ পেয়ে ধন্য হয়েছেন।

তার কাছ থেকে প্রায় দু’শতজন রাবী হাদীস বর্ণনা করেছেন। তার কাছ থেকে ২২৮৬টি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। ৭১১ খ্রিস্টাব্দ, ৯৩ হিজরীতে তিনি বসরায় মৃত্যু বরণ করেন।

শব্দার্থসমূহ– «لَا يُؤْمِنُ» -ঈমানদার হবে না, «أَحَدُكُمْ» -তোমাদের কেউ, «حَتَّى أَكُوْنَ» -যতক্ষণ না আমি হব, «أَحَبَّ» -অধিক প্রিয়, «إِلَيْهِ» -তার কাছে, «مِنْ وَالِدِهِ» -তার পিতার চেয়ে, «وَوَلَدِهِ» -তার সন্তানাদির চেয়ে, «وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ» -এবং সকল মানুষের চেয়ে।

হাদীসের মূল ভাষ্য : মু’মিন জীবনে নাবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ভালবাসা সর্বাধিক হবে। জীবনের সর্বকাজে নাবী (সাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জীবনাদর্শকে মেনে চলা ও তাঁর সুন্নাহকে জীবনের ভূষণ বানিয়ে নেয়া মু’মিন জীবনের সবচেয়ে অগ্রাধিকার প্রাপ্ত দাবি হতে হবে।

হাদীসের ব্যাখ্যা : «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ».

“তোমাদের মধ্যে কেউ প্রকৃত ঈমানদার হবে না।”

«لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ»-এর অর্থ হলো– «لَا يكمل ايمان أَحَدِكُمْ» “তোমাদের কারো ঈমান পূর্ণাঙ্গ হবে না।[২৫]

ভালবাসা সাধারণঃ তিন প্রকারের হয়ে থাকে– (১) শ্রদ্ধাপূর্ণ ভালবাসা, (২) স্নেহ-প্রীতিপূর্ণ এবং (৩) কল্যাণ ও উপকার বিচারে ভালবাসা।

নাবী (সাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রতি ঈমানদার ব্যক্তির ভালবাসা হবে সর্ববিচারে শ্রেষ্ফ।

মানুষ যখন প্রবৃত্তির তাড়নায় বেশামাল হয়ে পড়ে এবং গাফলতের ঘোরে ডুবে যায় তখন তার ঈমানী চেতনা স্তিমিত হয়ে পড়ে। নাবী (সাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ভালবাসা তার কাছে মূল্যহীন হয়ে দাঁড়ায়। তার

---

* যুগ্ম সেক্রেটারী জেনারেল- বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস।

[২৩] সহীহুল বুখারী- কিতাবুল ঈমান, হা: ১৫।

[২৪] সিয়ারু ‘আলামিন নুবালা ওয়া মিন সিগারিস সাহাবা আনাস ইবনু মালিক (রাযিয়াল্লা-হু ‘আন্হুমা)।

[২৫] ফাতহুল বারী- কিতাবুল ঈমান, হা: ১৫।

ঈমানকে সঞ্জীবিত রাখতে নাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ভালবাসার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে।

একদিন 'উমার (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু) বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমার কাছে আমার নিজের জীবন ছাড়া দুনিয়ার সবকিছুর চেয়ে বেশি প্রিয়। নাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তখন বলেন,

«لَا، وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ، حَتّٰى أَكُوْنَ أَحَبَّ إِلَيْكَ مِنْ نَفْسِكَ» فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : فَإِنَّهُ الآنَ، وَاللهِ، لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ نَفْسِيْ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : «الآنَ يَا عُمَرُ».

"না, তাতে হবে না, ঐ সত্ত্বার শপথ যার হাতে আমার প্রাণ, অবশ্যই আমাকে তোমার নিজের জীবনের চেয়েও বেশী ভালবাসতে হবে। তখন 'উমার (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু) বলেন, আল্লাহর কসম! আপনি এখন আমার কাছে আমার জীবনের চেয়েও বেশী প্রিয়। তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, হ্যাঁ, 'উমার, এখন (তোমার ঈমান পূর্ণতা পেল)।"[২৬]

উদ্ধৃত হাদীসটির অন্তর্নিহিত অর্থ থেকে সুস্পষ্ট যে, ঈমানদার ব্যক্তিকে তাঁর ঈমানের পূর্ণতা হাসিলে নিজের জীবনের চেয়ে অগ্রাধিকার দিতে হবে রাসূলের ভালবাসাকে।

«حَتّٰى أَكُوْنَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ».

"যতক্ষণ পর্যন্ত আমি তার নিকট তার বাবা-মা সন্তান-সন্ততি এবং সব মানুষ অপেক্ষা অধিক প্রিয় না হই।"

মানুষের স্বভাবজাত ভালবাসা পিতা-মাতা এবং সন্তান-সন্ততির প্রতি তীব্র হয়। হাদীসে যদিও পিতার কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তথাপিও এ স্থলে মাতা শামিল পিতার শ্রেষ্ঠত্বের কারণে তার কথা বলা হয়েছে। অতঃপর ভালবাসা হয় স্বামী-স্ত্রীতে এবং জগতের অন্যান্যের সাথে। তার এই স্বভাবজাত ভালবাসাকে পেছনে ফেলে তার বিবেকজাত ও ঈমানী ভালবাসাকে বিজয়ী করে নাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রতি ভালবাসার প্রগাঢ় বন্ধন তৈরি করতে হবে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করছেন,

﴿النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُوْلُوْ الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِيْ كِتَابِ اللهِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُهَاجِرِيْنَ﴾

"মু'মিনদের নিকট নাবী তাদের নিজেদের চেয়ে ঘনিষ্টতর এবং তাঁর স্ত্রীগণ তাঁদের মাতা। আল্লাহর বিধান অনুসারে মু'মিনগণ ও মুহাজিরগণ অপেক্ষা যারা আত্মীয় তারা পরস্পর ঘনিষ্টতর।"[২৭]

নাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রতি ভালবাসার অনন্য নযীর : উহুদের যুদ্ধে (৩য় হি:) ময়দানে মুসলিম বাহিনীর দুর্যোগের সময় আবূ ত্বালহাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু) নিজেকে মানব ঢাল বানিয়ে নাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সামনে দাঁড়িয়ে যান। নাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখনই মাথা উঁচু করে নিক্ষিপ্ত তীর পতিত হওয়ার স্থান দেখতে চান তখনই আবূ ত্বালহাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু) বলে উঠেন–

يَا نَبِيَّ اللهِ، بِأَبِيْ أَنْتَ وَأُمِّيْ، لَا تُشْرِفْ يُصِيْبُكَ سَهْمٌ مِنْ سِهَامِ القَوْمِ، نَحْرِيْ دُوْنَ نَحْرِكَ.

"হে আল্লাহর নাবী! আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য উৎসর্গীকৃত হোক, আপনি মাথা উঠাবেন না তাহলে শত্রুদের তীর দ্বারা আক্রান্ত হবেন, আমার বক্ষ আপনার বক্ষের জন্য উৎসর্গীকৃত।"[২৮]

এভাবে আবূ ত্বালহাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে আগলে রাখলেন, আর ছুটে আসা তীর নীজের বুকে নিয়ে নিতেন।[২৯]

মাদীনার দীনার গোত্রের হিন্দ নাম্নী মহিলা যিনি ছিলেন 'আম্র ইবনুল জামূহ আনসারী (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হুমা)'র স্ত্রী তিনি স্বামী, ভাই এবং পিতার শাহাদাতের সংবাদ শুনে দুঃখ সংবরণ করেছিলেন এবং তাদের জন্য ইস্তিগফার করেছিলেন আর নাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জন্য অস্থীর হয়েছিলেন। নাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে পেয়ে তিনি বলে উঠেছিলেন,

[২৬] সহীহুল বুখারী- হা: ২২৪৫, মা: শা:, হা: ৬৬৩২।

[২৭] সূরা আল আহ্যা-ব ৩৩ : ৬।
[২৮] সহীহুল বুখারী- হা: ৩৮১১।
[২৯] মুসনাদ আহমাদ- হা: ১৩১২৭।

«كُلُّ مُصِيْبَةٍ بَعْدَكَ جَلَلٌ».

"আপনাকে পাওয়ার পর (হে রাসূল!) সব বিপদ তুচ্ছ।"[৩০]

এমনি মর্মন্তুদ ঘটনা ইসলামের কালজয়ী ইতিহাসে অনেক রয়েছে। নাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সামান্য অকল্যাণ না চাওয়ায় খুবাইব (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু)-কে কাফিরদের শুলিকাষ্ঠে নিষ্ফলভাবে জীবন বিলাতে হয়েছে। যুগে যুগে এর দৃষ্টান্ত অনেক খুঁজে পাওয়া যাবে। এ-তো হলো অন্তরের গহীন কোণে লুকায়িত নাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ভালবাসার প্রকাশ। নাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর অনুপম জীবনাদর্শকে আমাদের জীবনের জন্য আদর্শ বানিয়ে নেয়া, নাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর রেখে যাওয়া সুন্নাহ সর্বান্তকরণে মেনে নেয়া এবং বাস্তব জীবনে তার প্রকাশ ঘটানোতে রয়েছে নাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রতি ভালবাসার প্রকৃত প্রকাশ। আল্লাহ তা'আলা তাই বলেছেন,

﴿وَأَطِيْعُوْا اللهَ وَرَسُوْلَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ﴾

"আল্লাহ এবং তার রাসূলকে মেনে চলো –যদি তোমরা ঈমানদার হয়ে থাকো।"[৩১]

কর্মে এবং বর্জনে ঈমানের দাবি হলো মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহকে জীবনের সকল ক্ষেত্রে মেনে চলা। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللهَ كَثِيْرًا﴾

"নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসূলের মধ্যে সর্বোত্তম আদর্শ রয়েছে, যারা আল্লাহ ও আখিরাত দিবসের প্রতি আশা রাখে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে তাদের জন্য।"[৩২]

এতদ্ভিন্ন নাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ভালবাসার নামে যারা পাগলপারা কিন্তু নাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রকৃত সুন্নাহকে পদদলিত করে চলে, আর নিত্য নতুন বিদ'আত কর্ম করে তাদের এহেন কর্মে কোনক্রমেই নাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ভালবাসার স্বীকৃতি মিলবে না এবং সেসব গোমরাহী হিসাবে পরিত্যাজ্য হবে। নাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জন্ম দিবসে ঈদে মীলাদুন্নাবী পালন করা, এ দিনে জসনে জুলুস নিকৃষ্ট বিদ'আত শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত। এ সব কাজ না নাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) করেছেন, না তাঁর সাহাবাগণ আদৌ করেছেন। সুতরাং এ সবকে বিদ'আত জেনে পরিত্যাগ করতেই হবে। নাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন,

«مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ».

"যে এমন 'আমল করবে যা আমাদের 'আমলে নেই তার 'আমল প্রত্যাখ্যাত।"[৩৩]

নাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সুন্নাতকে ভালবেসে জীবন পরিচালিত করতে পারলে তদানুযায়ী জীবনব্যাপী 'আমলকে ঢেলে সাজাতে পারলে জান্নাতের পথ ও সুগম হয়ে যায়। নাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন,

«مَنْ أَكَلَ طَيِّبًا، وَعَمِلَ فِيْ سُنَّةٍ، وَأَمِنَ النَّاسُ بَوَائِقَهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ».

"যে ব্যক্তি হালাল খাদ্য খেয়ে জীবন-যাবন করবে, সুন্নাত অনুসারে 'আমল করবে এবং কোন মানুষ তার দ্বারা কষ্ট পাবে না, সে ব্যক্তি জান্নাতী হবে।"[৩৪]

হাদীসের শিক্ষা :

❒ মু'মিন জীবনে নাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রতি ভালবাসা সর্বাগ্রে গণ্য হবে।

❒ জীবনের চেয়েও নাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রতি ভালবাসা অগ্রাধিকার পাবে।

❒ জীবন-যাপনে ও 'আমল-চরিত্রে নাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জীবনাদর্শকে একমাত্র আদর্শ জেনে মু'মিন ব্যক্তি জীবন অতিবাহিত করবে।

❒ নাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ভালবাসার নামে যাবতীয় বিদ'আতী 'আমল বর্জন করতে হবে। ###

[৩০] ইবনু হিশাম- ২/৯৯।
[৩১] সূরা আল আনফাল ৮ : ১।
[৩২] সূরা আল আহ্যা-ব ৩৩ : ২১।
[৩৩] সহীহুল বুখারী- ২/৭৫৩, মা: শা:, ৩/৬৯।
[34] সুনান আত্ তিরমিযী- হা: ২৫২০।

সম্পাদকীয়

‘ইল্‌ম অর্জন অতীব জরুরী

الافتتاحية

ইসলাম ‘ইল্‌ম অর্জনের প্রতি সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েছে। এই দ্বীনের শুরু হয়েছে ‘ইল্‌ম অর্জনের আদেশ প্রদানের মাধ্যমে। আল কুর’আনের সর্বপ্রথম নাযিলকৃত আয়াতেই রয়েছে পড়ার নির্দেশ। পড়াশুনা করা হচ্ছে ‘ইল্‌মের চাবি-কাঠি। আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেন : “পড়ো তোমার প্রভুর নামে, যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। যিনি মানুষকে জমাট রক্ত থেকে সৃষ্টি করেছেন। পড়ো, তোমার রব সর্বাধিক সম্মানিত। যিনি শিক্ষা দিয়েছেন কলমের মাধ্যমে। মানুষকে তিনি শিখিয়েছেন এমন জিনিস, যা তারা জানত না।”[৩৫]

ইসলামে কথা ও কাজের আগে ‘ইল্‌ম অর্জনের আদেশ করা হয়েছে। সঠিক ‘ইলম না থাকার কারণেই মানুষ মানুষকে প্রণাম করে, তার কাছে মাথা নত করে। অথচ আল্লাহ তা‘আলা ছাড়া অন্য কারো সামনে মাথা নত করা যাবে না, কেউ করলে তা শির্‌ক বলে গণ্য হবে। আর আল্লাহ তা‘আলা শির্‌ক তাওবাহ্‌ ব্যতীত ক্ষমা করবেন না। তাই ‘ইল্‌ম অর্জন করে বৈধ ও অবৈধ অনুধাবন করার মাধ্যমে মহান আল্লাহর ‘ইবাদত করতে হবে। ‘ইল্‌ম ছাড়া ‘আমল করা অসম্ভব। যেমন- আল্লাহ তা‘আলা ঘোষণা করেন :

“জেনে রেখ, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন সত্য মা‘বূদ নেই। অতঃপর ক্ষমা প্রার্থনা করো তোমার গুনাহর জন্য এবং মু’মিন পুরুষ ও নারীদের জন্য।”[৩৬]

আল্লাহ প্রত্যেক মুসলিমকে বিনা ‘ইল্‌মে কথা বলতে নিষেধ করেছেন। যেমন- আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

“এমন কোনো জিনিসের পেছনে লেগে যেয়ো না যে সম্পর্কে তোমার কোন জ্ঞান নেই। নিশ্চিয়ই চোখ, কান ও অন্তর সম্পর্কে সবাইকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।”[৩৭] সৃষ্টির মধ্যে আল্লাহ তা‘আলার নিদর্শন দেখা ও তা থেকে উপদেশ গ্রহণের মাধ্যমেই আল্লাহ তা‘আলার মারিফত ও তাঁর ভয় অর্জিত হয়। ‘আলেমগণ ব্যতীত অন্যরা এটা অবগত হতে পারে না। তাই আল্লাহ তা‘আলা ‘আলেমদের প্রশংসা করেছেন। যেমন- আল্লাহ তা‘আলা বলেন : “আল্লাহর বান্দাদের মধ্য থেকে কেবল ‘আলেমগণই তাঁকে বেশী ভয় করে।”[৩৮]

ইসলামে ‘আলিমদের বিরাট মর্যাদা রয়েছে। দুনিয়া ও আখিরাতে তাদের মর্যাদা হবে সর্বোচ্চ।

আল্লাহ বলেন : “তোমাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে আল্লাহ তা‘আলা তাদেরকে মর্যাদায় উন্নীত করবেন।”[৩৯]

‘ইল্‌মের গুরুত্বের কারণেই আল্লাহ তা‘আলা তাঁর রাসূলকে মহান আল্লাহর কাছে বেশী পরিমাণ ‘ইল্‌ম চাওয়ার আদেশ দিয়েছেন। যেমন- আল্লাহ তা‘আলা বলেন, “হে নাবী! তুমি বলো, হে আমার প্রভু! আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করো।”[৪০]

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা ‘ইল্‌ম ও ‘আলেমগণের প্রশংসায় আরো বলেন :

“হে মুহাম্মাদ! তাদেরকে জিজ্ঞেস করো, অন্ধ ও চক্ষুস্মান কি সমান হতে পারে? তোমরা কি চিন্তা-ভাবনা করো না?”[৪১]

আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন :

“হে মুহাম্মাদ! তাদেরকে জিজ্ঞেস করো, যারা জানে আর যারা জানে না তারা কি সমান হতে পারে? তোমরা কি চিন্তা-ভাবনা করো না?”[৪২]

অতএব জ্ঞানীরাই সত্যকে দ্রুত উপলব্রি করতে এবং তার প্রতি ঈমান আনয়ন করতে পারে।

ইসলাম ‘ইল্‌ম অর্জনের প্রতি বিশেষভাবে উৎসাহ দিয়েছে। এ মর্মে নাবী কারীম (সাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেছেন :

‘ইল্‌ম অর্জন করা প্রত্যেক মুসলিমের ওপর ফর্‌য।[৪৩]

‘আবিদের ওপর ‘আলেমের মর্যাদা সমস্ত তারকার ওপর চন্দ্রের মর্যাদার মতোই। এ প্রসঙ্গে মহানাবী (সাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন :

আবেদ (সাধারণ ‘ইবাদতগুযারী) ব্যক্তির উপর ‘আলেমের ফযীলত হলো যেমন সমস্ত তারকার উপর পূর্ণিমার চাঁদের মর্যাদা। জ্ঞানীরা হলেন নাবীদের উত্তরসূরি। নাবীগণ কোনো দীনার বা দিরহাম মীরাসরুপে রেখে যান না; তারা উত্তরাধিকার সূত্রে রেখে যান শুধু ‘ইল্‌ম। সুতরাং যে ‘ইল্‌ম অর্জন করেছে সে পূর্ণ অংশ গ্রহণ করেছে।[৪৪]

নাবী কারীম (সাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আরো সংবাদ দিয়েছেন যে, ‘ইল্‌ম অর্জনের মাধ্যমে জান্নাতের পথ সহজ হয়। যেমন- তিনি বলেছেন :

---

[৩৫]. ৯৬ নং সূরাহ্‌ আল ‘আলাক্ব, আয়াত নং- ১-৫।
[৩৬]. ৪৭ নং সূরাহ্‌ মুহাম্মাদ, আয়াত নং- ১৯।
[৩৭]. ১৭ নং সূরাহ্‌ বানী ইসরা-ঈল, আয়াত নং- ৩৬।
[৩৮]. ৩৫ নং সূরাহ্‌ ফা-ত্বির, আয়াত নং- ২৮।
[৩৯]. ৫৮ নং সূরাহ্‌ আল মুজা-দালাহ্‌, আয়াত নং- ১১।
[৪০]. ২০ নং সূরাহ্‌ ত্বা-হা-, আয়াত নং- ১১৪।
[৪১]. ৬ নং সূরাহ্‌ আল আন‘আম, আয়াত নং- ৫০।
[৪২]. ৩৯ নং সূরাহ্‌ আয্‌ যুমার, আয়াত নং- ৯।
[৪৩]. সুনান ইবনু মাজাহ্‌, হা: ২২৪।
[৪৪] সুনান আবূ দাউদ- হা: ৩৬৪১।

যে ব্যক্তি 'ইল্‌ম অর্জনের জন্য কোনো পথ অবলম্বন করবে, আল্লাহ তা'আলা তার জন্য এর বিনিময়ে জান্নাতের পথ সহজ করে দিবেন।[৪৫]

দ্বীনের 'ইল্‌ম অর্জন করা ছাড়াও ইসলাম অন্যান্য উপকারী 'ইল্‌ম অর্জনের আহ্বান জানিয়েছে। তবে সকল প্রকার 'ইল্‌মের মধ্যে তাওহীদ, সুন্নাত, ও ইসলামী শরী'আতের জ্ঞান অর্জন করা সর্বোত্তম। তারপর অন্যান্য 'ইল্‌ম।

মু'আবিয়াহ্ (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মহানাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি–

আল্লাহ তা'আলা যার কল্যাণ কামনা করেন তাকে দ্বীনের জ্ঞান দান করেন।[৪৬]

আল কুর'আনের জ্ঞান অর্জন ও তা অন্যকে শিক্ষা দেয়ার ফযীলত সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন :

তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম যে কুর'আন নিজে শিখে এবং অপরকে তা শিক্ষা দেয়।[৪৭]

প্রত্যেক যামানায় ও প্রত্যেক দেশে মুসলিম উম্মাহ 'আলেমগণের মুখাপেক্ষী। 'আলিম-'উলামাহীন জাতি অন্ধকার ও বিভ্রান্তির মধ্যে জীবন-যাপন করে। 'ইল্‌ম অর্জন করার পর জাতিকে তা দ্বারা আলোকিত করা আবশ্যক। আর 'ইল্‌ম শিক্ষা করার পর যে 'আলেম তা গোপন করবে এবং মানুষকে তা শিখাবে না, ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা তার মুখে আগুনের লাগাম পরিয়ে দিবেন।

এ মর্মে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

"যারা আমার অবতীর্ণ উজ্জল শিক্ষাবলী ও বিধানসমূহ গোপন করে, অথচ সমগ্র মানবতাকে পথের সন্ধান দেবার জন্য আমি সেগুলো আমার কিতাবে বর্ণনা করে দিয়েছি, নিশ্চিতভাবে জেনে রাখো, আল্লাহ তাদের ওপর অভিশাপ বর্ষণ করেন এবং সকল অভিশাপ বর্ষণকারীরাও তাদের ওপর অভিশাপ বর্ষণ করে।"[৪৮]

যে 'আলেম মানুষকে কল্যাণের পথ দেখায়, তার জন্য রয়েছে বিরাট সাওয়াব। যে মানুষকে ভালো পথ দেখায়, সে তার প্রদর্শিত ভালো কাজ সম্পন্নকারীর সমান সাওয়াব পাবে। কারো সাওয়াব থেকে বিন্দু মাত্র কমানো হবে না। নাবী কারীম (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সংবাদ দিয়েছেন যে, মানুষ উপকৃত হয় এমন 'ইল্‌ম রেখে কোনো 'আলেম মারা গেলেও আল্লাহর নিকট তিনি সাওয়াব পেতে থাকে। মহানাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে সহীহ সনদে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেন :

"মানুষ যখন মারা যায়, তখন সমস্ত 'আমলের দরজা বন্ধ হয়ে যায়। তবে তিনটি 'আমলের দরজা বন্ধ হয় না। আর তা হলো– সাদাকায়ি জারিয়াহ এমন দ্বীনি শিক্ষা, যার দ্বারা মানুষ তার পরেও উপকৃত হয় এমন সৎ সন্তান যে তার জন্য মহান আল্লাহর কাছে দু'আ করবে।[৪৯]

কুর'আন তিলাওয়াত করা, কুর'আনের 'ইল্‌ম অর্জন করা এবং তা মানুষকে শিক্ষা দেয়া সর্বোত্তম 'আমল। যেমন- 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হুমা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মহানাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন :

দু' ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কারো ব্যাপারে ঈর্ষা করা যায় না।

(১) এমন ব্যক্তির ক্ষেত্রে যাকে আল্লাহ তা'আলা ধনসম্পদ দান করেছেন। সাথে সাথে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে ন্যায়ের পথে তা খরচ করারও তাওফীক্ব দিয়েছেন।

(২) আর এমন ব্যক্তির ক্ষেত্রে যাকে আল্লাহ তা'আলা জ্ঞান ও হিকমত দান করেছেন। সে ব্যক্তি মানুষের মধ্যে জ্ঞানের মাধ্যমে বিচার-ফায়সালা করে এবং তা মানুষকে শিক্ষা দেয়।[৫০]

তবে কোন মুসলিম ব্যক্তির নিকট জ্ঞান ও ধন-সম্পদ দেখে তার প্রতি হিংসা করা এবং তার ধ্বংস কামনা করা হারাম। 'আরবীতে এ ধরনের কর্মকে হাসাদ বলা হয়। কিন্তু কারো নিকট জ্ঞান ও ধন-সম্পদ দেখে তার ধ্বংস কামনা না করে নিজের জন্য অনুরূপ কামনা করাকে গিবতা বলা হয়। এটা খুবই ভালো। আলোচ্য হাদীসের উদ্দেশ্য তাই।

সুতরাং উপরোক্ত আলোচনার মাধ্যমে সুস্পষ্ট হলো যে, 'ইল্‌ম অর্জন করার যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। কাজেই 'ইল্‌ম অর্জন করে সহীহ সুন্নাহ অনুযায়ী 'আমল করা একান্ত প্রয়োজন।

পরিশেষে পাঠকবর্গের প্রতি আহ্বান, আসুন! হাজারো ব্যস্ততাকে উপেক্ষা করে প্রথমে কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর জ্ঞান অর্জন করি। তারপর সে অনুযায়ী 'আমল করি। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সবাইকে সঠিক জ্ঞান অর্জন করার তাওফীক্ব দান করুন –আমীন। ###

---

৪৫. সহীহ মুসলিম, হাঃ ২৬৯৯।
৪৬. সহীহুল বুখারী- হাঃ ৭১।
৪৭. সহীহুল বুখারী- হাঃ ৫০২৮।
৪৮. ২ নং সূরাহ্ আল বাক্বারাহ্, আয়াত নং- ১৫৯।
৪৯. সহীহ মুসলিম, হাঃ ৪৩১০।
৫০. সহীহুল বুখারী।

المقالة \ ceÜ

ইসলাম আমাদের কাছে কি চায়?

মূল : ড. খালেদ শাফাউল্লাহ রাহমানী
ভাষান্তর : ওবায়দুল্লাহ গযনফর

অধিকাংশ সময় চিন্তাভাবনায় এ কথা আসে, মানবতার কাছে ইসলাম কি চায়? এ ধরনের চিন্তা সৃষ্টি হওয়ার কারণগুলোর উপর যদি একটু লক্ষ্য করা যায়, তাহলে ইসলাম আমাদের কাছে কি দাবী করে তার বাস্তবতা আমাদের সামনে পরিস্কারভাবে ফুটে উঠবে।

মানব সমাজ এই দুনিয়ায় বসবাস করে আসছে। তাদের বসবাসের কোন ধরণ এমন হতে পারে, যাতে তার শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ করে। তারা কি অন্যান্য জীব-জন্তুর মত নিজেদের উদরপূর্ণ করে লাগামহীন অবস্থায় জীবন কাটিয়ে ধ্বংস হয়ে যাবে? না কি তাদের জীবনের কোন লক্ষ্য আছে? এ কথা তো বুঝে আসে না যে, মানব সমাজের জীবনের কোন উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য থাকবে না। এমনটি হলে মানুষ আর পশুর মধ্যে কোন পার্থক্যও থাকবে না। একজন সাধারণ মানুষও জানে এবং সকলে এ কথা স্বীকার করে থাকে যে, মানুষের মর্যদা দুনিয়ার সব জীবজন্তুর চেয়ে অনেক উচ্চস্তরে। এ কারণে যে সৃষ্টিকর্তা তাকে অন্তর, মস্তিষ্ক, চিন্তা, জ্ঞান ও বিবেক-এর নি'আমত দিয়ে পুরস্কৃত করেছেন। তার প্রকৃতির মধ্যে রয়েছে যে, সে নিয়ম শৃংঙ্খলা মেনে চলবে। যে কারণে সে বাধ্য একে অপরের সাথে সম্পর্ক সৃষ্টি করতে, যাতে তার জীবনের পূর্ণতা আসে। এখন প্রশ্ন হলো মানুষ কি নিজের ইচ্ছায় সব কিছুই করতে পারে? যেমন ভাববে তেমনি থাকবে, তাকে প্রশ্ন করার কেউ নেই? মানবতার ইতিহাস একথা প্রমাণ করে- কোন যুগেই এমন কোন সময় অতিবাহিত হয়নি, যে মানুষ সৃষ্টিকর্তার, তার সার্বভৌমত্বের চিন্তা থেকে মুক্ত ছিল। তার ইচ্ছা শক্তির কারণে সে স্বাধীন কিন্তু তার নিজের ইচ্ছা শক্তিকে কোন না কোন অদৃশ্য শক্তির অনুসারী রাখতে চেয়েছে।

হিন্দুস্থানী চিন্তা : উপমহাদেশের অধিবাসীদের চিন্তা চেতনায় অদৃশ্যশক্তির ব্যাপারে বিভিন্ন জাতির ধারণা বিভিন্ন রকম। তাদের চিন্তা চেতনায় সৃষ্টিকর্তা মা'বুদের ধারণা বিষয়ে বহুমুখী চিন্তার প্রকাশ দেখা যায়। একদিকে একত্ববাদের দর্শন। অন্যদিকে তার বিপরীত অবাস্তব কার্যকলাপ। এ রূপ অবান্তর চিন্তাধারা বিস্তার লাভ করতে করতে প্রত্যেক পাথর মা'বূদ আর প্রত্যেক বড় বৃক্ষ উপাস্য এবং প্রত্যেক কবর সিজদার জায়গায় পরিণত হয়েছে। যার ফল এমন হলো- বিশেষ ব্যক্তিবর্গ নিজেদের জন্য তাওহীদকে মেনে নিল। আর সাধারণের জন্য অসংখ্য মা'বূদ ও ভূতপরস্তির রাস্তা খুলে দিল।

"রিগ বেদে" কুদরতের প্রকাশ মানবতার পূজার প্রাথমিক ধারণা ধীরে ধীরে প্রকাশ পেতে থাকে এবং প্রতিমার আকার নিয়ে সামনে আসে। অন্য দিকে এক সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তার ধারণাও প্রকাশ পেতে থাকে। আর ক্রমাগত এটি একত্ববাদের চিন্তারূপে প্রকাশ হয়ে সামনে আসে। যা হোক 'রিগবেদ' (হিন্দুশাস্ত্র) যে যুগেই সম্পাদিত হোক না কেন, এতে তাওহীদের ধারণা প্রকাশমান। তবে এ দর্শণ মা'বূদের ধারণা পৃথিবীর অন্তরীক্ষ ও আসমানে, যা অনেক ইলাহ-এর ধারণা তৈরি করে সামনে নিয়ে আসে। অনেক মা'বূদ একজন বড় মা'বূদের অনুগত হয়ে চলে, এ ধারণা দেয়। পরিশেষ একজন সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তার ধারণা সৃষ্টি করে যা পরওয়ার দেগারে আলম, খালেকেকুল সর্বশেষ সৃষ্টিকর্তার ধারণা নিয়ে আবির্ভূত হয়। এছাড়াও হিন্দুস্থান ভিত্তিক বহু ঈশ্বরের ধারণা বিভিন্ন ধর্মীয় গ্রন্থে প্রকাশ পেয়েছে। সর্ব সাধারণের মধ্যে সর্বশক্তিমান আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছাতে আরও অনেক মা'বূদের দারস্থ করার দর্শন পেশ করা হয়েছে।

আরীয়া সমাজের (আর্য জাতির) দৃষ্টিভঙ্গি দেব-দেবীদের ক্ষমতা প্রদানের মধ্য দিয়ে পূর্ণাঙ্গ উপাস্যে রূপান্তরিত করেছে। যে দিন হতে তাওহীদের পক্ষে এই বিশ্বাসের উপর আঘাত এসেছে, সে দিন তারা মধ্যমপন্থা আবলম্বন করেছে। তারা বলেছে উপাস্যগুলো যদিও ইলাহ্ নন, তবে ইলাহের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য তাদের পূজা জরুরী। কেননা, আমরা সরাসরি মা'বূদের কাছে পৌঁছাতে সক্ষম নই। এই আক্বীদাহ বিশ্বাস হুবহু মুসলিমদের এক বিশেষ গ্রুপে অছীলার নামে অনুপ্রবেশ করেছে। যার ফলশ্রুতিতে মাজার পূজার প্রথা চালু হয়েছে। এই আক্বীদাহ বিশ্বাস প্রত্যেক ক্ষেত্রে তাওহীদী বিশ্বাস ও 'আমলের মধ্যে বিপর্যয় সৃষ্টি করেছে। তা না হলে কেউ কি আল্লাহর একত্ববাদ ও শ্রেষ্ঠত্বকে অস্বীকার করতে পারে? জাহেলী যুগের প্রতিমাপূজক আরবদেরও এই বিশ্বাস ছিল, যা আল-কুরআনে বিবৃত হয়েছে।

যা হোক শির্ক ফিজ্জাত (আল্লাহর সত্তার সাথে শির্ক) অথবা শির্ক ফিল ইবাদত, (ইবাদতে শির্ক) এর এই বিশ্বাস যা হিন্দুস্থানের বাস্তব ধর্মীয় মাযহাবগুলিকে সম্পূর্ণভাবে প্রতিমা পূজায় রূপান্তরিত করে ছেড়েছে। পরিশেষে অবস্থা এত গভীর ও সর্বব্যাপী হয়ে গেছে যে, আজ হিন্দুস্থানের হিন্দুদের বিশ্বাসে তাওহীদের চিন্তা চেতনার নাম গন্ধও নেই।

প্রফেসর রাধাকৃষ্ণ পূর্ব-হিন্দুস্তানের উলুহিয়াতের ধারণার বর্ণনা এভাবে দিয়েছেন- গৌতমবুদ্ধের সময় যে মাযহাবী চেতনা এই দেশের উপর ব্যপ্ত ছিল, তা প্রকাশ্যভাবে মা'বূদ ও মানুষের মধ্যে সওদা ক্রয় বিক্রয়ের মত ছিল। উপনিষদের ব্রহ্মা যিনি উলুহিয়াতের এক মাত্র দাবীদার, অপর দিকে অসংখ্য উপাস্য/মা'বুদ যার কোন সীমা ছিল না। আসমানের তরকারাজি, জমিনের বৃক্ষরাজী, জঙ্গলের জীবজন্তু ও পাহাড়ের বড় শীলাখণ্ড ইত্যাদি- সব কিছুই যার মধ্যে উলুহিয়াত ছিল না, যা খোদার রাজত্বে তার শরীক মনে করা হতো না- উল্টো মনে করা হতো, দুনিয়ায় যতবস্তু আছে তারা সকলেই মা'বূদের মসনদে বসার অধিকার রাখে। তারপরও মা'বূদদের বেশুমার ভিড় তাদের যেন যথেষ্ট মনে হতো না। বিভিন্ন ধরনের প্রতিমা অদ্ভুত অকৃতির বড় বড় স্টাচু তৈরি করতে থাকলো। এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই যে উপনিষদের চিন্তা ভাবনার জগতে অসংখ্য উপাস্য/মা'বুদ রাজত্ব যদিও তছনছ করে দিল, কিন্তু বাস্তবতার ক্ষেত্রে তাদেরকে তেমনি প্রতিষ্ঠিত রাখা হলো- তারা তাদের ইলাহী মসনদে বিরাজমান থাকলো।[৫১]

বৌদ্ধ ধর্ম পুরাতন ব্রাহ্মণ্যবাদের মতই ছিল। ইসলামের আর্বিভাবের পূর্বে হিন্দুস্থানের সাধারণ জনগণের মর্ধবিশ্বাস এটাই ছিল। বৌদ্ধের সময় প্রতিমা পূজার বিশ্বাস অত্যন্ত গভীর ছিল। মা'বূদের নামে প্রতিমা পূজার পরিবর্তে তারা প্রকৃত সত্য হতে দুরে সরে গেল। এই মতাদর্শ সমস্ত পথ পরিস্কার করে দিল এবং এ ধর্মের অনুসারীরা জীবনের উদ্দেশ্য কর্মের মধ্যে খুঁজে ফিরলো। এই অবস্থার চূড়ান্ত পরিণতি এই হলো যে, ব্রাহ্মণদের ইলাহের পূজা হতে বের হয়ে তারা যে পথ গ্রহণ করলো- তা হলো পরিত্রাণের একমাত্র পথ এই সব ভূয়া ইলাহদের পূজার মধ্যে নেই; বরং ইলমে হাক্ব সত্যকে জানা ও 'আমলে হাক্ব এবং সত্যের উপর 'আমল করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। অর্থাৎ- ইলম ও 'আমলের পবিত্রতা ইলমে হাক্ব, রহম, দয়া, কোরবানী প্রবৃত্তি পরায়নতা লোভ-লালসা থেকে আজাদ হয়ে নিজের আমিত্বকে মিটিয়ে দেয়া; গৌতম বুদ্ধের অনুসারীরা মা'বূদকে মানার ধারণা থেকে এই খালি আসন তাড়াতাড়ি পূরণ করে ফেললো। অর্থাৎ- তারা ঐ আসনে স্বয়ং গৌতম বুদ্ধকেই দেবতা বানিয়ে বসিয়ে দিল এবং এত উৎসাহের সাথে এ কাজ করলো যে, অর্ধেক দুনিয়া তার প্রতিমায় ভরে গেল। বৌদ্ধের ব্যক্তিত্ব মানবতার উর্ধ্বে উঠে অবতার হিসাবে মান্য করা হতে থাকে। তার মধ্যে ত্রিবিধ শক্তির ধারণা তার অনুসারীদের মধ্যে জন্মায়।

তার শিক্ষার ব্যক্তিত্ব, তার দুনিয়াবী ব্যক্তিত্ব, তার প্রকৃত ব্যক্তিত্ব-যা স্বর্গে অবস্থান করে। দুনিয়ায় বৌদ্ধের অর্ভিভাব হয়। তাহলো তার প্রকৃত ব্যক্তিত্বের ছায়া। আর পরিত্রাণ পাওয়ার অর্থ হলো- তার অনুসারীরা প্রকৃত বৌদ্ধের সেই স্বর্গে পৌঁছে যেতে পারে। গৌতমের অনুসারীরা আবার দুই ফেরকায় বিভক্ম হয়ে পড়লো-হিনিয়ান ও মাহীয়ান। ১ম দল তাকে এক পথ প্রদর্শক, শিক্ষক এবং মানুষ হিসাবে দেখতে চেয়েছিল। কিন্তু তা পরিবর্তিত হয়ে নির্জনে নির্বাসনে যাওয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়লো। দ্বিতীয় দল তাকে মানবতার উর্ধ্বে তুলে 'রাব্বানী' ইলাহ-এর পর্যায়ে নিয়ে পৌঁছে দিল। আর বর্তমান বৌদ্ধরা এটাই তাদের বিশ্বাস বলে মনে করে।[৫২]

এখন আমরা সেই প্রশ্নের দিকে আসছি যে, ইসলাম কি চায়? একথা সর্বজন বিদিত যে, ইসলামের দা'ওয়াতের শুরু আরব ভূ-খণ্ড হতে হয়েছিল। সেখানের অধিবাসীরা প্রথম আহ্বান পেয়েছিল; কিন্তু ইসলামী দা'ওয়াতের যে সম্পর্ক তা ছিল সর্বব্যাপী। ইসলাম বিশ্ব মানবতাকে আহ্বান জানালো। যেহেতু এই জাতিকে সারা দুনিয়ার সামনে আইডিয়াল বা আদর্শ হিসাবে সামনে আসার কথা- এজন্য আল্লাহ রাব্বুল 'আলামিন তাদের নির্বাচন করেন। আরব জাতি, তাদের শক্তি ও সামর্থ্য অনুযায়ী 'ইলাহী আমানত' এর জিম্মাদারী পুরনের সবচেয়ে বেশি যোগ্য ছিল। তাদের কাছে না তো কোন আসমানী সহীফা ছিল, না আল্লাহর দীনের ব্যাপারে স্পষ্ট ধারণা। তারা নিজেরা নিজেদেরকে দীনে ইসমাইলের অনুসারী মনে করতো। তারা এক মা'বুদকে মান্য করতো। তারা সরাসরি কোন কোন রাজার রাজত্বের অধীনে ছিল। তাদের জীবন গোত্রগত ব্যবস্থাপনার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। তাদের পেশা হয়তো ব্যবসা ছিল, নতুবা উট বকরী প্রতিপালন। চারিত্রিক দিক দিয়ে দেওলিয়া। কিছু কিছু গুণাবলীতে অন্য জাতি হতে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। যেমন দানশীলতা, বীরত্ব, ওয়াদা পূরণ করা ইত্যাদি। তারা ইয়াহুদী ও খ্রিস্টান ধর্মের শিক্ষা দ্বারা প্রভাবিত ছিল। যেহেতু তাদের মধ্যে ইসমাইল ('আলাইহিস্ সালাম)-এর পরে আর কোন নাবীর আগমন ঘটেনি, তাই রেসালত-নবুওয়াতের চিন্তার ব্যাপারে তাদের কোন ধারণাই ছিল না। আল্লাহর সুন্নাহ অনুযায়ী ঐ জাতির মধ্যে একজন হাদী, রাহ্বর প্রেরিত হওয়ার প্রয়োজন ছিল। আল্লাহর প্রেরিত রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মাধ্যমে যখন ইসলাম

[৫১] প্রফেসর রাধাকৃষ্ণ, ইণ্ডিয়ান ফিলোসফি- ১ম খণ্ড, ৪৫৩ পৃ:, দ্বিতীয় সংস্করণ।

[৫২] তরজুমানুল কোরআন- ১ম খণ্ড।

প্রকাশ পেল, তখন তাদের প্রত্যেক ব্যক্তি আশ্চর্যান্বিত হয়ে গেল। তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নবুওয়াতের প্রচার তারা এক বিপদ বলে মনে করে নিল এজন্য যে, একজন লোক যিনি সাধারণ মানুষের মত থাকা, খানা-পিনা ইত্যাদি দৈনন্দিন কর্মকাণ্ড করে থাকেন, তিনি কিভাবে আল্লাহর মনোনিত ও প্রেরিত হতে পারেন! তাদের কাছে এটা এক আশ্চর্য ব্যাপার ছিল। প্রথম অবস্থায় তারা তো ব্যাপারটা ঠাট্টা মজাক বলে মনে করে নিয়েছিল। কিন্তু যখন কালামে ইলাহী পরপর অবতীর্ণ হতে লাগলো এবং সমাজের সুশীল লোকগুলো বেশ প্রভাবিত হতে থাকলো, তখন ঐ সব মাতব্বর শ্রেণির লোকেরা প্রতিহত করার জন্য চিন্তা-ভাবনা শুরু করলো। তারপর এমন এক সংশয় আসলো যে 'রোগের' আরও বিস্তার ঘটতে লাগলো। ইসলামের আলোতে তাদের অন্ধকার ঘরগুলো আলোকিত হতে থাকলো। তাদের কানগুলো খাড়া হলো, তারা সেই কাজ করতে চাইলো যা ইতিপূর্বের শক্সিধরেরা করেছিল। কিন্তু যে আলোর হিফাজত স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা করছিলেন, তা কেউ কি ফুঁ দিয়ে নিভাতে পারে? ইসলামের দা'ঈ আল্লাহর পয়গাম পৌঁছানোর সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। আর অত্যাচারিত নিপীড়িত মানবতা দলে দলে এই দা'ওয়াতের দায়িত্বকে তাদের কাঁধে তুলে নিচ্ছিলেন। যখন আল্লাহর পয়গমে মক্কা নগরী গুঞ্জরিত হলো, তখন তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সমস্ত চেষ্টা বানচাল করতে পৌত্তলিকরা উটেপড়ে লাগলো। এই সব লোকগুলো রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিজের লোক ছিল। কিন্তু সেই লোকেরা যাদের কাছে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রিসালাত ও নবুআতের সমস্ত পরিচিতি মওজুদ ছিল, কিন্তু তারা নিজেদের জেদ, হঠকারীতা ও হিংসা-বিদ্বেষের কারণে তা মেনে নিতে অস্বীকার করলো। যা নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর বহু জীবনীকার লিপিবদ্ধ করেছেন। এর ফলে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর বিরুদ্ধবাদীরা ক্রমাগত বিভিন্ন প্রকারের আজাব ও গজবে পতিত হলো। অবশেষে ইসলামের দা'ওয়াত পুরো আরব ভূ-খণ্ডে ছড়িয়ে পড়লো। সেই জাতির যাদের ইতিহাসে কোন স্থান ছিল না, তারা এক সম্মানীয় শক্সিশালী জাতিতে পরিণত হলো এবং সারা বিশ্বে আল্লাহর পয়গম পৌঁছে দিল। তাঁরা এমন চরিত্রবান জাতিতে পরিণত হলো, যাঁদের সম্পর্কে জানতে আজও দুনিয়াবাসী ব্যাকুল। পৃথিবীর যে পথে তাঁরা চললেন, তারা বিশ্ব মানবতার জন্য রহমতে রূপান্তরিত হলেন। আসুন একটু দেখি তো! একথা সর্বজনবিদিত যে, একজন মুসলিম তাদের সফলতার ও উন্নত জাতিতে পরিণত হওয়ার কারণে এ কথাই বলবেন যে, তারা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন বলেই তাঁরা দুনিয়া ও আখিরাতে সফল হতে পেরেছিলেন।

মানবতার কাছে প্রথম দাবী : সৃষ্টিজগতের স্রষ্টার পরিচিতি। ইসলাম শুরু থেকে মানবতার কাছে এ দাবী তুলে ধরেছে- যে দুনিয়ায় তুমি বসবাস করছো, এর চারপাশে মহান আল্লাহর কুদরতের যে নানা স্বাক্ষী, বৈচিত্রময় জগত, এর উপর চিন্তা করে দেখো- এসব কি আপনা-আপনি সৃষ্টি হয়েছে? না কোন সৃষ্টিকর্তা এসব সৃষ্টি করেছেন?

الله الذى خلق السموات والارض وانزل من السماء ماء.....

الى- ﴿وَإِنْ تَعُدُّوْا نِعْمَتَ اللهِ لَا تُحْصُوْهَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُوْمٌ كَفَّارٌ﴾. (سورة ابراهيم ١٤/٣٤)

"তিনি আল্লাহ যিনি আসমান সমূহ ও জমিন সৃষ্টি করেছেন। তিনি আসমান হতে পানি বর্ষণ করে তার দ্বারা তোমাদের জীবিকার জন্য ফলমূল উৎপাদন করেন। যিনি নৌযানকে তোমাদের অধীনে করে দিয়েছেন যাতে তার হুকুমে এটা সমুদ্রে বিচরণ করে এবং যিনি তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন নদী সমূহকে। যিনি তোমাদের কল্যাণে সূর্য ও চন্দ্র নিয়োজিত করেছেন যারা অবিরাম একই নিয়মের অনুবর্তী এবং তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত রাত ও দিনকে। আর তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন তোমরা তার কাছে যা কিছু চেয়েছো তোমরা আল্লাহর নি'আমত গননা করলে ওর সংখ্যা নির্ণয় করতে পারবে না মানবজাতি অবশ্যই অতিমাত্রায় যালিম ও অকৃতজ্ঞ।"

জমিনের দিকে তাকাও। ওর বুক ফলে ফুলে সুশোভিত। তার নিচ দিয়ে মিষ্টি পানির প্রবাহ। গভীর হতে সোনাসহ নানা খনিজ পদার্থ বের হচ্ছে। যদিও জমিন গোলাকার তারপরও মনে হয় চারিদিক বিছানো।

الذى جعللكم الارض مهدا - وجعل فيها سبلا لعلكم تهتدون.

"সেই পরওয়ার দেগার যিনি তোমাদের জন্য জমিনকে সমতল করে বিছিয়ে দিয়েছেন তার উপর দিয়ে রাস্তা করে দিয়েছেন যাতে তোমরা পথ খুঁজে পাও।"

ঠিক এমনিভাবে সূরা আর্ রা'দ-এ বলা হয়েছে–

﴿وَهُوَ الَّذِيْ مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيْهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا﴾ - الى

قوله تعالى : ﴿لِقَوْمٍ يَعْقِلُوْنَ﴾. (الرعان ٣، ٤)

"তিনি ভুমণ্ডলকে বিস্তৃত করেছেন এবং ওর উপর পর্বত ও নদী সৃষ্টি করেছেন এবং জোড়ায় জোড়ায় প্রত্যেক প্রকারের ফল সৃষ্টি করেছেন। তিনি দিবসকে রাতের দ্বারা আচ্ছাদিত করেন এতে অবশ্যই চিন্তশীল সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন রয়েছে।"

"এই পৃথিবীতে রয়েছে পরস্পর সংলগ্ন ভূখণ্ড। এতে আছে আঙ্গুর বাগান, শস্য ক্ষেত, একাধিক শীষ বিশিষ্ট অথবা এক শীষ বিশিষ্ট খেজুর গাছ, যা একই পানিতে সিঞ্চিত এবং ওসবের কতকগুলোর উপর কতকগুলোকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি। অবশ্যই জ্ঞানবান সম্প্রদায়ের জন্য রয়েছে নানা নিদর্শন।"

যাই হোক সত্য জানার জন্য এই নিদর্শন ইসলাম আল-কুরআনের মাধ্যমে বর্ণনা করেছে। যাতে করে মানুষ ঐ সব নিদর্শনের দ্বারা 'খালেকে কায়েনাত' বিশ্ব স্রষ্টার পরিচয় লাভ করতে পারে। বিশ্বের ধুলিকণাগুলোও সাক্ষ্য দিচ্ছে এমন এক শক্তি এর পেছনে রয়েছে, যিনি সারা বিশ্বকে দৃশ্যমান করেছেন।

বিশ্বচরাচরে নিয়ম-শৃংখলা : এ বিশ্বে যা কিছু দৃশ্যমান, তা সব এক বিশেষ নিয়ম-শৃংখলার বাধনে বাধা। কোন বস্তুই তার নির্দিষ্ট অবস্থা হতে সামান্যতম ব্যক্তিক্রম করে না। এরূপ কেন হয়? তার সৃষ্টির ভেতরে আনুগত্য অধিনতা স্বীকারের যে প্রবণতা, তা কে দান করেছে? জীবজন্তু হতে বৃক্ষ-লতা, সব কিছুর মধ্যে যে বিশেষ বৈশিষ্ট্য দেওয়া হয়েছে, যার মধ্যে সামান্যতম পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয় না। এ সব কিছু যে কারণে একে অন্যের সাথে জুড়ে আছে সেই কারণগুলো কে সৃষ্টি করলো? অবশেষে মানুষের সমস্ত চিন্তা-ভাবনা এক সর্বশক্তিমান প্রভুর দিকেই নিবিষ্ট হবে।

এগুলো কি হঠাৎ করে হতে পারে : আমরা একটু চিন্তা করে দেখিতো- আমি যদি বলি আপনার হাতের ব্যাগটা আপনা আপনি তৈরি হয়েছে। তা হলে এ কথা কতটা হাস্যকর হবে? যদি বিষয়টি তা-ই হয়, তাহলে এই বিশ্বচরাচর হঠাৎ করে আপনা আপনিই সৃষ্টি হয়েছে- কোন জ্ঞানী লোক এই চিন্তার সাথে একমত হবে? বিজ্ঞান যতই উন্নতির দিকে ধাবিত হোক না কেন, বস্তু এবং এর তৈরি হওয়ার যত প্রকার পর্যালোচনা হোক না কেন, বিশ্বচরাচরের প্রভু পরওয়ারদেগারের রহস্য উন্মোচন করতে তারা অপারগতাই প্রকাশ করবে। অতীতের বিজ্ঞানীদের চিন্তাধারা বর্তমানে এসে বাতিল হয়েছে। আজকের ধারণা কাল বদলে যাচ্ছে। কেননা পৃথিবীব্যাপী সব কিছুতে যে পরিবর্তন অতীত হতে চলে আসছে। আর যেভাবে চলে আসছে তার উপর মানুষের কোন কর্তৃত্ব 'না' এর সমান। সমুদ্রে তুফান আসে, আইলাসহ বিভিন্ন ধরনের জলোচ্ছাস তৈরি হয়ে জনপদকে ধ্বংস করে, পাহাড় আগ্নেয়গীরির রূপ ধারণ করে আবাদীকে শেষ করে দেয়, এসব ব্যাপারে তো আমরা সকলে জানি-এগুলো কেন এবং কিভাবে হয়ে থাকে? কিন্তু এর প্রতিরোধ মানুষের সাধ্যের মধ্যে নেই। শুধুমাত্র হয়তো অগ্রিম বিপদ সংকেত দিতে পারে। আল-কুরআন মানুষের চিন্তা গবেষণার এ পথ নির্দেশ দিয়েছে- তুমি যে ধরিত্রিতে বসবাস করছো, তার মধ্যে এমন বহু নিদর্শন রয়েছে যা তোমাকে প্রকৃত সত্য পর্যন্ত পৌঁছে দিতে পারে। কারণ, চিন্তা-গবেষণার একটা শেষ আছে, যেখানে তোমাদের অপারগতা- অসমর্থতা একথা মানতে বাধ্য হবে যে, কোন এমন শক্তি আছেনই- যিনি এ সবের উপর নিয়ন্ত্রণ রেখেছেন। তিনিই এই বিশ্বচরাচরের স্রষ্টা।

বিশ্বচরাচরের স্রষ্টা : কোন সত্তার কথা স্বীকার করে নেওয়ার পর এখন তাঁকে অনুসন্ধান ও তাঁর ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনার দ্বিতীয় ধাপ তুলতে হবে। মানুষের অস্তিত্বে একজন সর্বময় ক্ষমতাশালীর বিশ্বাস অবশ্যই সর্বক্ষণ আছে। কিন্তু তাঁকে অনুসন্ধান ও সে ব্যাপারে চিন্তা-ভাবণা, তাকে বিভিন্ন পন্থায় নিয়ে গেছে। মানুষ স্রষ্টার চিন্তা নিজের পরিবেশে করতে যেয়ে এক মা'বুদের অস্তিত্ব মানতে হাজার মা'বুদের জন্ম দিয়ে বসেছে। আসলে মানুষের চিন্তাধারা এক জ্যুতি এক চমক সারাবিশ্বে অনুসন্ধান করে ফিরেছে। যাতে সেই সত্তার হাকিকত মানুষের ধরণায় বিভিন্ন দেহে পরিবর্তন হয়েছে। যা পরবর্তীতে কখনও ইবনুল্লাহ কখনও অবতার-এর বিশ্বাসে পরিবর্তিত হয়েছে। দুনিয়ার সমস্ত মাযহাবে আল্লাহ'র চিন্তার সাথে এই ধারণা সৃষ্টি হলো যে, এই একক সত্তার প্রাপ্তির ধারণা মানুষ কিভাবে করতে পারে- একথা শতঃসিদ্ধ যে, মানুষের চিন্তার দৌড় দুনিয়ার সীমা পর্যন্ত। এজন্য সেই মহান সত্তাকে পেতে কোন নাম নির্ধারণের চিন্তা তাদের মাথায় এল। এখন প্রশ্ন হতে পারে কোন গুণাবলীতে তাঁকে স্মরণ করতে হবে, যিনি সৃষ্টির সাদৃস্য হতে পবিত্র। যদি আল্লাহর ধারণা কোন গুণাবলী ও কর্ম ছাড়াই হয়, যা মানুষের চিন্তার উর্ধে তা হলে ফলাফল কি দাঁড়াবে? এটাই যে, আল্লাহর জন্য কোন গুণাবলী নির্ধারণ করতে পারছি না; কেননা যে গুণাবলী নির্ধারণ করবো তার মধ্যে সৃষ্টির গুণের সাথে স্বাদৃশ্য এসে যাবে। তা হলে সে অবস্থায় এমন ধরনের বিশ্বাস যার মধ্যে কোন আন্তরিকতার ছাপ থাকবে না। যদি আমরা শুধু এ কথা বলি যে, আল্লাহ এমন না, এ রকম না, তাহলে এ ধরনের চিন্তাধারা বা আক্বীদাহ এক দার্শনিক খেয়াল তো জন্মাতে পারে, কিন্তু সেই সত্তা সম্পর্কে মানুষের মনের চাহিদা মিটাতে ব্যর্থ হবে। যে সকল ধর্মীয় মতবাদ তাদের বিশ্বাসের ভিত্তির প্রভাবে স্থাপন করেছে, অবশেষে তা তাদের কে মহাশক্তির ধারক আল্লাহকে (ব্রহ্ম) ও ঈশ্বর হিসাবে প্রতীয়মান করেছে।

আজ বহু ঈশ্বরবাদীদের বিশ্বাস সকলের সামনে পরিস্কার। সে কারণে ইসলাম মধ্যমপন্থা অবলম্বন করেছে এবং সাথে সাথে আল্লাহর ঐ সকল গুণাবলীতে বিশ্বাস করেছে- যা দ্বারা আল্লাহর প্রকৃত 'আসমায়ে হুসনার' প্রকাশ পায়। তিনি

চিরস্থায়ী সর্বশক্তিমান, তিনি রাহীম, তিনি সব কিছুই দেখেন, সব কিছুই শুনেন, তিনি সর্বোত্তম। শুধু এতটুকু নয়; বরং মানুষের কথা-বার্তার মধ্যে শক্তি এবং তার ইরাদা এবং কর্মকাণ্ডের যত কিছু আছে, সে সকল গুণাবলীও আল্লাহর- একথা তারা বিশ্বাস করে। যেমন- আল্লাহর হাত সংকীর্ণ নয় (৫-৬৪) তাঁর সিংহাসন ও সর্বশক্তিমান তার কোন সীমা নেই (২৫৫/২) এবং স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন তাঁর মত আর কিছু নেই যা তোমাদের ধারণায় আসতে পারে। তিনি এমন যে, তোমাদের চোখ তাকে দেখতে পারে না, তোমরা তোমাদের খেয়ালে তার মত কিছুর ধারণা করো না (১৬-৭৪)। সুতরাং এ কথা সত্য যে, তাঁর জীবিত থাকা আমাদের বেঁচে থাকার মত নয়। তাঁর প্রতিপালন আমাদের প্রতিপালনের মত নয়। তাঁর দেখা শোনা, জানা এমনি নয়- যেমনটি আমাদের দেখাশোনা ও জানার ধারণা। তাঁর শক্তিমানতা, তাঁর ক্ষমার হাত, তাঁর জালাল, এবং তাঁর আরশ অবশ্যই রয়েছে; কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, ঐ সকল বিশেষণ আমাদের চিন্তায় আসতে পারে।

ইসলাম মানুষের সাথে এই হাকীকত স্পষ্ট করে তুলে ধরেছে, যা কিছু সুক্ষ্মভাবে অনুধাবন করা যায় এবং তোমার 'আমলী জীবনে তার সম্পর্কও রয়েছে এবং যার মধ্যে অন্য কোন অর্থ করার সুযোগ নেই, তার উপর চলতে থাকো। অবশ্য কিছু কিছু ব্যাপার এমনও আছে যার 'হাকীকত' প্রকৃত অর্থ বুঝতে তুমি অক্ষম এবং তোমার জন্য এছাড়া অন্য কোন পন্থাও নেই। কেননা, একটা সীমা পর্যন্ত যেয়ে তুমি থেমে যাবে এবং অকারণে দুশ্চিন্তায় পড়বে। পরকালীন নাজাতের একমাত্র রাস্তা এটাই, যে ব্যাপারে আমাদের জ্ঞানের সীমার বাইরে তা নিয়ে অকারণে বাগবিতণ্ডা করায় কোন সার্থকতা নেই। নিজেদের অপারগতা, অসমর্থতা ও ব্যর্থতার কথা স্বীকার করে নেওয়াই উচিৎ। আর এটাকেই আল- কুরআন মুহকামাত ও মুতাসাবিহাত, হিসাবে বর্ণনা করেছে। এরশাদ হচ্ছে–

﴿هُوَ الَّذِيْ أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُوْنَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيْلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيْلَهُ إِلَّا اللهُ وَالرَّاسِخُوْنَ فِي الْعِلْمِ يَقُوْلُوْنَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُوْلُوْ الْأَلْبَابِ﴾

"তিনি সেই সত্তা যিনি তোমার উপর কেতাব অবতীর্ণ করেছেন যাতে সু-স্পষ্ট অকাট্য আয়াতসমূহ রয়েছে ও গুলো কেতাবে মূল এ ব্যতীত কতিপয় আয়াত অস্পষ্ট, অতএব যাদের অন্তরে বক্রতা রয়েছে ফলত; তারাই অশান্তি সৃষ্টি, ও (ইচ্ছা মত) ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের উদ্দেশ্যে অস্পষ্ট আয়তের অনুসরণ করে অথচ আল্লাহ ব্যতীত এগুলোর প্রকৃত অর্থ কেহই অবগত নয়। আর যারা জ্ঞানে সুপ্রতিষ্ঠিত তারা বলেন আমরা ওতে বিশ্বাস করি। সমস্তই আমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে সমাগত আর জ্ঞানবান ব্যতীত কেহই উপদেশ গ্রহণ করে না।"[৫৩]

আল্লাহ তা'আলা তাঁর সমস্ত গুণাবলীকে সুন্দর মাধুর্যপূর্ণ বলেছেন :

﴿قُلِ ادْعُوْا اللهَ أَوِ ادْعُوْا الرَّحْمٰنَ أَيًّا مَا تَدْعُوْا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيْلًا﴾

"হে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)! আপনি বলে দিন তোমরা আল্লাহ বলে আহ্বান কর অথবা রাহমান বলে ডাক যে নামেই ডাক না কেন তাঁর সুন্দরতম নাম সমূহের অন্তর্গত।"[৫৪]

ইসলাম মানবতার কাছে তাই দাবী করে যে, আল্লাহ তাঁর নিজ সত্তা বা (যাত) এর দিক দিয়ে একক এবং তাঁর গুণাবলীর দিক দিয়েও অনন্য। যেহেতু তাঁর সার্বভৌমত্ব কখনও অপ্রতিষ্ঠিত থাকতে পারেনা। যদি অন্য কাউকে তাঁর গুণাবলীতে শরীক মনে করা হয়। অতএব, আমাদের আক্বীদাহ-ঈমান হতে হবে যে, আল্লাহ এক ও একক, তাঁর মত কেউ নেই। যেহেতু তাঁর মত কেউ নেই, তাহলে অবশ্যই যে সকল গুণাবলী (আসমায়ে হুসনা) মহান আল্লাহর জন্য নির্ধারিত, তাতে অন্য কেউ শরীক হতে পারে না। প্রথম কথা হলো তাওহীদ বিয্যাত/মহান আল্লাহর সত্তার তাওহীদ বা একত্ববাদ তারপর তাওহীদ ফিস্সিফাত তার গুণাবলীতে তাওহীদ।

ইসলাম দাবী করে সব রকমের ইবাদত ও আনুগত্যের একমাত্র হক্বদার আল্লাহ। সুতরাং যদি তুমি আল্লাহর ইবাদতকারী হিসাবে অন্যের সামনে আকুতি মিনতি কর, তার সামনে মস্তক অবনত কর, তাহলেতো আর তাওহীদের 'আক্বীদাহ বাকী থাকলো না। তিনি বলেন- তিনিই একমাত্র সত্তা যিনি তোমাদের আহ্বান কবুল করেন, দোআ কবুল করেন। এখন তুমি যদি তাকে ডাকার ব্যাপারে, তার কাছে দু'আ করার ব্যাপারে অন্য কারও সামনে মাথা অবনত

[৫৩] সূরা আ-লি 'ইমরান ৩ : ৭।
[৫৪] সূরা বানী ইস্রা-ঈল ১৭ : ১১০।

করো, তবে কি 'তৌহীদে ইলাহী' এর বিশ্বাস বাকী থাকবে? তিনি বলেন- আমিই একমাত্র সত্তা তোমাদের দোয়া কবুল করতে পারি। এখন যদি তুমি অন্যের সামনে তোমার হাত তুলে তার কাছে চাও, তাহলে সেই দোয়া ও আহ্বানে তুমি অন্য কোন ব্যক্তিকে শরীক করলে। প্রকারান্তরে তুমি তাকে আল্লাহর ইবাদতে শরীক করলে। তিনি বলেন দোয়া সাহায্য, প্রার্থনা, রুকু, সেজদা খুসখুজু ভরসা, নির্ভরতা আর এ ধরনের সমস্ত ইবাদত এবং সেই সব 'আমল যা আল্লাহ ও তার বান্দার মধ্যে গভীর সম্পর্ক তৈরি করে দেয়। এখন যদি কেউ সে সম্পর্কের মধ্যে অন্য কাউকে শরীক করে, তাহলে আল্লাহর একক মা'বূদ হওয়ার সম্পর্ক বাকী থাকে না। এমনিভাবে শ্রেষ্ঠত্বের মহানুভবতার, সর্বময় কর্তৃত্বের ব্যাপারে যে বিশ্বাস আল্লাহ সম্পর্কে বান্দার হওয়া উচিৎ, তা শুধুমাত্র আল্লাহর জন্যই নির্ধারিত। এখন বান্দা যদি অন্য কোন ব্যক্তি বা সত্তার প্রতি সেই ধারণা করে, তাহলেতো তাকে আল্লাহর শরীক বানিয়ে ফেললো। ফলে তার তাওহীদের বিশ্বাস সম্পূর্ণ শেষ হয়ে গেল। যে কারণে ইসলাম সব চেয়ে বেশী তাওহীদ ও শিরকের উপর জোর দিয়েছে এবং মানুষের কাছে দাবী করেছে যে, আল্লাহর সত্তা ও সিফাতের প্রতি আক্বীদাহবিশ্বাস দৃঢ় রেখো! এ ক্ষেত্রে কোন ধরনের দূর্বলতাকে তিনি বরদাশত করেন না।

ইসলাম দাবী করে মানুষের খেয়াল বা চিন্তা-চেতনায় যে সত্তা প্রতীয়মান হয়, তা সব আল্লাহর ইলমে আছে। সারা সৃষ্টি জগতে যা কিছু আছে তার সৃষ্টিকর্তা তিনিই একক। নাবী-রাসূল, আউলীয়া, শহীদসহ সকল ব্যক্তিত্ব তাঁর অনুগত বান্দামাত্র। আল্লাহর কাছে সুপারিশ করার তাঁর অনুমতি ছাড়া কারও অধিকার নেই।

﴿وَيَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُوْلُوْنَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللهِ قُلْ أَتُنَبِّئُوْنَ اللهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ﴾

"তারা সেই সকল বস্তুর পূজা করে যা তাদের লাভ লোকসান কিছুই দিতে পারে না। তারা বলে এরা নাকি সুপারিশকারী। হে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)! আপনি বলে দিন তোমরা কি আল্লাহ যা জানেন না তার খবর দিচ্ছ তারা যে শির্ক করে তা হতে আল্লাহ পবিত্র।"[৫৫]

«هذا ما عندى والله اعلم بالصواب».

[ইমামুল হিন্দ আল্লামা আজাদ (রাহিমাহুল্লা-হ)-এর দৃষ্টিভঙ্গি অবলম্বনে মাসিক জারিদা তরজুমান- অক্টোবর ২০১৭, দিল্লীর সৌজন্যে]

[৫৫] সূরা ইউনুস ১০ : ১৪।

নভেম্বর- ২০১৮, সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত

ঢাকা জেলার জন্য

বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর কর্তৃক প্রদত্ত সময়সূচী অনুযায়ী

তারিখ	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
০১/১১/২০১৮	০৬ : ০৫	০৫ : ১৯
০২/১১/১৮	০৬ : ০৫	০৫ : ১৯
০৩/১১/১৮	০৬ : ০৬	০৫ : ১৮
০৪/১১/১৮	০৬ : ০৬	০৫ : ১৮
০৫/১১/১৮	০৬ : ০৭	০৫ : ১৭
০৬/১১/১৮	০৬ : ০৮	০৫ : ১৬
০৭/১১/১৮	০৬ : ০৮	০৫ : ১৬
০৮/১১/১৮	০৬ : ০৯	০৫ : ১৫
০৯/১১/১৮	০৬ : ০৯	০৫ : ১৫
১০/১১/১৮	০৬ : ১০	০৫ : ১৫
১১/১১/১৮	০৬ : ১১	০৫ : ১৪
১২/১১/১৭	০৬ : ১১	০৫ : ১৪
১৩/১১/১৮	০৬ : ১২	০৫ : ১৪
১৪/১১/১৮	০৬ : ১৩	০৫ : ১৩
১৫/১১/১৮	০৬ : ১৩	০৫ : ১৩
১৬/১১/১৮	০৬ : ১৪	০৫ : ১২
১৭/১১/১৮	০৬ : ১৫	০৫ : ১২
১৮/১১/১৮	০৬ : ১৫	০৫ : ১২
১৯/১১/১৮	০৬ : ১৬	০৫ : ১১
২০/১১/১৮	০৬ : ১৭	০৫ : ১১
২১/১১/১৮	০৬ : ১৮	০৫ : ১১
২২/১১/১৮	০৬ : ১৮	০৫ : ১১
২৩/১১/১৮	০৬ : ১৯	০৫ : ১১
২৪/১১/১৮	০৬ : ১৯	০৫ : ১১
২৫/১১/১৮	০৬ : ২০	০৫ : ১১
২৬/১১/১৮	০৬ : ২০	০৫ : ১১
২৭/১১/১৮	০৬ : ২১	০৫ : ১০
২৮/১১/১৮	০৬ : ২২	০৫ : ১০
২৯/১১/১৮	০৬ : ২৩	০৫ : ১০
৩০/১১/১৮	০৬ : ২৩	০৫ : ১০

ওয়াহ্হাবী আন্দোলন সম্পর্কিত ভ্রান্তির নিরসন

–অধ্যাপক ডক্টর মুহাম্মাদ রঈসুদ্দীন*

[পর্ব- ৩]

৪. ‘আব্বাস আল জারারী। তিনি এই মরক্কোর অধিবাসী। আমার জানা নেই, আপনারা তাঁর গুরুত্বপূর্ণ বক্তৃতার খবর পেয়েছেন কি-না? তিনি এই বক্তৃতা ১৩৯৯ হিজরী সনে রিয়াদ বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমান বাদশাহ সা‘উদ বিশ্ববিদ্যালয় প্রদান করেছিলেন। তিনি তার বক্তৃতায় বলেছিলেন : মরক্কোতে সালাফী ধারার আন্দোলন চৌদ্দশত হিজরীর প্রথম দিকে পুণরায় আত্মপ্রকাশ করে। ১৩০০ হিজরী সনে সুলতান হাসান মরক্কো জাতির প্রতি এই সম্পর্কে এক বাণী প্রচার করেন। ঐতিহাসিক আহমাদ নাসিরীও এই বাণীর ভূয়শী প্রশংসা করেন। এরূপ ১১৮৫ হিজরী সনে একবার হয়েছিলো। মাক্কা নগরীর ‘আলিমগণের সাথে তর্ক করার উদ্দেশ্যে ইমাম ‘আবদুল ‘আযীয ইবনু মুহাম্মাদ, শাইখ ‘আবদুল ‘আযীয ইবনু আল হুসাইনকে তৎকালীন মাক্কার গভর্ণরের কাছে প্রেরণ করেন। পবিত্র মাক্কা মু‘আয্যামায় তৎকালীন ‘আলেমগণের মধ্যে ছিলেন– ইয়াহ্ইয়া ইবনু সালিহ আল হানাফী, ‘আবদুল ওয়াহ্হাব ইবনু হাসান আত্ তুরকী, ‘আবদুল ‘আযীয ইবনু হিলাল প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ। তারা তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলাপ-আলোচনা করেন। এই তর্ক-বিতর্কের মাধ্যমে তাদের সম্মুখে এই দা‘ওয়াতের নিষ্কলুষতা ও পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে আশ্বস্তকর অনেক তথ্যাদি উদঘটিত হয়ে যায়।

এরপর আমি বললাম : মাক্কা মু‘আয্যামার ‘আলেমগণের মধ্যেও অনেক সংশয়-সন্দেহের উদ্রেক হয়েছিলো, যেভাবে মরক্কো ও অন্যান্য দেশের ‘আলেমগণের মধ্যে হয়েছে। এর পিছনে কার্যকরী ভূমিকায় ছিলো মিথ্যা, অপবাদ ও উদ্দেশ্যমূলক অপপ্রচার।

মাক্কায় তৃতীয়বার ইমাম ইবনু সা‘উদ প্রবেশ করার পর সেখানে অনেক তর্ক-বিতর্ক ও মাক্কাবাসীদের নানাবিধ প্রশ্নের জবাবদিহি চলে। তখন নাজদী ‘আলিমগণের মধ্যে ছিলেন– শাইখ ‘আবদুল ‘আযীয হুসাইন, শাইখ হামদ ইবনু নাসির ইবনু মু‘আম্মার প্রমুখ। এই শেষোক্ত ‘আলেম ছিলেন ইমাম সউদের পক্ষ থেকে মাক্কা মু‘আয্যামার ক্বাযী ও মুফতী। মাক্কাতেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে মাক্কার ‘আলিমগণ আশ্বস্ত হন। এই উপলক্ষে তারা সবাই এক স্মারকলিপিতে স্বাক্ষর প্রদান করেন, যার মাধ্যমে যাবতীয় সংশয়-সন্দেহ এবং দা‘ওয়াত সম্পর্কে মিথ্যা ও অপবাদসমূহের নিরসন হয়। এই স্মারকপত্র পরে একাধিকবার ছাপা হয়েছে।

অতঃপর বাদশাহ ‘আবদুল ‘আযীযের সময় ১৩৪৩ হিজরী সনে তারা মাক্কায় প্রবেশের পর এর পুনরাবৃত্তি ঘটে। অবশেষে তাদের মধ্যে আশ্বস্তি ফিরে আসে এবং শায়খ মুহাম্মাদ ইবনু ‘আবদুল ওয়াহ্হাব (রাহিমাহুল্লা-হ)-এর দা‘ওয়াত সম্পর্কে তাদের যাবতীয় সংশয়-সন্দেহ নিরসন করা হয়।

আমি আপনাদের আরো বলছি– মাক্কায় বিভিন্নস্থানে কবরের ওপর তৈরী গম্বুজসমূহ শরীফ ‘আওন রাফীকের সময় ধ্বংস করা হয়েছে। কেবল খাদীজাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু ‘আন্হা)-এর গম্বুজ ধ্বংস করা হয়নি। তখন চলছিলো দ্বিতীয় সৌদি রাজত্ব ও বাদশাহ ‘আবদুল ‘আযীয কর্তৃক পুনরায় তৃতীয় সৌদি রাজত্ব প্রতিষ্ঠার মধ্যবর্তী সময়। এই গম্বুজগুলো ধ্বংস করা হয় শাইখ আহমাদ ইবনু ‘ঈসার পরামর্শে এবং শরীফ ও মাক্কার অনেক ‘আলিমগণের সমর্থনে। এতে তাদের স্বস্তি ও সম্মতি প্রমাণিত হয়।[৫৬]

এরপর আমি বললাম : ভাইগণ! যে পর্যন্ত আলাপ-আলোচনা হলো এবং যতোটুকু দালীল-প্রমাণ পাওয়া গেলো, তার ভিত্তিতে আমরা দেখতে পাই, সেই ভ্রান্ত ওয়াহ্হাবী মতবাদ এর সমূহ ত্রুটি-বিচ্যুতি ও কলঙ্কসহ শাইখ মুহাম্মাদ ইবনু ‘আবদুল ওয়াহ্হাব (রাহিমাহুল্লা-হ)-এর বিশুদ্ধ সালাফী আন্দোলনের ওপর আরোপ করা নির্ঘাত ভুল হয়েছে। আপনাদের বই-পুস্তকের যে ওয়াহ্হাবিয়া সম্পর্কে ফাতাওয়া জারী করা হয়েছে, এর সাথে শাইখ মুহাম্মাদ ইবনু ‘আবদুল ওয়াহ্হাব (রাহিমাহুল্লা-হ)-এর আন্দোলনের কোন সম্পর্কে নেই বা উভয়ের মধ্যে কোন ঘনিষ্ঠতাও নেই। কেননা, পরস্পর বিরোধী দু’ধারা কখনো একত্রিত হয় না।

---

* সহ-সভাপতি- বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস। সম্পাদক- সাপ্তাহিক আরাফাত।

[৫৬]. দেখুন : ইবনু বাস্সাম রচিত ‘গত ছয় শতাব্দীর নাজদী ‘উলামাবৃন্দ, ১ম খণ্ড (শাইখ আহমাদ আল ‘ঈসার জীবনী)।

কারণ, শাইখ মুহাম্মাদ ইবনু 'আবদুল ওয়াহ্হাব (রাহিমাহুল্লা-হ) ও তাঁর ছাত্রগণ রুস্তমী ওয়াহ্হাব-এর মতবাদকে ঘৃণা করতেন, যেমন ঘৃণা করেছেন সেই মতবাদকে ইতোপূর্বে আপনাদের 'আলিমগণ। কেননা, শাইখ মুহাম্মাদ ইবনু 'আবদুল ওয়াহ্হাব (রাহিমাহুল্লা-হ)-এর আন্দোলন ছিলো খাঁটি সালাফী দা'ওয়াতের, যা কোন দিক দিয়ে মহান আল্লাহর কিতাব ও সুন্নাতে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পরিপন্থী নয়।

একথা আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠলো যে, মরক্কোর 'আলেমগণ এই আন্দোলনভুক্ষ 'উলামা ও আল-সউদের শাসকবর্গকে দোষমুক্ষ রেখেছেন, যেহেতু তারা মহান আল্লাহর দ্বীনকে পুনরুজ্জীবিত করা, মুছে যাওয়া সুন্নাতে রাসূলের নবায়ন এবং বিদ'আত অপসারণের উদ্দেশ্যে এই দা'ওয়াতের পিছনে দাঁড়িয়েছেন। যখন মরক্কোর 'আলেমগণ ১২২৬ হিজরী সনে হাজ্জের মাওসুমে সৌদী শাসকবর্গের সাথে কথাবার্তা বলেন এবং মতবিনিময় করেন, তখন তাদের সম্মুখে শাইখ মুহাম্মাদ ইবনু 'আবদুল ওয়াহ্হাব (রাহিমাহুল্লা-হ) ও তার দ্বীনি সংস্কারমূলক আন্দোলনের প্রতি আরোপিত মিথ্যাচার ও অপবাদসমূহের আসল চেহারা উন্মোচিত হয়ে পড়ে। এরই ভিত্তিতে আমরা স্পষ্ট দেখতে পাই, দূর মাগরিবের চারজন সুলতান এই আন্দোলনের প্রতি সবিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেন এবং আপন আপন এলাকায় এর প্রচার ও তাবলীগের দায়িত্ব নিজ হস্তে গ্রহণ করেন। এরা হলেন–

১. মাওলা সুলতান– সাইয়্যিদ মুহাম্মাদ ইবনু 'আবদুল্লাহ আল আলভী : যিনি ইমাম 'আবদুল 'আযীয ইবনু মুহাম্মাদের সমসাময়িক ছিলেন এবং যার হাতে ইমাম সা'উদ ইবনু 'আবদুল 'আযীযের পত্র পৌঁছেছিলো।

২. মাওলা সুলতান– সুলায়মান ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু 'আব্দুল্লাহ আল আলভী : যিনি আপন ছেলে মাওলা ইব্‌রা-হীমকে একদল 'আলিমবর্গের সাথে মাক্কায় প্রেরণ করেছিলেন যিনি ইমাম সা'উদ ইবনু 'আবদুল 'আযীযের সাথে এবং তার 'আলিমগণ এখানকার আন্দোলনভুক্ষ 'আলিমগণের সাথে বিস্তারিত কথাবার্তা বলেন।

৩. মাওলা সুলতান– ইব্‌রা-হীম সুলায়মান ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু 'আবদুল আল আলভী : যিনি তাঁর পিতা সুলতান সুলায়মানের পর শাসনভার নিজ হস্তে গ্রহণ করেন।

৪. মাওলা সুলতান– প্রথম হাসান (১৩০০ হিজরী) : তাঁর সময়কাল ছিলো দ্বিতীয় সৌদি রাজত্ব এবং সে রাজত্বের তৃতীয় পর্বের মধ্যবর্তী সময়। বাদশাহ 'আবদুল 'আযীয ৫ শাওয়াল ১৩১১ হিজরী থেকে রাজত্ব কায়িম করেন। এভাবে ড. শাইখ তাক্বীউদ্দীন হিলালী (রাহিমাহুল্লা-হ) এই আন্দোলনের প্রতি গভীর মনোযোগ প্রদান করেন। তিনি ছিলেন হাসান বংশীয় মরক্কোর শাসক পরিবারের অন্তর্ভুক্ষ। প্রথমে তিনি তীজানী মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। এরপর যখন শাইখ মুহাম্মাদ ইবনু 'আবদুল ওয়াহ্হাব (রাহিমাহুল্লা-হ)-এর দা'ওয়াত সম্পর্কে অবগত হলেন, তখন থেকেই যেখানে তিনি গমন করেছেন সেখানে এই দা'ওয়াত প্রচারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। শেষ বয়সে তিনি মরক্কোর ফাস নগরে স্থায়ীভাবে বসোবাস শুরু করেন। অতঃপর তিনি দারুল বায়জা (কাসাব্লাঙ্কা) শহরে স্থানান্তরিত হন এবং সেখানেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

ড. শাইখ তাক্বীউদ্দীন হিলালী তীজানী মতবাদ ও এর বাতুলতার ওপর একটি বই লিখেছেন। তার মতো শাইখ 'আবদুর রাহমান আফ্রিকীও যিনি সেনেগালী তীজানী ছিলেন, উক্ষ মতবাদ পরিত্যাগ করেন এবং তীজানীদের মৌলিক 'আক্বীদার নিন্দা করে একটি বই রচনা করেন।

এইভাবে সেদিন থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত মরক্কো দেশে সালাফী মতবাদ ও এর প্রচার এবং হিজায ও নজদের 'আলেমগণের প্রতি সেখানকার শাসকবৃন্দ ও নেতৃস্থানীয় লোকদের আকর্ষণ ও মনোযোগ সম্পর্কে বহু লেখালেখির মাধ্যমে পরীক্ষা-নিরীক্ষা জারী থাকে। আল-ওয়াতারীর পুস্তকের প্রতিপাদনকারী উস্তায আহমাদ আল আম্মারী-এর উত্তরে বলেন : সালাফী মতবাদের প্রতি বৈরী আচরণ সূফী মতবাদের পক্ষে জোরালো সমর্থনের ইঙ্গিত বহণ করে এবং তা সালাফীপন্থীদের জন্য দারুণ ক্ষতিকর। উপরোক্ষ প্রতিপাদনকারী অবশ্য মরক্কোবাসী ছিলেন।

পরিশেষে আমি বললাম : আশাকরি এ পর্যন্ত আপনাদের সম্মুখে যা উপস্থাপন করেছি তা বিষয়টি অনুবাধনের জন্য যথেষ্ট ও সন্তোষজনক। আর যদি আপনারা এর চেয়ে অধিক ব্যাখ্যা দাবী করেন তাতে আমার কোন আপক্ষি নেই, যদি তা মুসলিম বিশ্বের 'আলেমগণের অভিমত বর্ণনা অথবা পাশ্চাত্য দেশের প্রাচ্যবিদদের পর্যালোচনাভিত্তিক অভিমত বিশ্লেষণের মাধ্যমেও হয়ে থাকে। এই প্রাচ্যবিদরা সময় সময় বিভিন্ন ঘটনাপ্রবাহের প্রতি গভীর দৃষ্টি রাখে এবং আন্দোলনের চলমান অবস্থা লক্ষ্য করে। তবে এইগুলোর সমর্থনে অনেক গ্রন্থরাজির প্রয়োজন হবে যা এখানে নাও পাওয়া যেতে পারে।

এজন্য আমি আমার বক্তব্য মরক্কোর 'উলামা ও মাশায়িখবৃন্দের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রেখেছি। যাতে এই লাইব্রেরী থেকেই প্রামাণ্য গ্রন্থসমূহ উপস্থাপন করা আমাদের পক্ষে সহজ হয়। আর এটা হবে পরিতুষ্টির জন্য নিকটতম উপায়। যেমন- 'আলী (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু) বলেছিলেন : 'মানুষ যা জানে তার দ্বারাই তাদের সম্বোধন করো। যাতে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি কেউ মিথ্যা অপবাদ না দিতে পারে।'

আমাদের মেজবান বললেন : আপনি যা বলেছেন তা বাস্তব ও সন্তোষজনক। আল-হামদুলিল্লাহ। যে সব সংশয়-সন্দেহ উত্থাপন করা হত সেগুলোর অবসান হয়ে গেছে। উপস্থিত ভাইদের কী অভিমত? উত্তরে তারা সবাই বললেন : আশ্চর্যের বিষয়। এতোসব সন্তোষজনক উত্তরে ও সহজলভ্য প্রামাণ্য গ্রন্থাদি বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও বিষয়টি কিভাবে এর আগে আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেনি।

আমি তাকে বললাম, আপনাদের কাছে তার এই জবাব : মহান আল্লাহর কাছে একজন শিক্ষার্থী বা 'আলিমে দ্বীনের দায়িত্ব অনেক বড়, তিনি অজ্ঞ লোকের সমান হতে পারেন না যে, তার প্রতি কোন নির্দেশ প্রদান করা হবে। আর তিনি তা বিনা দ্বিধায় মেনে নিবেন। বস্তুতঃ একজন শিক্ষার্থী কোন ব্যাপারেই বিনা অনুসন্ধান গবেষণায় সিদ্ধান্ত নিতে পারেন না। সাধারণ লোক বা অর্ধশিক্ষিত লোকের ওযর থাকতে পারে, কিন্তু কোন শিক্ষার্থী অথবা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকের বেলায় কোন ওযর-আপত্তি গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা, তারা হলেন অন্যের জন্য পথ প্রদর্শক ও আদর্শ। ছাত্ররা তাদের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করবে এবং তাদের দিক-নির্দেশনা ও ধ্যান-ধারণা থেকে সংশয়-সন্দেহ দূরীকরণের পথ-নির্দেশ আশা করবে।

তিনি আমাকে বললেন, আপনি কি এই বিষয়ে সাপ্তাহিক 'নূর' পত্রিকায়- যেটি মরক্কোর তাত্ওয়ান শহর থেকে বের হয়- একটি প্রবন্ধ লিখতে পারেন? আমি বললাম, হ্যাঁ, লেখা যায়। এরপর আমি সৌদি 'আরব ফিরে এসে প্রামাণ্য গ্রন্থাদির দ্বারা প্রতিপাদিত একটি প্রবন্ধ তাদের পত্রিকার জন্য প্রেরণ করি।

এই প্রবন্ধটি প্রকাশিত হওয়ার পর "ওয়াহ্হাবী আন্দোলন" সম্পর্কে লেখার প্রতিক্রিয়াস্বরূপ আমার কাছে ইতিবাচক-নেতিবাচক অনেক চিঠিপত্র পৌঁছে। যাদের সাথে মরক্কোতে আমার কথা হয়েছিলো তারা এই প্রবন্ধের কলেবর আরো ব্যাপক করার প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করেন। যাতে এর মধ্যে আরো বেশী তথ্য সন্নিবেশিত করে সেখান থেকে বই আকারে এটি ছাপানোর ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

আমি তাদের আগ্রহে সাড়া দিয়ে প্রবন্ধটি বর্ধিত আকারে লেখার কাজটি মহান আল্লাহর রহমতে সম্পন্ন করি। প্রবন্ধটি অতি দীর্ঘায়িত না করার প্রতিও লক্ষ্য রেখেছি। সাথে সাথে বিভিন্ন উৎসগ্রন্থের প্রতি ইঙ্গিত করেছি, যাতে আরো বেশী জানার আগ্রহী ও ব্যাপক জ্ঞান আহরণে আকাঙ্খী পাঠক সহজভাবে স্বীয় স্পৃহা নিবারণে সংশ্লিষ্ট গ্রন্থসমূহ সম্পর্কে অবহিত হতে পারেন।

এই প্রবন্ধটি বই আকারে সর্বপ্রথম মরক্কোর তাত্ওয়ান শহরে হিজরী ১৪০৭ সনে ছাপা হয়। এর কয়েক বছর পর হিজরী ১৪১৩ সনে রিয়াদে এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহে গ্রন্থটির দ্বারা বিরাট উপকার সাধিত হয়।

এর কারণ, ইসলামের শত্রুরা মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টিকারী ও বিশেষ স্বার্থান্বেষী মহল আল্লাহ তা'আলা এদের অমঙ্গল থেকে আমাদের রক্ষা করুন রুস্তমী ওয়াহ্হাবী মতবাদে আগাম তৈরী রেডীমেইড একটি লেবাস পেয়ে যায়, যা তারা আন্দোলন ও উদ্দেশ্যগত দিক দিয়ে বিশুদ্ধ সালাফী এই আন্দোলনের ফলে তাদের বিরুদ্ধে সমগ্র মুসলমান ঐক্যবদ্ধ হয়ে যেতে পারে। তারা তো খাদ্য বিতরণকারীদের পিছনে ক্ষুধার্তদের মতো মুসলমানদের বিরুদ্ধে লেগে থাকতো। যেমন- ইয়াতীমদের অবস্থা লোকদের ভোজ অনুষ্ঠানে হয়ে থাকে। তাদের অন্য উদ্দেশ্য ছিলো, আর তা হলো– মুসলমানদের ভিতর ঘৃণা-বিদ্বেষ ও শত্রুতা সৃষ্টি করা। যাতে মুসলমানদের মধ্যে বিভেদের প্রসার হয় এবং মুসলিম সমাজে সংশয়-সন্দেহের বীজ ব্যাপকভাবে বপন করা হয়। মহান আল্লাহর অশেষ প্রশংসা, এই পুস্তকের দ্বারা বিশেষ করে দ্বিতীয়বার মুদ্রণের পর বহু উপকার সাধিত হয়েছে। তন্মধ্যে একটি হলো– একাধিক ইসলামী ব্যক্তিত্ব আমাকে অবহিত করেছেন যে, বর্তমানে স্বাধীনতাপ্রাপ্ত সাবেক কমিউনিস্ট সোভিয়েট রাশিয়ার অনেক প্রজাতন্ত্রে তারা অনেক সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন। সেখানে একটি ফাতাওয়া প্রচারিত হয়। স্থানীয় লোকজনের ধর্মীয় আবেগ এবং সঠিক ধর্ম-বিশ্বাস ও ইসলামী জ্ঞানে তাদের অপরিপক্কতার সুযোগ নিয়ে

উক্ত ফাতাওয়ার প্রবক্তাগণ বলেন : 'একশত ইয়াহূদী হত্যা করার চেয়ে একজন ওয়াহ্হাবী হত্যা করা অধিকতর শ্রেয়।' 'এর ফলে, সেখানে একজন সালাফী 'আক্বীদার লোক কোন সঙ্গী ছাড়া একা চলাফিরা করতে পারত না।

অবশেষে, তাদের কয়েকজন লোক সেখানকার 'উলামা ও ইমামদের সাথে বৈঠকে বসেন এবং তাদের সম্মুখে রুস্তমী ওয়াহ্হাবী আন্দোলন সম্পর্কে মতবিনিময় করেন এবং শাইখ মুহাম্মাদ ইবনু 'আবদুল ওয়াহ্হাব (রাহিমাহুল্লা-হ)-এর আন্দোলনের হাক্বীক্বত ব্যাখ্যা করেন। ফলে, স্থানীয় লোকদের থেকে সালাফী সম্পর্কে অজ্ঞতা ও সংশয়-সন্দেহের নিরসন হয় এবং তাদের মধ্যে বিশুদ্ধ ধ্যান-ধারণার উন্মেষ সাধিত হয়। ইতোমধ্যে স্থানীয় কয়েকটি ভাষায় গ্রন্থটির অনুবাদ সমাপ্ত করা হয়েছে এবং আল্লাহ তা'আলা এর দ্বারা বহু উপকার সাধন করেছেন।

প্রত্যেক নিষ্ঠাবান মুসলমানের জেনে রাখতে হবে যে, ইসলামের শত্রুরা মুসলমান সমাজে সংশয়-সন্দেহ ছড়ানোর ক্ষেত্রে কখনো বসে থাকে না। তার উচিত, জ্ঞান, শিক্ষা এবং মহান আল্লাহর দ্বীন সংক্রান্ত বিষয়াদি এর মূল নীতিদ্বয় আল কুর'আন ও সুন্নাতে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রতি ফিরিয়ে দেয়া। যেহেতু এ দু'টি বিষয়ই হলো মুসলমানের সেই অস্ত্র যা দ্বারা সে শত্রুর চক্রান্ত, ষড়যন্ত্র ও বিষ-বাষ্পের মুকাবিলা করতে পারে। প্রিয় রাসূল (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ওয়াসীয়াতস্বরূপ বলেছিলেন :

وَقَدْ تَرَكْتُ فِيْكُمْ مَا إِنْ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ فَلَنْ تَضِلُّوْا اَبَدًا كِتَابَ اللهِ وَ سُنَّةَ نَبِيِّهِ.

"আমি তোমাদের মধ্যে এমন দু'টি বিষয় ছেড়ে যাচ্ছি যতোক্ষণ পর্যন্ত তোমরা তা আঁকড়ে ধরবে ততোক্ষণ তোমরা বিভ্রান্ত হবে না তা হলো– মহান আল্লাহর কিতাব ও তাঁর নাবীর সুন্নাত।"[৫৭]

যারা এই সালাফী আন্দোলন গভীরভাবে অধ্যয়ন ও সেই সম্পর্কে গবেষণা করেছে তাদের কাছে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে–

১. ওয়াহ্হাবী আন্দোলন কোন সংগঠিত দল নয়। এটা হলো, মহান আল্লাহর দ্বীনকে রাসূল (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম), তাঁর সাহাবায়ি কিরাম ও এই উম্মাতের নেক লোকদের পদাঙ্ক অনুসরণে নবায়ন করার আন্দোলন।

২. এই আন্দেলন নতুন কোন মাযহাব নয়, যা সুপরিচিত ফিক্বহি মাযহাবগুলোর অনুসারীদের বিরোধিতা করে।

৩. শাইখ মুহাম্মাদ ইবনু 'আবদুল ওয়াহ্হাব (রাহিমাহুল্লা-হ) সালাফী 'আক্বীদার সঠিক ধারক-বাহক লোকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, যারা যুগে যুগে দেশে দেশে সালফি সালিহীনদের পথে, মহান আল্লাহর একত্ববাদ প্রতিষ্ঠা এবং তাঁরই জন্য নিষ্ঠার সাথে 'ইবাদত কায়িম করার লক্ষ্যে আহ্বান জানিয়েছেন তাদের মধ্যে তিনিও একজন ছিলেন।

৪. ধর্মীয় শাখা-প্রশাখায় শাইখ মুহাম্মাদ (রাহিমাহুল্লা-হ) ছিলেন হাম্বালী মাযহাবের অনুসারী। যেমন- হানাফী, শাফি'য়ী ও মালিকী মাযহাবের অনেক লোক সালাফী 'আক্বীদায় বিশ্বাসী রয়েছে।

উপরোক্ত এই আলোচনা ও বিতর্কের মধ্য দিয়ে জানা গেলো যে, মরক্কোর জনৈক মাওলা সুলতান, যার নাম হলো সাইয়্যিদ মুহাম্মাদ ইবনু 'আবদুল্লাহ আল-আলভী, স্বীয় মতবাদ সম্পর্কে বলতেন : 'আমি 'আক্বীদায় ওয়াহ্হাবী এবং মাযহাবে মালিকী'।[৫৮] এর দ্বারা তিনি রুস্তমী ওয়াহ্হাবী আবাজিয়া মতবাদের কথা বুঝাননি বরং তিনি এর দ্বারা যারা খালিস তাওহীদের আহ্বানকে এই নামে আখ্যায়িত করেছে তাদেরকে কটাক্ষ করেছেন।

পারস্যবাসী শাইখ 'ইমরান রিযওয়ান (রাহিমাহুল্লা-হ)-ও এরূপ উক্তি করেছিলেন। তিনি পারস্য উপসাগরের পূর্বসীমান্তবর্তী ইরানের লাঞ্জা শহরের বিশিষ্ট একজন 'আলেম ছিলেন। মাযহাবে তিনি ছিলেন হানাফী। কারো মতে তিনি ছিলেন শাফি'য়ী। যখন শাইখ মুহাম্মাদ ইবনু 'আবদুল ওয়াহ্হাব (রাহিমাহুল্লা-হ)-এর দা'ওয়াত তার কাছে পৌঁছে তখন তিনি বলেছিলেন : 'আমিও একজন ওয়াহ্হাবী।' এই বলে তিনি একটি কবিতাগুচ্ছের মাধ্যমে এই আন্দোলনের প্রশংসা করেন। কবিতার একটি পংতি হলো–

إِنْ كَانَ تَابَعَ أَحْمَدُ مُتَوَهَّبًا * فَأَنَا الْمُقِرُّ بِأَنَّنِيْ وَهَّابِيٌّ.

[৫৭]. দেখুন : বিদায় হাজ্জে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ভাষণ।

[৫৮]. দেখুন : শারলী জুলিয়ান রচিত 'উত্তর আফ্রিকার ইতিহাস', অনুবাদ : মুহাম্মাদ মাযালী ও বশীর সালামা, ২ : ৩১১।

"আহমাদ [মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর] অনুসারীকে যদি ওয়াহ্হাবী নামে আখ্যায়িত করা হয় তাহলে আমি ঘোষণা করছি যে, আমিও একজন ওয়াহ্হাবী।"

এভাবে ইয়ামনস্থ সানা নগরের শাইখ মুহাম্মাদ ইবনু ইসমা'ঈল যিনি একজন সর্বজনমান্য 'আলিম ছিলেন, যদিও ফিক্বহি মাযহাবে তিনি যায়দী ছিলেন, তিনি শাইখ মুহাম্মাদ ইবনু 'আবদুল ওয়াহ্হাব (রাহিমাহুল্লা-হ)-এর মতবাদ অধ্যয়ন করেন এবং তা পছন্দও করেন। তিনি তাঁর একটি কবিতায় শাইখ মুহাম্মাদ ও তাঁর আন্দোলনের ভূয়ষী প্রশংসা করেন। উক্ত কবিতার প্রথম লাইনটি হলো–

«سَلَامٌ عَلَى نَجْدٍ وَ مِنْ حَلَا فِيْ نَجْدٍ وَإِنْ كَانَ تَسْلِيْمِيْ عَلَى الْبُعْدِ لَا يَجْدِيْ».

"নাজদ ও নাজদবাসীর প্রতি আমার সালাম, যদিও দূর থেকে এই সালাম কোন কাজে নাও আসতে পারে।"

ইয়ামনের প্রসিদ্ধ ইমাম শাওকানী (রাহিমাহুল্লা-হ)-ও এই আন্দোলনকে সমর্থন ও এর প্রশংসা করেন।[৫৯]

ড. শাইখ মুহাম্মাদ তাক্বীউদ্দিন হিলালী, যার কথা ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, তিনি মরক্কোর একজন বিশিষ্টি 'আলেম ও বাদশাহ হাসান পরিবারের অন্তর্ভুক্ত। তিনি শাইখ মুহাম্মাদ ইবনু 'আবদুল ওয়াহ্হাব (রাহিমাহুল্লা-হ)-এর দা'ওয়াত সম্পর্কে একটি কবিতায় বলেন :

نَسَبُوْا إِلَى الْوَهَّابِ خَيْرَ عِبَادَةٍ

فَيَا حَبَّذَا نَسَبِيْ إِلَى الْوَهَّابِيْ.

"প্রতিপক্ষরা ওয়াহ্হাব (রাহিমাহুল্লা-হ)-এর প্রতি সর্বোত্তম 'ইবাদত সম্বন্ধিত করেছে। ওয়াহ্হাবী বলে আমার সম্বন্ধ কতোইনা প্রশংসনীয়।" 'ওয়াহ্হাব' শব্দটি মহান আল্লাহর গুণবাচক একটা নাম।

'ওয়াহ্হাবী আন্দোলন সম্পর্কিত ভ্রান্তির সংশোধন' শিরোনামে এই প্রবন্ধটি রচনায় মহান আল্লাহর সাহায্য কামনা করছি। পাঠকের সুবিধার্থে সংক্ষিপ্ত করেছি। কেননা বর্তমান যুগে দীর্ঘায়িত রচনাবলী কেবল বিশেষ বিশেষ লোকগণই পাঠ করে থাকেন। আশা করি, সন্দেহ নিরসনে আশানুরূপ উপকার লাভ হবে। ইসলামের শত্রুরা এবং মুসলমানদের মধ্যে বিভেদসৃষ্টিকারী ও চিন্তাধারায় গোলযোগ ও তাদের ক্ষতি সাধনে আগ্রহী ব্যক্তিবর্গ কর্তৃক সৃষ্ট ধুম্রজাল অপসারণে প্রবন্ধটি বিশেষ কার্যকরী ভূমিকা পালন করবে –ইন্শা-আল্লাহ। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এর দ্বারা আল্লাহ তা'আলা অনেক লোকের ধ্যান-ধারণা ও চিন্তাধারা বিশুদ্ধ ও তাদের মন-মস্তিস্ক আলোকিত করবেন। আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নির্দেশ বাস্তবায়নে সম্পূর্ণ সামর্থ্যবান। কিন্তু অধিকাংশ লোক তা জানে না। [সমাপ্ত]

[৫৯]. দেখুন : শাইখ ইবনু সাহ্মান রচিত আদ দুরারুস সানিয়্যাহ, এতে কবিতাটিও আছে এবং ড. 'আবদুল্লাহ প্রণীত- আদাবুদ দা'ওয়া ফী জানুবিল জাবিরাহ।

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

মুন্সিগঞ্জ জেলার দশকানী, পঞ্চসার মুহাম্মদীয়া আইডিয়াল মাদরাসার জন্য একজন অভিজ্ঞ অধ্যক্ষ (মাদানীকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে) এবং হিফয বিভাগের জন্য একজন দক্ষ হাফেয আবশ্যক। আগ্রহী প্রার্থীগণকে নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

যোগাযোগ– জমঈয়ত ভবন

৭৯/ক/৩, উত্তর যাত্রাবাড়ি, ঢাকা-১২০৪।

মোবাইল : ০১৭২০-১১৩১৮০

সংশোধনী

সাপ্তহিক আরাফাত ৬০ বর্ষ ৫-৬ সংখ্যা, ১৮ পৃষ্ঠায় "সালাতে প্রচলিত ভুল-ত্রুটি" শীর্ষক প্রবন্ধে ফর্য সালাতের পর মুনাজাত সংক্রান্ত বিষয়ে যা লেখা হয়েছে তা লেখকের নিজস্ব অভিমত। ভুলক্রমে তা পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। এ বিষয়ে বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস-এর সংশ্লিষ্টতা নেই।

এছাড়াও ৫১ পৃষ্ঠার "জিজ্ঞাসা ও জবাব" ১ নং প্রশ্নের উত্তরে "অনেকেই পাগড়ী ছাড়া শুধু টুপি পরাকে ইয়াহূদীদের আবিষ্কৃত 'আমল বলে অভিহিত করেছেন" –বিষয়টি অপ্রাসঙ্গিক এবং সঠিক নয়।

এ জন্য আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত।

–সম্পাদক

ওযূ ছাড়া কুরআন স্পর্শ করা : দলিলভিত্তিক একটি পর্যালোচনা

–মো: আব্দুল জলিল খান*

হিদায়েতের বাণী মহাগ্রন্থ আল কুরআনুল কারীমে বিশ্বমানবতার প্রকৃত কল্যাণ ও অকল্যাণের পরিচয়ই তুলে ধরা হয়েছে। উদ্দেশ্য হলো মানব জাতিকে আল্লাহ প্রদত্ত জীবন ব্যবস্থার প্রতি পথ-প্রদর্শন করা, যাতে দুনিয়া ও আখিরাতে উভয় জগতে তারা শান্তিময় জীবনের অধিকারী হতে পারে। বস্তুতঃ মানব জাতির উৎকর্ষ সাধনই যেহেতু পবিত্র কুরআনের মূল উদ্দেশ্য এবং প্রতিপাদ্য বিষয়, তাই যা কিছু অপরিহার্য সব কিছুরই সঠিক তথ্য ও তত্ত্ব সন্নিবেশিত হয়েছে পবিত্র কুরআনুল কারিমে। হাজার হাজার বছর পরেও যদি মানুষ তাদের জীবন পরিচালনার সকল মৌলিক বিষয় নির্ভুলভাবে জানতে চায় তবে কুরআন মাজীদ বুঝে পড়লেই তা জানতে-বুঝতে পারবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে, আজ মুসলিম বিশ্বে কিছু 'আলেমের ধর্মীয় সংকীর্ণতার কারণে তাদের অযৌক্তিক ও বিবেকহীন দাবিতে মুসলমানদেরকে কুরআন থেকে দূরে নিয়ে যাচ্ছে। তাদের দাবী হলো–

১. ওযূ ছাড়া কুরআন মুখস্থ পড়া যাবে। কিন্তু স্পর্শ করে বা ধরে পড়া যাবে না।

২. ওযূ ছাড়া কুরআন স্পর্শ করা বা ধরা মহাপাপ।

হাফেয ছাড়া আমাদের সমাজে বাকী সব মুসলমানদের কুরআনের অল্পই মুখস্থ থাকে। আবার বেশিরভাগ মুসলমানদের তাদের স্বাভাবিক জীবনের অধিকাংশ সময় ওযূ থাকে না। তাই কথাটি অধিকাংশ মুসলমানদের কুরআন স্পর্শ করে পড়ার পথে এক বিরাট বাধা। কথাটি যদি সমাজে ব্যাপকভাবে চালু না থাকত, তবে সকল বেওযূ মুসলমানদের পকেটে বা ব্যাগে কুরআন থাকত তা বাসায়, অফিসে বা পথে-ঘাটের যে কোন অবসর সময়ে পড়তে কোন অসুবিধা হত না। এটা মুসলমানদের মধ্যে কুরআনের জ্ঞানী লোক কম থাকার একটা প্রধান কারণ। বিষয়টি যদি কুরআন-সহীহ হাদীস সম্মত না হয়, তবে তা সংশোধন করা গেলে ইসলাম তথা মুসলমানদের অপরিসীম কল্যাণ হবে।

"ওযূ ছাড়া কুরআন স্পর্শ করা পাপ" –কথাটির বিপক্ষে কুরআন ও সহীহ হাদীসের যুক্তিসমূহ তুলে ধরার চেষ্টা করছি। কুরআন নয় সালাতের আগে ওযূ বা গোসল করে পবিত্র হওয়া ইসলামের একটা গুরুত্বপূর্ণ ফর্‌য 'ইবাদত। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন :

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوْا بِرُءُوْسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوْا﴾

অর্থাৎ- "হে মু'মিনগণ! যখন তোমরা সালাতের জন্যে প্রস্তুত হবে তখন তোমরা তোমাদের মুখমণ্ডল ও হাত কনুই পর্যন্ত ধৌত করবে এবং তোমাদের মাথা মাসেহ করবে এবং পা গোড়ালি পর্যন্ত ধৌত করবে। যদি তোমরা অপবিত্র থাকো, তবে গোসল করে পবিত্র হবে।"[৬০]

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لَا تَقْرَبُوْا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتّٰى تَعْلَمُوْا مَا تَقُوْلُوْنَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِيْ سَبِيْلٍ حَتّٰى تَغْتَسِلُوْا﴾

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা যখন নেশাগ্রস্ত থাকো, তখন সালাতের ধারের কাছেও যাবে না। যতক্ষণ না বুঝতে পারো কি পড়ছ। অনুরূপভাবে গোসল ফর্‌য অবস্থায়ও সালাতের কাছে যাবে না, যতক্ষণ না গোসল করো।"[৬১]

সালাত আদায় করার আগে ওযূ বা গোসল করে শরীর পবিত্র করা ইসলামের একটা মৌলিক কাজ বা 'আমল যা আল্লাহ তা'আলা তা বিস্তারিতভাবে আল কুরআনের অনেক জায়গায় স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন। আর মহাগ্রন্থ আল কুরআন হলো আমাদের জীবন চলার পথের একমাত্র পাথেয়। কুরআন সালাতের চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তাই কুরআন পড়া বা স্পর্শ করার আগে পবিত্রতা অর্জন করা দরকার হলে, আল্লাহ পাক তা আরো বিস্তারিত ও স্পষ্টভাবে কুরআনের মাধ্যমে জানিয়ে দিতেন।

কিন্তু কুরআন পড়া বা স্পর্শের আগে পবিত্রতা অর্জন করতে হবে এমন একটা কথাও আল কুরআনের কোথাও উল্লেখ নেই। বরং কুরআন পড়ার আগে যে কাজটি অবশ্যই করতে হবে, তা আল্লাহ তা'আলা স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন।

﴿فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ﴾

অর্থাৎ- "যখন কুরআন পাঠ করবে তখন অভিশপ্ত শয়তান হতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করো।"[৬২]

আল্লাহ তা'আলা কুরআন পড়া শুরু করার সময় পবিত্রতা অর্জন করতে না বলে যে, কাজটি বাধ্যতামূলকভাবে করতে

* সভাপতি- ঝিনাইদহ জেলা জমঈয়ত ও উপ-গ্রন্থাগারিক- ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

[৬০] সূরা আল মায়িদাহ্ ৫ : ৬।
[৬১] সূরা আন্ নিসা ৪ : ৪৩।
[৬২] সূরা আন্ নাহ্ল ১৬ : ৯৮।

বলেছেন তা হচ্ছে– ইবলিশ শয়তানের ধোকাবাজি থেকে তাঁর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা। কারণ কুরআনের জ্ঞান থেকে মানুষকে দূরে সরানো হচ্ছে শয়তানের প্রথম কাজ। অন্যদিকে সালাত ছাড়া কুরআন পড়া, স্পর্শ করা বা অন্যকোন কাজের আগে পবিত্রতা অর্জন করতে হবে এমন কোন কথা আল্লাহ কুরআনের কোথাও উল্লেখ করেননি। তাই এ ধরনের কোন কথা যদি ইসলামে থেকেই থাকে, তবে তা অবশ্যই রাসূল (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর হাদীসে থাকতে হবে। এ বিষয়ে হাদীসের বাণী নিম্নে তুলে ধরা হলো–

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ خَرَجَ مِنَ الخَلَاءِ فَقُرِّبَ إِلَيْهِ طَعَامٌ، فَقَالُوْا : أَلَا نَأْتِيْكَ بِوَضُوْءٍ؟ قَالَ : «إِنَّمَا أُمِرْتُ بِالوُضُوْءِ إِذَا قُمْتُ إِلَى الصَّلَاةِ».

ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু) হতে বর্ণিত। একদা রাসূল (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) শৌচাগার হতে বের হয়ে আসলে তাঁর সামনে খাবার উপস্থিত করা হলো। তখন লোকেরা বলল, আমরা কি আপনার জন্য ওযূর পানি আনব না? তিনি বললেন, যখন সালাতের প্রস্তুতি নিব তখনই (অথবা তখনই শুধু) ওযূ করার জন্যে আমি আদিষ্ট হয়েছি।[৬৩]

وَعَنْ عَلِيٍّ (رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ، يَخْرُجُ مِنَ الخَلَاءِ فَيُقْرِئُنَا الْقُرْآنَ، وَيَأْكُلُ مَعَنَا اللَّحْمَ وَلَمْ يَكُنْ يَحْجُبُهُ – أَوْ يَحْجِزُهُ – عَنِ الْقُرْآنِ شَيْءٌ لَيْسَ الْجَنَابَةَ".

'আলী (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু) হতে বর্ণিত। রাসূল (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পায়খানা হতে বের হয়ে বিনা ওযূতে আমাদের কুরআন পড়াতেন এবং আমাদের সঙ্গে গোশ্ত খেতেন। তাঁকে কুরআন হতে বাধা দিতে পারত না বা বিরত রাখত না জানাবাত (গোসল ফর্য হয় এমন অবস্থা) ব্যতীত অন্য কিছু।[৬৪]

দারাকুতনী, মুস্তাদরাকে হাকিম ও আল ইস্তিযকার গ্রন্থে হাদীসটির "কুরআন হতে বিরত রাখত না" –কথাটার স্থানে কুরআন তিলাওয়াত বা পড়া হতে বিরত রাখত না, কথাটা উল্লেখ করা হয়েছে। গোসল ফর্য অবস্থায় কুরআন পড়া, পড়ানো ও স্পর্শ করা সবই নিষিদ্ধ। কিন্তু বে-ওযূ অবস্থা কুরআন পড়া, পড়ানো ও স্পর্শ করা সবই সিদ্ধ।

[৬৩] তিরমিযী- হা: ১৮৪৭, আবূ দাউদ, নাসায়ী।
[৬৪] আবূ দাউদ, নাসায়ী ও ইবনু মাজাহ্।

عَنْ عَائِشَةَ قَالَ أَنَ النَّبِيَّ ﷺ «كَانَ يَتَّكِئُ حَجْرِيْ وَأَنَا حَائِضٌ، ثُمَّ يَقْرَأُ القُرْآنَ».

'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হা) বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মাসিক ঋতু অবস্থায় আমার কোলে হেলান দিয়ে কুরআন পাঠ করতেন।[৬৫]

সুতরাং হাদীসখানা থেকে সহজে বলা ও বুঝা যায় গোসল ফর্য অবস্থায় কুরআন শুনা নিষেধ নয়।

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু) বলেন, একবার আমার সঙ্গে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাক্ষাত হলো। আমি তখন বীর্যপাতের দরুন নাপাক ছিলাম। তিনি আমার হাত ধরলেন এবং আমি তাঁর সহিত চলতে থাকলাম যে পর্যন্ত না তিনি বসলেন। তখন আমি চুপি চুপি সরে পড়লাম এবং ঠিকানায় এসে গোসল করলাম। অতঃপর পুনঃ তাঁর নিকট গেলাম। তখনও তিনি তথায় বসে ছিলেন। তিনি বললেন, এতক্ষণ কোথায় ছিলে আবূ হুরাইরাহ্? আমি তাঁকে ব্যাপারটা বললাম, তিনি (আশ্চর্য হয়ে) বললেন : সুবহানাল্লাহ! মু'মিন নাপাক বা অপবিত্র হয় না। রাসূল (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর এ কথাটি আল কুরআনের সূরা আত্ তাওবার ২৮ নং আয়াতের ব্যাখ্যা বলা চলে। সেখানে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُوْنَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوْا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيْكُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللهَ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ﴾

"মুশরিক লোকেরা নাপাক বা অপবিত্র। (অর্থাৎ- মুশরিকরা মানসিক বা 'আক্বিদাহ্গত দিক দিয়ে অপবিত্র) তাই এ হাদীস এবং এর সঙ্গে সম্পর্কিত কুরআনের আয়াত থেকে নিঃসন্দেহে বুঝা যায়, মু'মিন যেমন শারীরিক অপবিত্রতার দরুন মানসিক বা 'আক্বীদাগত দিক দিয়ে অপবিত্র হয় না তেমনই মুশরিক বা কাফির ওযূ বা গোসল করলেও শারীরিক দিক দিয়ে পবিত্র হয় না।"[৬৬]

"ওযূ ছাড়া কুরআন স্পর্শ করা নিষেধ" বর্ণিত হাদীসটি ও তার পর্যালোচনা :

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِيْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، قَالَ : إِنَّ فِي الْكِتَابِ الَّذِيْ كَتَبَهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ : «لَا يَمَسُّ الْقُرْآنَ إِلا طَاهِرٌ».

[৬৫] বুখারী- হা: ২৯৭।
[৬৬] সূরা আত্ তাওবাহ্ ৯ : ২৮।

'আবদুল্লাহ ইবনু আবূ বক্র ইবনু মুহাম্মদ ইবনু 'আম্র ইবনু হাজম বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) 'আম্র ইবনু হাজেম (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হুমা)-এর নিকট যে সব লিখিত বিধি-বিধান পাঠিয়েছিলেন তাতে একটি হুকুম ছিল যে, "পবিত্র ব্যক্তি ছাড়া কেউ কুরআন স্পর্শ করবে না"।[৬৭] হাদীসটি মুরসাল হিসেবে আবী দাউদ উল্লেখ করেছেন। হাদীসটিকে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করলে যা প্রতীয়মান হয় তা হচ্ছে–

১. কোন সহীহ হাদীসের বক্তব্য বা কোন সহীহ হাদীসের বক্তব্যের ব্যাখ্যা কুরআনের কোন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ বক্তব্যের বিপরীত হতে পারে না।

২. হাদীস থেকে কোন বিষয়ে সিদ্ধান্তে আসতে হলে ঐ বিষয়ের সকল সহীহ হাদীসগুলো পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে আসতে হবে।

৩. শক্তিশালী হাদীসের বক্তব্য কম শক্তিশালী হাদীসের বক্তব্যের থেকে অগ্রাধিকার পাবে।

৪. মুরসাল হাদীস (যে হাদীসে বর্ণনাকারীদের মধ্যে সাহাবীর নাম নেই) দ্বারা ইসলামের কোন বিধান নির্ণয় করা সাধারণভাবে নিষেধ। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُوْنَ عَظِيْمٌ ○ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيْمٌ ○ فِيْ كِتَابٍ مَكْنُوْنٍ ○ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُوْنَ﴾

অর্থাৎ- "নিশ্চয়ই এটা সম্মানিত কুরআন, যা আছে সুরক্ষিত কিতাবে। যারা পূতঃ পবিত্র তারা ব্যতীত অন্য কেউ তা স্পর্শ করে না।"[৬৮]

এ আয়াতটির অর্থ হবে নিস্পাপ ফেরেশ্তারা ছাড়া সেটা (লওহে মাহফুজের কুরআন) কেউ স্পর্শ করতে পারে না। এই আয়াতের ব্যাপারে বিখ্যাত তাফসীরকারক ইবনু কাসীর (রাহিমাহুল্লা-হ) তাঁর তাফসীর গ্রন্থে এই আয়াতের তাফসীরে লিখেছেন, "যারা পূতঃ পবিত তারা ব্যতীত অন্য কেউ তা স্পর্শ করে না। অর্থাৎ- ফেরেশ্তারা এটা স্পর্শ করে থাকেন। কুরআন-হাদীসের স্পষ্ট তথ্যের মাধ্যমে জানা যায় যে, লওহে মাহফুজে ফেরেশ্তারা ছাড়া আর কেউই যেতে পারে না ও স্পর্শ করতে পারে না। অন্যদিকে ফেরেশ্তাদের মানুষের ন্যায় প্রসাব, পায়খানা, বায়ু ত্যাগ বা ফর্য গোসলের অবস্থা হয় না। তাই ফেরেশতারা মুতাহ্হারুন এ কারণে তারা পাপ কাজ থেকে মুক্ত অর্থাৎ- নিস্পাপ। অথচ আজ মুসলিম সমাজে একটি বদ্ধমূল ধারণা রয়েছে যে, "ওযূ ছাড়া কুরআন পাঠ করা গেলেও তা স্পর্শ করা যাবে না। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, আজ বিধর্মীরাতো দূরের কথা, মহান আল্লাহর দ্বীনের দাবীদাররা নিজেরাই কুরআন থেকে দূরে সরে গেছে স্পর্শ করতে না পারার ভ্রান্ত ধারণায়, যদিও অমুসলিমদের ও কুরআন স্পর্শ করার কোন বাঁধা নেই।

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ﴾

"কুরআন যা মানব জাতির জন্য হিদায়েত এবং সত্য পথের স্পষ্ট নিদর্শন ও সত্য-মিথ্যার মধ্যে পার্থক্যকারী।"[৬৯]

মানব জীবন পরিচালনা ও জীবন সমস্যা সমাধানে কুরআন যে নীতিমালা পেশ করেছে, তা বাস্তব জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বাস্তবায়ন করতে পারলে জীবন হয়ে উঠবে সুখী, সুন্দর ও সমৃদ্ধশালী। আমরা কুরআন ত্যাগ করছি বলেই কুরআনের সুফল ভোগ করতে পারছি না, জড়িয়ে পড়ছি নানা সমস্যা ও সংকটে।

পরিশেষে আহ্বান করি, আসুন! কায়মনোবাক্যে রাব্বুল 'আলামীনের নিকট দু'আ করি, তিনি যেন আমাদের সবাইকে ক্ষমতা এবং সুযোগ দেন, কুরআনের জ্ঞান অর্জনের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী যে সকল কুরআন সুন্নাহ বিরোধী কথা মুসলিম সমাজে ব্যাপকভাবে চালু আছে, তা সমাধানে ব্যাপকভাবে কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে পারি। ###

শোক সংবাদ

ঢাকা জেলার ধামরাই এলাকার ডেমরাননিবাসী আলহাজ্জ আব্দুন্ নূর (৫৮) গত ১৭ অক্টোবর বেলা ১১টায় মৃত্যুবরণ করেছেন– "ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজিঊন"।

তিনি শরীফবাগ ইসলামিয়া কামিল মাদরাসা'র ইবতিদায়ী প্রধানের দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি আহলে হাদীস জামা'আতের খিদমাত আঞ্জাম দিয়েছেন।

মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, তিন মেয়ে, দুই ছেলেসহ অনেক আত্মীয়-স্বজন রেখে যান। তিনি নিজ প্রচেষ্টায় ১টি উন্নতমানের মাদরাসাও প্রতিষ্ঠা করেন।

তার মাগফিরাত কামনা করে ধামরাই এলাকা জমঈয়তের পক্ষ থেকে দু'আর আবেদন করা হয়েছে।

[৬৭] মু'আত্তা।
[৬৮] সূরা আল ওয়া-ক্বি'আহ্ ৫৬ : ৭৬-৭৯।
[৬৯] সূরা আল বাক্বারাহ্ ২ : ১৮৫।

আলাপচারিতার আদব

–মুহাম্মদ গোলাম রহমান

মহান স্রষ্টার অপরূপ সৃষ্টি সত্যিই বিচিত্র ও বিস্ময়কর। এ বিচিত্রময় সৃষ্টির একদিকে কল্যাণ, সমৃদ্ধি ও সত্য-সুন্দরের ধারা প্রবাহমান, ঠিক তার বিপরীতে আছে অকল্যাণ, অসত্য-অসুন্দর এবং ধ্বংসযজ্ঞের এক বিভৎস রূপ। যেমন- আগুনের যথার্থ ব্যবহার করে আমরা সুস্বাদু খাবার তৈরি করছি; অপরদিকে সামান্য ভুল বা অসতর্কতার দরুন অনেক বড় বড় স্থাপনাও মুহূর্তের মধ্যে পুড়ে ভস্মিভূত হয়ে যাচ্ছে। বিশুদ্ধ পানির অপর নাম জীবন হলেও দুষিত পানি ব্যবহারে মহামারি ডাইরিয়া-কলেরাসহ মৃত্যুও ডেকে আনছে। অনুরূপ মানুষের মনের ভাব মুখে প্রকাশের বাকযন্ত্রও দু'ভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে- যার একদিকে নম্রতা ও সত্য-সুন্দরের কোমলতা, অপরদিকে মিথ্যা, পরচর্চা ও রুক্ষতার তিক্ষ্নতা। আল্লাহ সুবহানাহূ ওয়া তা'আলা তাঁর শ্রেষ্ফসৃষ্টি মানুষকে বিবেক দিয়ে বললেন :

﴿وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾

"ভালো এবং মন্দ সমান হতে পারে না। মন্দ প্রতিহত করো উৎকৃষ্ট দ্বারা।"[৭০]

যেহেতু আল্লাহ তা'আলা মানুষকে বিবেক ও জ্ঞান দিয়েছেন, সে জন্যেই তিনি ভালো-মন্দ উভয়টি পেশ করে উভয়ের মধ্য থেকে মন্দটিকে বর্জন করে উত্তম বা ভালোটিকে বেছে নিতে বললেন। যারা মন্দটিকে বর্জন করে সত্য-সুন্দরটি গ্রহণ করতে পেরেছে, সকল সৃষ্টির উপর শ্রেষ্ফত্ব লাভের সৌভাগ্য তাদের ললাটেই জুটেছে। যেহেতু মানুষের উপরই ন্যস্ত হয়েছে সত্য-সুন্দরের ভিত রচনা করে একটি শান্তিকামী সমাজ প্রতিষ্ঠার, সে জন্যেই সকল সৃষ্টির উপর শ্রেষ্ফত্ব দানের পর আল্লাহ তা'আলা তার অবয়বটিও সুঠাম ও সুন্দরভাবে তৈরি করলেন। মহামহিম আল্লাহ বলেন :

﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾

"আমি অবশ্যই মানুষকে সৃষ্টি করেছি সুন্দরতম গঠনে।"[৭১]

এসবই মানুষের প্রতি মহামহিম প্রভুর অসীম অনুগ্রহ। এতো সব নি'আমত দানের পরও তিনি মানুষকে দিলেন পঞ্চ-ইন্দ্রিয়ের এক বিস্ময়কর ক্ষমতা। মনের ভাব প্রকাশের জন্যে দিলেন বাকশক্তি। এরপরও কী উত্তম গঠনে সৃষ্ট মানুষ প্রভু পরওয়ার দিগারের এ সকল নিয়ামত ভুলে গিয়ে তার বাকশক্তির অপব্যবহার করে পবিত্র জবান দিয়ে নিকৃষ্ট শব্দ উচ্চারণ করবে? তা কখনো প্রত্যাশিত নয়।

নির্বুদ্ধিতার কারণে অনেকেই মনে করে, মানুষ কথার ছলে অনেক কিছুই বলে, কিন্তু সব কথার মূল্য দিতে হবে, এমনটি হলে তো দুনিয়াতে চলাই যাবে না। কিন্তু প্রকৃত অর্থে একজন মুসলিমের মুখনিঃসৃত প্রতিটি বাক্যই মনিমুক্তার সমতুল্য। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ঐ ব্যক্তির জন্যে ধ্বংস যে মানুষকে হাসানোর জন্যে (আনন্দ-বিনোদনের জন্যে) কথা বলে এবং মিথ্যা বলে।[৭২]

সুতরাং একজন মুসলিম হাসি-তামাশার ছলেও কখনোই মিথ্যা বলতে পারে না। এমনকি কেউ যদি হাসি-তামাশার ছলে তার স্ত্রীকে তালাক দেয়, তবে ঐ স্ত্রীর জন্যে তা এক তালাক বলেই গণ্য হবে। একটিবার জাগ্রত বিবেক দ্বারা চিন্তা করে দেখি, মানুষের মুখনিঃসৃত কথার মূল্য কত!

এক্ষণে আমাদের পবিত্র জবানকে সংযত রেখে আমরা ক'জন প্রকৃত সভ্য সমাজের ভদ্রজন হতে পেরেছি তার আত্মপর্যালোচনা করি-

সমাজের একশ্রেণীর মানুষ শিক্ষাদীক্ষা, পোশাক-পরিচ্ছেদ, বেশভূষায় এলিট শ্রেণীর সদস্য, অথচ জবানে যেন বস্তির বাসিন্দা। অতি নগণ্য বিষয় নিয়ে প্রতিনিয়ত কথাকাটাকাটি, গালমন্দ, দাঙ্গাহাঙ্গামা, হাতাহাতি যার চূড়ান্ত পরিণতি খুনোখুনি। এছাড়াও পরচর্চা, সত্যের অপলাপ, গীবত, মিথ্যা অপবাদ, বাক্যবানে অন্যকে ছোট করার হীন প্রচেষ্টা, কটুক্তি, মিথ্যা সাক্ষ্য দান এতো আমাদের সমাজের সর্বসাধারণের রুটিনমাফিক কাজে পরিণত হয়েছে। ফলে সামাজিক ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে, পারস্পরিক আস্থার সংকট তৈরি হচ্ছে, এবং এই অবিশ্বাস ও অনাস্থা থেকে গড়ে উঠছে প্রতিহিংসা ও বিদ্বেষের পাহাড়। এরপরও কী বলবো, আমরা সভ্য সমাজের বাসিন্দা-ভদ্রলোক?

[৭০]. সূরা হা-মীম আস্ সাজদা- ৪১/৩৪ আয়াত।
[৭১]. সূরা তীন- ৯৫/৪ আয়াত।
[৭২]. আহমাদ।

প্রকৃতপক্ষে সভ্য সমাজের ভদ্রোলোকগণ তো সর্বাবস্থায় স্বীয় জিহ্বাকে সংযত রেখে উত্তম কথা বলে, নয়তো চুপ থাকে। চলনে-বলনে তারা বিনয়ী, নম্র ও সত্যাশ্রয়ী। কারণে-অকারণে তর্কে না জড়িয়ে তারা মানুষকে সত্য ও ন্যায়ের পথে আহ্বান করে। মহান আল্লাহ বলেন :

﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِّمَّن دَعَا إِلَى اللهِ وَعَمِلَ صَالِحاً وَقَالَ إِنَّنِيْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ﴾

"ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা কথায় কে উত্তম, যে মানুষকে আল্লাহর দিকে আহ্বান করে, সৎকর্ম করে এবং বলে আমি তো আত্মসমর্পণকারীদের অন্তর্ভুক্ত।"[৭৩]

কথায় উত্তম ব্যক্তিগণ সর্বসাধারণকে আল্লাহর পথে আহ্বানের পাশাপাশি নিজে সৎকর্ম সম্পাদন করে, যাবতীয় অন্যায় কাজ ও অশ্লীল কথাবার্তা হতে বিরত থাকে, অত্যন্ত নম্রভাবে নিচুকণ্ঠে বাক্যালাপ করে এবং কাজেকর্মে মধ্যমপন্থা অবলম্বন করে।

আল্লাহ সুবহানাহূ ওয়া তা'আলা বলেন,

﴿وَاقْصِدْ فِيْ مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيْرِ﴾

"তুমি চলাফেরায় মধ্যমপন্থা অবলম্বন করো এবং কণ্ঠস্বর নীচু করবে; স্বরের মধ্যে গাধার স্বরই সর্বাপেক্ষা অপ্রীতিকর।"[৭৪] রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

عَنْ عَائِشَةَ (رَضِيَ اللهُ عَنْهَا)، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : «إِنَّ أَبْغَضَ الرِّجَالِ إِلَى اللهِ الأَلَدُّ الخَصِمُ».

'আয়িশাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত; নাবী ﷺ বলেন : আল্লাহর নিকট সেই ব্যক্তি সবচেয়ে ঘৃণিত, যে অতি ঝগড়াটে।[৭৫]

একবার ভেবে দেখুন, কর্কশভাষীগণকে আল্লাহ তা'আলা কাদের সাথে তুলনা করছেন? আর সমাজের ঘৃণিত ব্যক্তিদের স্বরূপই বা কেমন?

যারা কথায় উত্তম, আল্লাহ সুবহানাহূ ওয়া তা'আলা তাদেরকে সম্মানিত করবেন এ কারণে যে, তারা মানুষকে সত্য-সুন্দরের পথে আহ্বানের পাশাপাশি নিজেরাও সৎকর্ম সম্পাদন করে। তবে এ সমাজেই একশ্রেণীর মানুষ আছে, যারা অন্যজনকে সত্য-সুন্দরের পথে আহ্বান জানালেও নিজের ব্যাপারে উদাসীন। তাদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেন :

﴿يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَا لَا تَفْعَلُوْنَ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللهِ أَن تَقُوْلُوْا مَا لَا تَفْعَلُوْنَ﴾

"হে মু'মিনগণ তোমরা যা করো না তা তোমরা কেন বলো? তোমরা যা করো না তোমাদের তা বলা আল্লাহর নিকট অতিশয় অসন্তোষজনক।"[৭৬]

আমাদের সমাজে আরেক শ্রেণীর মানুষ আছে, যারা কথায় বেশ পটু। তাদের এই বাকপটুতা একটি পর্যায়ে গিয়ে এমন অবস্থায় পৌঁছে যে, তখন তারা অন্যের সত্য-সুন্দর কথাটিও শ্রবণ করার মানসিকতা হারিয়ে ফেলে এবং সত্য-মিথ্যার সংমিশ্রণে নিজেই বাচালের মত অনর্গল বলতে থাকে। অথচ একবারও চিন্তা করে দেখে না, শ্রোতা-সাধারণ তাদেরকে কীভাবে মূল্যায়ন করছে। ঐ সকল অর্বাচীন-বাচালশ্রেণি সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللهَ عَلَى مَا فِيْ قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ﴾

"এবং মানুষের মধ্যে এমনও লোক আছে- পার্থিব জীবন সংক্রান্ত যার কথা তোমাকে চমৎকৃত করে তুলে, আর সে স্বীয় অন্তরস্থ (নিজের কথার সত্যতা প্রমাণের জন্যে) সম্পর্কে আল্লাহকে সাক্ষী করে থাকে; বস্তুতঃ সে হচ্ছে ভীষণ তর্কপ্রবণ-ঝগড়াটে।"[৭৭]

আমাদের সমাজে আবহমান কাল থেকে একটি কথার প্রচলন রয়েছে যে, "জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান লোকেরা স্বল্পভাষী এবং অল্প কথায় ব্যাপক অর্থবোধক কিছু বুঝাতে সক্ষম।" কিন্তু আজকের এই 'দিন বদলের' ক্ষণে সব কিছুই যেন বদলে যাচ্ছে। মিডিয়ার কল্যাণে আমরা তা-ই দেখছি। আজকাল একশ্রেণীর বুদ্ধিজীবী অনবরত প্রমাণবিহীন কথার ফুলঝুড়ি বিতরণ করছেন, নিজের চিন্তা-বিশ্বাস ও অবস্থান থেকে এবং স্বীয় চিন্তাকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করার হীনস্বার্থে অন্যকে বা প্রতিপক্ষকে বাক্যবানে জর্জরিত করতেও দ্বিধা করছেন না। অথচ আল্লাহ তা'আলা বলেন :

[৭৩]. সূরা হা-মীম আস্ সাজদা- ৪১/৩৩ আয়াত।
[৭৪]. সূরা লুক্বমান- ৩১/১৯ আয়াত।
[৭৫]. বুখারী- ২৪৫৭; মুসলিম- ২৬৬৮।
[৭৬]. সূরা সাফফ্ ৬১/২-৩ আয়াত।
[৭৭]. সূরা বাকারাহ্- ২/২০৪ আয়াত।

﴿قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ﴾

"বলো, যদি তোমরা সত্যবাদি হও তবে তোমাদের দলীল উপস্থাপন করো।"[৭৮]

আল কুরআনের ভাষ্যমতে, যারা দালীল-প্রমাণ ছাড়া কথা বলে, তাদের সত্যবাদী হওয়ার ক্ষেত্রে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। আবার এই মিডিয়ার কল্যাণেই(!) আমাদের কোমলমতি তরুণরাও বিভিন্ন পণ্যের বিজ্ঞাপন থেকে শিখছে- কীভাবে নিজের লেখাপড়া বাদ দিয়ে, বাবা-মায়ের অবাধ্য হয়ে সারারাত কথা বলা যায়, কীভাবে মিথ্যা বলে প্রতারণার কৌশল শেখা যায়- এগুলোর মিডিয়ার ধ্বংসাত্মক দিক। তবে এই মিডিয়ার বহুমুখী কল্যাণকর দিকও রয়েছে, কেবলমাত্র উন্নত মানসিকতা, পরিচ্ছন্ন জ্ঞান ও জাগ্রত বিবেককে কাজে লাগিয়ে এর সুষ্ঠু ব্যবহার করলে সমাজ, দেশ ও জাতি উপকৃত হবে ইন্‌শাআল্লাহ।

বিশ্ব মানবতার মুক্তির দূত মুহাম্মাদ ﷺ বলেন :

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ.

যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং পরকালের প্রতি বিশ্বাসী সে যেন উত্তম কথা বলে অথবা চুপ থাকে।[৭৯]

যা ইচ্ছা তা-ই বলবো, এমনটি হতে পারে না এবং ভদ্রজনের জন্যে তা শোভনীয়ও নয়। কারণ মানুষের প্রতিটি কথার রেকর্ড সংরক্ষিত হচ্ছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ﴾

"মানুষ মুখ দিয়ে যে কথাটি উচ্চারণ করে তা সংরক্ষিত হয় কঠোর প্রহরীদের কাছে।"[৮০]

প্রযুক্তির বিস্ময়কর যুগে আমরাও আমাদের কথার রেকর্ড সংরক্ষণ করতে পারছি। ফলে যা বলছি তা অস্বীকার করার উপায় নেই। বিশেষ করে দেশ-বিদেশের কর্তাব্যক্তিদের কথা একটু এদিক ওদিক হলেই নানারকম সমালোচনা, লাঞ্ছনা আর অপমানের খড়্গ; এমনকি আদালত পর্যন্তও যেতে হয়। সুতরাং কথা বলার ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে, অন্যথায় দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জগতেই লাঞ্ছিত হতে হবে।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ : يَقُوْلُ : «إِنَّ العَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالكَلِمَةِ، مَا يَتَبَيَّنُ فِيهَا، يَزِلُّ بِهَا فِي النَّارِ أَبْعَدَ مِمَّا بَيْنَ المَشْرِقِ».

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন; তিনি (ﷺ) বলেছেন : নিশ্চয় বান্দা এমন কথা বলে যার পরিণতি সে চিন্তা করে না, অথচ এ কারণে সে নিক্ষিপ্ত হবে জাহান্নামের এমন গভীরে যার দূরত্ব মাশরিকের দূরত্বের চেয়েও অধিক।[৮১]

মানুষ ক্ষণস্থায়ী জীবনের অবসান ঘটিয়ে অচিরেই চিরস্থায়ী জীবনের পথে পাড়ি জমাবে। যারা মুসলিম, তাদের একান্ত প্রত্যাশা- আমার আবাসস্থল হবে চিরস্থায়ী জান্নাত। কিন্তু এই জান্নাতের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে বাকশক্তি। কারণ মানুষ আল্লাহ সুবহানাহূ ওয়া তা'আলার অফুরন্ত নি'আমত বাকশক্তি বা জিহ্বার অপব্যবহার করে সমাজের শান্তি-শৃঙ্খলা এমনভাবে বিনষ্ট করছে যার শেষ পরিণতি দাঙ্গা-হাঙ্গামা..... মৃত্যু। ফলে সমাজ হচ্ছে কলুষিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন :

مَنْ يَضْمَنْ لِيْ مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَضْمَنْ لَهُ الجَنَّةَ.

যে ব্যক্তি দুই চোয়ালের মাঝের অঙ্গের (জিহ্বার) এবং দুই উরুর মাঝের অঙ্গের (লজ্জাস্থানের) জামিন হবে আমি তার জন্যে জান্নাতের জামিন হবো।[৮২]

শিক্ষণীয় বিষয় :

এক. সর্বদা উত্তম কথা দিয়ে মন্দকে প্রতিহত করতে হবে।

দুই. মু'মিনের মুখনিঃসৃত প্রতিটি কথা মনিমুক্তার সমতুল্য।

তিন. আনন্দ-বিনোদনের জন্যেও মিথ্যা বললে, পরিণামে ধ্বংস অনিবার্য।

চার. সমাজের প্রকৃত ভদ্রজন স্বীয় জিহ্বা সংযত করেই কথাবার্তা বলে।

পাঁচ. চলাফেরায় মধ্যমপন্থা অবলম্বন করা ও কণ্ঠস্বর নিচু করে কথা বলাই ভদ্রজনের স্বভাব।

ছয়. সমাজের ঘৃণিত ব্যক্তি তারাই, যারা তুচ্ছ বিষয় নিয়ে ঝগড়ায় লিপ্ত হয়।

সাত. নিজে না করে সে বিষয়ে অন্যদের উপদেশ দেয়া আল্লাহর নিকট অতিশয় অসন্তোষজনক।

আট. সর্বদা ভেবেচিন্তে কথা না বললে উভয় জগতেই লাঞ্ছনা ও শাস্তি অনিবার্য। ###

[৭৮]. সূরা বাকারাহ্- ২/১১১ আয়াত।
[৭৯]. বুখারী- ৬০১৮ ও ৬০১৯, মুসলিম- ৪৭।
[৮০]. সূরা কাফ- ৫০/১৮ আয়াত।
[৮১]. বুখারী- ৬৪৭৭, মুসলিম- ২৯৮৮।
[৮২]. বুখারী- ৬৪৭৪; তিরমিযী- ২৪০৮।

দু'আ কুনূত : পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ

–সাজ্জাদ সালাদীন*

দু'আ কুনূত কখন কিভাবে পড়বে?

কুনূত অর্থ বিনীত হওয়া। সাধারণতঃ বিত্র সালাতের শেষ রাক'আতে দু'আ কুনূত পড়া হয়। তাছাড়া মুসলমানদের উপর যখন কোন বিপদাপদ আসে তখন ইসলামের দুশমনদের বিরুদ্ধে মহান আল্লাহর নিকট দু'আ করা হয়। নাবী ﷺ ফজরের সালাতের শেষ রাক'আতে রুকূর পর এ ধরনের কুনূত পাঠ করতেন।[৮৩] এ কুনূতকে কুনূতে নাযেলা বলা হয়।

কুনূত রুকূ'র আগে না পরে : দু'আ কুনূত রুকূ'র আগে ও পরে দু'ভাবেই পড়া জায়িয আছে।[৮৪]

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ কারো বিরুদ্ধে বা কারো পক্ষে দু'আ করতেন, তখন রুকূ'র পরে কুনূত পড়তেন।[৮৫] কুনূতে নাযেলা রুকূ'র পরে পাঠ করা উত্তম।

কুনূতে হাত উঠিয়ে দু'আ করা : বিতরের কুনূতে হাত উঠিয়ে দু'আ করার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে কোন সহীহ বর্ণনা পাওয়া যায়নি। তবে প্রসিদ্ধ সাহাবী 'উমার, 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ, আনাস, আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) প্রমুখ থেকে বিত্রের কুনূতে বুক বরাবর হাত উঠিয়ে দু'আ করার কথা প্রমাণিত আছে।[৮৬]

ইমাম আহমদ (রহমাতুল্লাহি 'আলাইহি)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে, বিত্রের কুনূত রুকূ'র পরে হবে না-কি পূর্বে হবে এবং এ সময় দু'আ করার জন্য হাত উঠানো যাবে কি-না? তিনি বললেন, বিত্রের কুনূত হবে রুকূ'র পরে এবং এ সময় হাত উঠিয়ে দু'আ করবে।[৮৭]

অতএব, কেউ যদি বিতরের কুনূতে হাত তুলে দু'আ করতে চায় তবে এতে কোন আপত্তি নেই।

দু'আ কুনূত :

اَللّٰهُمَّ اهْدِنِيْ فِيْمَنْ هَدَيْتَ، وَعَافِنِيْ فِيْمَنْ عَافَيْتَ، وَتَوَلَّنِيْ فِيْمَنْ تَوَلَّيْتَ، وَبَارِكْ لِيْ فِيْمَا أَعْطَيْتَ، وَقِنِيْ شَرَّ مَا قَضَيْتَ، إِنَّكَ تَقْضِيْ وَلَا يُقْضٰى عَلَيْكَ، وَإِنَّه لَا يَذِلُّ مَنْ وَّالَيْتَ، وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ، تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ، نَسْتَغْفِرُكَ وَ نَتُوْبُ اِلَيْكَ، وَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَى النَّبِيِّ.

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মাহ্দিনী ফীমান হাদাইত, ওয়া 'আফিনী ফীমান্ 'আ-ফাইত, ওয়া তাওয়াল্লানী ফীমান তাওয়াল্লাইত, ওয়া বা-রিক্লী ফীমা আ'তাইত, ওয়াক্বিনী শার্‌রা মা কাযাইত, ইন্নাকা তাক্বী ওয়ালা ইয়ুক্বযা 'আলাইক, ওয়া ইন্নাহু লা ইয়াযিল - মাঁও ওয়ালাইত, ওয়ালা ইয়াইযযু মান 'আদাইত, তাবা-রাকতা রাব্বানা ওয়া তা'আলাইত, নাস্তাগফিরুকা ওয়ানাতূবু ইলাইক, ওয়া সাল্লাল্লা-হু 'আলান নাবিয়্যি।

দু'আ কুনূত পড়া কি ওয়াজিব না সুন্নাহ?

পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ : শাইখ বিন বায (রহমাতুল্লাহি 'আলাইহি) বলেন যে, এতে কোন অসুবিধা নেই। বরং এটি পালন করা সুন্নাত। আর যদি কখনও কখনও এটি বাদ দেয় তাতেও কোন অসুবিধা হবে না। কেননা নাবী ﷺ হুসাইন বিন 'আলী (রাযিয়াল্লা-হু আনহু)-কে বিত্রের নামাযের 'দু'আয়ে কুনূত' শিখাতেন। তিনি দু'আয়ে কুনূত কখনও কখনও বাদ দেয়া কিংবা নিয়মিত পড়া কোন নির্দেশ দেননি। এতে প্রমাণিত হয় যে, উভয়টি করা জায়িয। [পরবর্তী অংশ ৭ নং পৃষ্ঠায় দেখুন]

* এম. এ, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

[৮৩] সহীহুল বুখারী- হা: ৪০৯০; সহীহ মুসলিম- হা: ১৫৭৮।
[৮৪] সহীহ মুসলিম- হা: ১৭৭১; তিরমিযী- হা: ৪৫৬; ইবনু মাজাহ্- হা: ১১৮৩-৮৪; মুসনাদে আহমাদ- হা: ২৪৮০৩।
[৮৫] সহীহুল বুখারী- হা: ৪৫৬০; সহীহ মুসলিম- হা: ১৫৮১; মুসনাদে আহমাদ- হা: ১২৭২৮; মিশকাত- হা: ১২৮৮।
[৮৬] বায়হাক্বী- হা: ৪৬৪৬; শারহুস সুন্নাহ- হা: ৬৩৯; মুসনাদে ইবনু জা'দ- হা: ২২৭৭।
[৮৭] মাসায়েলে ইমাম আহমদ- মাসআলা নং- ৪১৭-২১।

বিনয় ও নম্রতা

–আবূ তাসনীম*

বিনয় ও নম্রতা একজন মু'মিনের অন্যতম গুনাবলী। এটা উত্তম চরিত্রের ভূষণ। যার মূর্ত প্রতীক হচ্ছে আমাদের প্রিয় নাবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও তাঁর সম্মানিত সাহাবীগণ। বিনয় ও নম্রতা দ্বারাই তারা মানুষকে আপন করে নেন। নম্র ব্যক্তিকে আল্লাহ তা'আলা যেমন ভালবাসেন মানুষও তাকে পছন্দ করেন। যে মহান আল্লাহর উদ্দেশ্যে নম্র হয় আল্লাহ তা'আলা তার মর্যাদা বাড়িয়ে দেন। বিনয় ও নম্রতার বিপরীত শব্দ হলো– কঠোরতা, অহংকার ইত্যাদি। ইবনু 'আত্বা বলেন–

"যে কোন ব্যাক্তি থেকে সত্যকে গ্রহণ করা। সম্মান হলো নম্রতায়। যে ব্যাক্তি অহংকারে তা তালাশ করবে তা হবে আগুন হতে পানি তালাশ তুল্য।"[৮৮]

মানুষের সাথে অহংকারবশতঃ কথা না বলে বিনয়ের সাথে উত্তম পন্থায় বিতর্ক করা উচিত : আল্লাহ তা'আলা বলেন–

﴿وَلَا تُجَادِلُوْٓا اَهْلَ الْكِتٰبِ اِلَّا بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ اِلَّا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْهُمْ وَقُوْلُوْٓا اٰمَنَّا بِالَّذِيْٓ اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَاُنْزِلَ اِلَيْكُمْ وَاِلٰهُنَا وَاِلٰهُكُمْ وَاحِدٌ وَّنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ﴾

"তোমরা উত্তম পন্থা ব্যতীত কিতাবীদের সাথে বিতর্ক করবে না, তবে তাদের সাথে করতে পার, যারা তাদের মধ্যে সীমালঙ্ঘনকারী এবং বলো, 'আমাদের প্রতি ও তোমাদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে, তাতে আমরা বিশ্বাস করি এবং আমাদের ইলাহ ও তোমাদের ইলাহ তো একই এবং আমরা তাঁরই প্রতি আত্মসমর্পণকারী।"[৮৯]

দীনের ব্যাপারে কোন জবরদস্তি করা নম্রতার লক্ষণ হতে পারেনা : আল্লাহ তা'আলা বলেন–

﴿لَآ اِكْرَاهَ فِي الدِّيْنِ ۙ قَدْ تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَّكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَيُؤْمِنْۢ بِاللّٰهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ﴾

"দীনের ব্যাপারে কোন জবরদস্তি নেই। বিভ্রান্তি হতে সুপথ প্রকাশিত হয়ে গেছে। সুতরাং যে তাগুতকে অস্বীকার করবে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে সে এমন এক মজবুত রশি ধারণ করল যা কখনো ছিড়বে না। আল্লাহ শ্রবণকারী, মহাজ্ঞানী।"[৯০]

জান্নাতীরা হবে কোমল স্বভাবের :

عَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهْبٍ الْخُزَاعِيِّ (رَضِىَ اللهُ عَنْهُ) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اَلَا اُخْبِرُكُمْ بِاَهْلِ الْجَنَّةِ كُلُّ ضَعِيْفٍ مُتَضَاعِفٍ لَوْ اَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَاَبَرَّهُ اَلَا اُخْبِرُكُمْ بِاَهْلِ النَّارِ كُلُّ عُتُلٍّ جَوَّاظٍ مُسْتَكْبِرٍ حَدَّثَنَا اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ * كَانَتِ الْاَمَةُ مِنْ اِمَاءِ اَهْلِ الْمَدِيْنَةِ لَتَاْخُذُ بِيَدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَتَنْطَلِقُ بِهِ حَيْثُ شَاءَتْ.

হারিস ইবনু ওয়াহাব 'খুযায়ী (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হুমা) হতে বর্ণিত। নাবী কারীম (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, আমি কি তোমাদেরকে জান্নাতবাসীদের পরিচয় বলে দেবো? তারা কোমল স্বভাবের লোক, মানুষের কাছেও কোমল বলে পরিগণিত। যদি তারা কোনো বিষয়ে আল্লাহর কসম খায়, আল্লাহ তা'আলা তা অবশ্যই পূরণ করে দেন। আর আমি কি তোমাদেরকে জাহান্নামীদের পরিচয় বলে দেবো? তারা কঠোর স্বভাবের লোক, দাম্ভিক, অহংকারী। অপর এক সনদে আনাস ইবনু মালিক (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হুমা) বর্ণনা করেন, মাদীনাবাসীদের ক্রীতদাসীদের মধ্যে একজন ক্রীতদাসী ছিল সে তার প্রয়োজনে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর হাত ধরে যেখানে চাইত, নিয়ে যেত। (অর্থাৎ- তার উদ্দিষ্ট স্থানে হাত ধরে নিয়ে যেত। আর নাবী কারীম (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-ও তার সাথে সাথে চলে যেতেন এবং তার প্রয়োজনীয় কাজ করে দিতেন। এমনই কোমল স্বভাব ছিল তাঁর। অথচ তখন তিনি রাষ্ট্রপ্রধানও ছিলেন)।[৯১]

সহনশীল ব্যক্তির প্রতি মহান আল্লাহর রহমত :

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ (رَضِىَ اللهُ عَنْهُ) اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ رَحِمَ اللهُ رَجُلًا سَمْحًا اِذَا بَاعَ وَاِذَا اشْتَرَى وَاِذَا اقْتَضَى.

---

* কামিল ২য় বর্ষ, আদব বিভাগ, তামীরুল মিল্লাকামিল মাদরাসা।

[৮৮] ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম, মাদারিজুস সালেকীন- ২/৩১৪ পৃ:।

[৮৯] সূরা ২৯, আল 'আনকাবূত : আয়াত– ৪৬।

[৯০] সূরা ২, আল বাক্বারাহ্ : আয়াত– ২৫৬।

[৯১] বুখারী- ৫৭২৩-২৪।

জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হুমা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, আল্লাহ তা'আলা এক সহনশীল ব্যক্তির প্রতি রহমত বর্ষণ করেন, যে ক্রয়-বিক্রয় ও নিজের অধিকার আদায়ের সময় নম্রতা ও সহনশীলতা প্রদর্শন করে।[৯২]

মানুষের সাথে সহনশীলতার নীতি অবলম্বনকারীর জন্য মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে সহযোগীতা :

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رَضِىَ اللهُ عَنْهُ) اَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ اِنَّ لِىْ قَرَابَةً اَصِلُهُمْ وَيَقْطَعُوْنِىْ وَاُحْسِنُ اِلَيْهِمْ وَيُسِيْئُوْنَ اِلَىَّ وَاَحْلُمُ عَنْهُمْ وَيَجْهَلُوْنَ عَلَىَّ فَقَالَ لَئِنْ كُنْتَ كَمَا قُلْتَ فَكَاَنَّمَا تُسِفُّهُمُ الْمَلَّ وَلَا يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللهِ ظَهِيْرٌ عَلَيْهِمْ مَا دُمْتَ عَلٰى ذٰلِكَ.

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি (এসে) বলল : হে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! আমার কিছু আত্মীয়-স্বজন আছে। যাদের সাথে আমি আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করে চলি, আর তারা (আত্মীয়তা) ছিন্ন করে। আমি তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করি, আর তারা আমার সাথে মন্দ ব্যবহার করে থাকে। আমি তাদের সাথে সহনশীলতার নীতি অনুসরণ করে চলি, কিন্তু তারা আমার সাথে মূর্খের মতো আচরণ করে। (তাহলে আমি এখন কী করব?) রাসূলে কারীম (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন : যদি তুমি এরূপই হয়ে থাকো যেরূপ তুমি বললে, তবে যেনো তুমি তাদের চোখে-মুখে গরম বালি ছুড়ে মারছ। (অর্থাৎ- তোমার সহিষ্ণুতা তাদের জন্য চোখে-মুখে গরম বালি ছুড়ে মারার মতোই) যতক্ষণ তুমি এ নীতির ওপর অবিচল থাকবে, মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে এক সাহায্যকারী (ফেরেশ্তা) তাদের মুকাবিলায় তোমাকে সাহায্য করে যেতে থাকবে।[৯৩]

জাহান্নামের আগুন নম্রস্বভাববিশিষ্ট লোকদের জন্য হারাম :

وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ (رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اَلَا اُخْبِرُكُمْ بِمَنْ يَحْرُمُ عَلَى النَّارِ اَوْ بِمَنْ تَحْرُمُ عَلَيْهِ النَّارُ عَلٰى كُلِّ قَرِيْبٍ هَيِّنٍ سَهْلٍ.

'আবদুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হুমা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : আমি কি তোমাদের অবহিত করব না কোন লোক জাহান্নামের আগুনের জন্য হারাম অথবা (বলেছেন) কার জন্য জাহান্নামের আগুন হারাম? (তাহলে শুনো) জাহান্নামের আগুন এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য হারাম যে লোকদের কাছে বা তাদের সাথে মিলেমিশে থাকে। যে কোমল মতি, নরম মেজাজ ও নম্র স্বভাববিশিষ্ট।[৯৪]

সহজনীতি অবলম্বন করা, কঠিনতা করা যাবে না :

عَنْ اَنَسٍ (رَضِىَ اللهُ عَنْهُ) عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ يَسِّرُوْا وَلَا تُعَسِّرُوْا وَبَشِّرُوْا وَلَا تُنَفِّرُوْا.

আনাস (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী কারীম (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : তোমরা সহজনীতি ও আচরণ অবলম্বন করো। কঠোরনীতি অবলম্বন করো না। সুসংবাদ শুনাতে থাকো। পরস্পর ঘৃণা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করো না।[৯৫]

আল্লাহ তা'আলা কোমলতাকে ভালবাসেন :

عَنْ عَائِشَةَ (رَضِىَ اللهُ عَنْهَ) زَوْجِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ يَا عَائِشَةُ اِنَّ اللهَ رَفِيْقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ وَيُعْطِىْ عَلَى الرِّفْقِ ما لَا يُعْطِى عَلَى الْعُنْفِ وَمَا لَا يُعْطِىْ عَلٰى مَا سِوَاهُ.

নাবীপত্নী 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা নিজে কোমল ও সহানুভূতিশীল। তিনি ফেরেশ্তা ও সহানুভূতিশীলতাকে ভালোবাসেন। তিনি কোমলতার দ্বারা ঐ জিনিস দান করেন যা কঠোরতার দ্বারা দেন না। তথা কোমলতা ছাড়া অন্য কিছু দ্বারাই তিনি তা দেন না।[৯৬]

মানুষের সাথে নম্রভাবেই চলতে হবে বরং কাউকে গালি না দেয়া উচিত : আল্লাহ তা'আলা বলেন–

﴿وَلَا تَسُبُّوا الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ فَيَسُبُّوا اللهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ ۭ كَذٰلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ اُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ۠ ثُمَّ اِلٰى رَبِّهِمْ مَّرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ﴾

---

[৯২] বুখারী- ৩/২০৭৬।
[৯৩] মুসলিম- ৪/২৫৫৮।
[৯৪] তিরমিযী- ৩৬৪।
[৯৫] বুখারী- ৩৬৫।
[৯৬] মুসলিম- ৪/২৫৯৩।

"আল্লাহ ব্যতীত যাদেরকে তারা ডাকে তাদেরকে তোমরা গালি দিও না। কেননা তারা সীমালঙ্ঘন করে অজ্ঞানতাবশতঃ আল্লাহকেও গালি দিবে; এভাবে আমি প্রত্যেক জাতির দৃষ্টিতে তাদের কার্যকলাপ সুশোভন করেছি; অতঃপর তাদের প্রতিপালকের নিকট তাদের প্রত্যাবর্তন। অতঃপর তিনি তাদেকে তাদের কৃতকার্য সম্বন্ধে অবহিত করবেন।"[৯৭]

তিনি (আল্লাহ তা'আলা) আরো বলেন :

﴿قُلْ يَاَهْلَ الْكِتٰبِ تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَآءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اَلَّا نَعْبُدَ اِلَّا اللّٰهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهٖ شَيْئًا وَّلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ ؕ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُوْلُوا اشْهَدُوْا بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ﴾

"বলুন, হে আহলে কিতাবরা! তোমরা আসো এমন একটি কালিমার দিকে যা তোমাদের এবং আমাদের মধ্যে সমান তা হলো, আমরা আল্লাহ ছাড়া কারো 'ইবাদত করব না এবং তার সাথে কোন কিছুকে শরীক করব না এবং আল্লাহ ব্যতীত আমাদের কেউ অপর কাউকে রব হিসেবে গ্রহণ করবে না। এরপরও যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে বলে দাও, তোমরা সাক্ষী থাকো যে, আমরা মুসলিম।"[৯৮]

মহান আল্লাহর নিকট পছন্দনীয় হলো সহনশীলতা :

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رَضِىَ اللهُ عَنْهُ) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ لِلْاَشَجِّ عَبْدِ الْقَيْسِ اِنَّ فِيْكَ خَصْلَتَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللهُ الْحِلْمُ وَالْاَنَاةُ.

'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হুমা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী কারীম (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আশাজ্জে 'আবদুল ক্বায়েসকে বলেছিলেন : তোমার মধ্যে এমন দু'টি গুণ বা অভ্যাস রয়েছে যা খোদ মহান আল্লাহও পছন্দ করেন ও ভালোবাসেন। একটি হলো ধৈর্য ও সহনশীলতা, অপরটি হলো ধীরস্থিরতা।[৯৯]

সহজনীতি অবলম্বন করা, কঠোর নীতি পরিহার করা :

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رَضِىَ اللهُ عَنْهُ) قَالَ قَامَ اَعْرَابِىٌّ فَبَالَ فِىْ الْمَسْجِدِ فَتَنَاوَلَهُ النَّاسُ فَقَالَ لَهُمُ النَّبِىُّ ﷺ دَعُوْهُ وَهَرِيْقُوْا عَلٰى بَوْلِهٖ سَجْلًا مِنْ مَاءٍ اَوْ ذَنُوْبًا مِنْ مَاءٍ فَاِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِيْنَ وَلَمْ تُبْعَثُوْا مُعَسِّرِيْنَ.

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক গ্রাম্যলোক মাসজিদে পেশাব করে দিলো। তখন লোকেরা তাকে শায়েস্তা করার জন্য উঠে দাঁড়াল। নাবী কারীম (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাদেরকে বললেন : ছাড়ো তাকে। আর তার পেশাবের ওপর এক বালতি পানি ঢেলে দাও (যাতে পেশাবের চিহ্ন দূর হয়ে যায়)। কারণ তোমাদের সহজনীতি (ও ব্যবহার)-এর ধারক হিসেবে পাঠানো হয়েছে। কঠোর নীতির ধারক হিসেবে নয়।[১০০] ###

জরুরি নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

একটি জাতীয় মানের হিফয্ মাদরাসা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে একজন যোগ্য হাফেয ও নূরানী ট্রেনিংপ্রাপ্ত একজন ক্বারী নিয়োগ দেয়া হবে। প্রার্থীকে সালাফী 'আক্বীদার অনুসারী হতে হবে। হিফ্য মাদরাসা প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনায় দক্ষ ও অভিজ্ঞ প্রার্থীকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে। প্রয়োজনীয় কাগজ-পত্র ও মোবাইল নম্বরসহ ১৬ নভেম্বর-২০১৮ তারিখের মধ্যে নিম্ন ঠিকানায় দরখাস্ত আহ্বান করা যাচ্ছে।

যোগাযোগ

মো. শরীফ

আইনুদ্দীন হিফযুল কুরআন মাদরাসা (প্রস্তাবিত)
গ্রাম- শরীফবাগ পশ্চিমপাড়া, ডাকঘর- ধামরাই
উপজেলা- ধামরাই, জেলা- ঢাকা- ১৩৫০
মোবাইল : ০১৭২০৩৮৬৮৪৭, ০১৮১৮৫৫১০০৯

cwi‡ek `lY Avgvi, Avcbvi mevi Rb¨B ¶wZKi| AvR‡Ki wkïiv cwi‡ek `l‡Yi Kvi‡Y bvbviKg †iv‡M Avµvš n‡"Q cwZwbqZ| ZvB Avmb! bZb cRb¥‡K GKwU m¯, m›`i, ¯v¯¨Ki cwi‡ek Dcnvi w`‡Z wbR wbR Ae¯vb †_‡K †mv"Pvi nB|

[৯৭] সূরা ৬, আল আন'আম : আয়াত– ১০৮।
[৯৮] সূরা ৩, আ-লি 'ইমরান : আয়াত– ৬৪।
[৯৯] মুসলিম- ১/১৭।
[১০০] বুখারী- ১/২২০।

حياة الصحابة \ mvnvev PwiZ

‘আবদুল্লাহ ইবনু ‘আব্বাস

(রাযিয়াল্লা-হু ‘আন্হুমা)

–ড. আ. ব. ম. সাইফুল ইসলাম সিদ্দিকী★

ভূমিকা : মহাগ্রন্থ আল-কুরআন মানব জাতির হিদায়াতের উৎস। মানুষের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কল্যাণ এ মহাগ্রন্থের অনুসরণের মধ্যেই নিহিত। এ অলৌকিক কিতাবকে কেন্দ্র করে অসংখ্য অভিজ্ঞানের উদ্ভব ঘটেছে। তন্মধ্যে তাফসীর অভিজ্ঞান হচ্ছে অন্যতম। আল্লাহ তা‘আলার এ বাণী মানুষ যাতে পরিপূর্ণভাবে অনুধাবন করে ধন্য হতে পারে, সে অভি লক্ষ্যকে সামনে রেখেই মানুষের মধ্যে সর্বপ্রথম এ কিতাবের তাফসীর করেন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অতঃপর তাঁর সাহাবীগণ। রাসূল (সাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জীবদ্দশায় সাহাবীদের মধ্যে যাঁরা তাফসীর চর্চায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখেন তাঁদের মধ্যে ‘আবদুল্লাহ ইবনু ‘আব্বাস (রাযিয়াল্লা-হু ‘আন্হুমা) অন্যতম। ‘আবদুল্লাহ ইবনু ‘আব্বাস (রাযিয়াল্লা-হু ‘আন্হুমা)-এর তাফসীরের সংকলন করা হয় তানবীরুল মিক্বয়াস মিন তাফসীরি ইবনু ‘আব্বাস গ্রন্থে। আলোচ্য প্রবন্ধে মুফাস্সীরদের শিরমণি ‘আবদুল্লাহ ইবনু ‘আব্বাস (রাযিয়াল্লা-হু ‘আন্হুমা)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী ও তাঁর অনবদ্য তাফসীরের রচনা পদ্ধতি, বৈশিষ্ট্য ও দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

নাম ও বংশ পরিচিতি : নাম ‘আবদুল্লাহ, উপনাম আবূল ‘আব্বাস, মাতা উম্মুল ফযল লুবাবাহ বিনতিল হারিস ইবনু হাযান আল-হিলায়্যাহ। পিতা ‘আব্বাস ইবনু ‘আবদিল মুত্তালিব ইবনু হিশাম ইবনে আবদে মানাফ আল-কুরাশী আল-হাশিমী। তাঁর এ বংশ পরম্পর মহানাবী (সাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সঙ্গে মিলিত হয়েছে। তিনি ছিলেন রাসূলের আপন চাচাতো ভাই এবং উম্মুল মু’মিনীন মায়মুনাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু ‘আন্হা)’র ভাগ্নে এবং একজন বিখ্যাত সাহাবী।[১০১]

জন্ম : ইবনু ‘আব্বাস (রাযিয়াল্লা-হু ‘আন্হুমা) হিজরতের তিন বছর মতান্তরে পাঁচ বছর পূর্বে মক্কার শিআবে আবী ত্বালিবে তাঁর জন্ম। জন্মের পর পিতা তাকে মহানাবীর কাছে নিয়ে আসেন। জন্মের পর তাঁর পিতা তাঁকে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে উপস্থিত করলে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর মুখের লালা ‘আবদুল্লাহ ইবনু ‘আব্বাস (রাযিয়াল্লা-হু ‘আন্হু)’র মুখে লাগিয়ে দু‘আ করেন,

اللّٰهُمَّ فقهه في الدين وعلمه التأويل.

হে আল্লাহ! তুমি তাঁকে (ইবনু ‘আব্বাস) দ্বীনের সঠিক জ্ঞান দান করো এবং তাবীল শিক্ষা দাও।

তাঁর এ দু‘আর বরকতে তিনি উত্তরকালে এ উম্মাতের শ্রেষ্ফ মুফাস্সিরে পরিণত হন। নাবী (সাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ইন্তেকালের সময় তাঁর বয়স ছিল মাত্র তের বছর।

মহানাবীর সাহচার্য : উম্মুল মু’মিনীন ‘আবদুল্লাহ খালা হওয়ায় অধিকাংশ সময় তিনি তাঁর কাছে কাটাতেন। মাত্র সাত বছর বয়স হতেই তিনি রাসূল (সাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সেবা ও খিদমতে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি নাবীজীর একান্ত সেবক ছিলেন। সফরে তিনি বাহনের পিছনে আরোহন করে তাঁর সফর সঙ্গী হতেন।

জ্ঞানার্জন : ছোটবেলা থেকেই ইবনু আব্বাসের (রাযিয়াল্লা-হু ‘আন্হুমা) মধ্যে জ্ঞানার্জনের অদম্য স্পৃহা পরিলক্ষিত হয়। তিনি মহানাবী (সাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর শিক্ষা ও কর্মের বাস্তব অবস্থা পর্যবেক্ষণ করার জন্য সব সময় তাঁর ঘরেই অবস্থান করতেন। তাঁর সাথে ঘনিষ্টভাবে মিশে কুরআন ও সুন্নাহর অমূল্য রত্ন ভাণ্ডার সম্যকভাবে উপলব্রি করার প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও প্রজ্ঞা অর্জন করতে সক্ষম হন। যদিও তিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাহচর্যে বেশী দিন থাকার সুযোগ পাননি। তারপরও যতদিন তিনি তাঁকে পান, ততদিন পর্যন্ত তিনি অনুসন্ধিৎসু মনোভাব নিয়ে তাঁর কাছ থেকে জ্ঞান আহরণের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ইন্তেকালের পর তাঁর জ্ঞান অন্বেষণের আগ্রহে ভাটা পড়েনি। অধির উৎসাহ ও প্রেরণার মাধমে তিনি জ্ঞান চর্চা অব্যাহত রাখেন।

আল-কুরআনের মর্ম জানার প্রতি তাঁর এত অনুরাগ ছিল যে, তিনি এ বিষয়ে তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রবীন সাহাবীদের দ্বারস্থ হতেন। তিনি একাধারে যুগের ফকীহ, মুফাসসিরগণের ইমাম, জ্ঞানের আধার ইত্যাকার উপাধিতে ভূষিত ছিলেন। তিনি তর্জুমানুল কুরআন হিসেবে আখ্যায়িত হন। জ্ঞান ও প্রজ্ঞায় তিনি ছিলেন মুহাম্মদীর কিংবদন্তী। অগাধ জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের জন্য তিনি হিবরুল উম্মাহ ও তারজামানুল কুরআন। এসব কারণেই তাঁকে রঈসুল মুফাসসিরীন ও সুলতানুল মুফাসসিরীন বলা হয়। তিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে ছায়ার মতো অনুসরণ করতেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ইন্তেকালের পর এ উম্মাতের মধ্যে আল-কুরআনের তাফসীরে একজন সুপণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। ‘আবদুল্লাহ (রাযিয়াল্লা-হু ‘আন্হু) ১১ বছর বয়সে পিতা ‘আব্বাস (রাযিয়াল্লা-হু ‘আন্হু) হিজরী ৮ম সনে স্বপরিবারে মাদীনায় হিজরত করেন।

★ প্রফেসর- ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

[১০১]. আল ইসাবা ফী তামীঈযিস সাহাবা- ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৪৮৪।

বিদ্যার্জনের ক্ষেত্রে কোন প্রকার কষ্ট ক্লেশ-অবসাদ তাঁকে পায়নি। কোন গ্লানি তাকে অবসন্ন করতে পারেনি। মহানাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ইন্তিকালের পর খুলাফায়ে রাশিদীনের যুগে তিনি তার জ্ঞান চর্চার এই ধারাকে অব্যাহত রাখেন। খিলাফতকালে মক্কার তাফসীর চর্চা কেন্দ্রের তিনি ছিলেন প্রধান পৃষ্ঠপোষক। তাফসীর অভিজ্ঞানে তাঁর পাণ্ডিত্য ও ব্যুৎপত্তি দেখে 'উমার (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু) তাঁকে আল-কুরআনের ভাষ্যকার উপাধিতে ভূষিত করেন। সাহাবীগণ তাঁর নিকট থেকে কুরআনের নিগুঢ় তত্ত্ব জেনে নিতেন। কুরআনের মর্ম সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য ও ভাষাসমূহ একত্রিত করে পরবর্তীতে কিছু সংকলনও প্রস্তুত করা হয়েছে। হাদীস গ্রন্থসমূহে তাঁর ১৬৬০টি হাদীস স্থান পেয়েছে। 'উমার (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু) তাঁর তাফসীরকে নির্ভরযোগ্য মনে করতেন। তাঁর বিদ্যা ও জ্ঞান চর্চায় তিনি ছিলেন মুগ্ধ। এজন্য তিনি মজলিসে শুরার গুরুত্বপূর্ণ অধিবেশনে তাঁকে আমন্ত্রণ জানাতেন।

প্রখ্যাত সাহাবীদের থেকে জ্ঞান : শিক্ষা অর্জনের ফলশ্রুতিতে 'আব্বাস (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু) একজন শ্রেষ্ফতম জ্ঞানীতে রূপান্তিত হন। এ কারণে দেখা যায় ফাতাওয়া ও তাফসীর শাস্ত্রের একচ্ছত্র আধিপত্য তাঁর হাতে ন্যাস্ত ছিল।[১০২]

প্রচণ্ড মেধা শক্তির অধিকারী হওয়ায় তার জ্ঞান ভাণ্ডার সমৃদ্ধ হতে সহজ হয়। বর্ণিত আছে আরব কবি 'উমার ইবনু আবী রাবি'আহ্ কর্তৃক রচিত কাসিদার ৮০ পংক্তি মাত্র একবার শুনে তিনি মুখস্ত করে ফেলে।

তাঁর শিক্ষকদের মধ্যে 'উমার (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু), উবাই ইবনু ক্বা'ব (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হুমা), 'আলী (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু), যায়েদ ইবনু সাবিত (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হুমা) উল্লেখযোগ্য। অনেক তাবেঈ তাঁর কাছ থেকে জ্ঞান আহরণ করতেন। তাঁদের মধ্যে প্রসিদ্ধ হলেন, সা'ঈদ ইবনু যুবায়ের (রাহিমাহুল্লা-হ), মুজাহিদ ইবনু জবর (রাহিমাহুল্লা-হ), তাউস ইবনু কায়সান (রাহিমাহুল্লা-হ), ইকরামা মাউলা ইবনু 'আব্বাস ও 'আত্বা ইবনু আবী রাবাহ্ (রাহিমাহুল্লা-হ)।

ইসলাম গ্রহণ: তাঁর মাতা লুবাবা বিনতে হারেস হিজরতের পূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করেছেন বিধায় 'আবদুল্লাহ আশৈশমুসলিম হিসেবে গণ্য করা হয়।

রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালন : 'আলী (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু)-এর শাসনামলে তিনি বসরার গভর্নর নিযুক্ত হয়েছিলেন। ৩৭ ও ৩৮ হিজরীতে সংঘটিত যথাক্রমে জঙ্গে জামাল ও জঙ্গে সিফফিনে সেনাপতির দায়িত্ব পালন করেন। সিফফীনের যুদ্ধ বন্ধের চুক্তিতে তিনি স্বাক্ষর করেন।

[১০২]. আত্ তাফসীর ওয়াল মুফাসসিরুন- ১ম খণ্ড, পৃ: ৭১।

হাদীস বর্ণনা : সর্বাধিক হাদীস বর্ণনাকারী ৬ জন সাহাবীর অন্যতম হলেন 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হুমা)। তিনি ১৬৬০টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। সহীহুল বুখারী ও সহীহ মুসলিম যৌথভাবে ৯৫টি, এককভাবে সহীহুল বুখারীতে ১২০টি এবং সহীহ মুসলিমে ৪৯টি হাদীস উল্লেখ রয়েছে।

দৈহিক গঠন ও চরিত্র : 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হুমা) ছিলেন সামান্য মোটা ও দীর্ঘকায়। চেহারা ছিল সুন্দর ও লাবন্যময় মাথায় ছিল যথেষ্ট চুল, যাতে তিনি মেহেদী লাগাতেন।[১০৩]

তার পিতা ছিলেন তার চেয়েও লম্বা এবং দাদা ছিলেন তার পিতার চেয়েও লম্বা, 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হুমা) ছিলেন অত্যন্ত ধৈর্য্যশীল ও জ্ঞানী। তিনি স্বচক্ষে দু'বার জিব্‌রা-ঈল ('আলাইহিস্ সালাম)-কে দেখেছেন।

গুণাবলি : তিনি ছিলেন উম্মাতের শ্রেষ্ফ ব্যক্তি এবং একজন বিখ্যাত পণ্ডিত, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও ফিকাহ শাস্ত্রে তিনি অগাধ পাণ্ডিত্বের স্বাক্ষর রেখে গেছেন। তাঁর নিকট থেকে খলিফা 'উমার ও 'উসমান (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হুমা) পরামর্শ নিতেন। তাঁর সম্পর্কে 'উমার (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু) বলতেন– هو فتى الكهول (তিনি বয়সে নবীন আর জ্ঞানে প্রবীণ)। তিনি ছিলেন রঈসুল মুফাস্সিরীন। তাঁর লিখিত তফসীরগ্রন্থ "তাফসীরে ইবনু 'আব্বাস" জগদ্বিখ্যাত।

জিবরাঈলের দর্শন : তিনি স্বচক্ষে জিব্‌রা-ঈল ('আলাইহিস্ সালাম) দুইবার দেখেছেন।

'আত্বা ইবনু ইয়াসার বলেন : 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হুমা)-এর কাছে কিছু লোক আসত কবিতা সম্পর্কে জানতে, কেউ কেউ বংশলতা সম্পর্কে, কেউ যুদ্ধ বিগ্রহ, ফিকহ তাফসীর ও তা'বীল ইত্যাদির জ্ঞান সম্পর্কে জানতে তিনি সকল ব্যাপারে অকাতরে তাদের মাঝে জ্ঞান বিতরণ বিনিময়ে তাদের কাছ হতে কিছুই গ্রহণ করতেন না।[১০৪]

বিভিন্ন দায়িত্ব পালন : ইবনু 'আব্বাস রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডে যথেষ্ফ অবদান রাখেন। তৃতীয় খলীফা 'উসমান (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু)-এর যুগে মিশরের গর্ভনর 'আবদুল্লাহ ইবনু আবী সারাহর নেতৃত্বে আফ্রিকায় অভিযানের সময় মুসলিম পক্ষের দূত হিসেবে আফ্রিকার বাদশাহ জারজিসের সাথে আলোচনা করেন। বাদশাহ তার প্রখম মেধা ও বুদ্ধিমত্তা দেখে মন্তব্য করেন; আমার ধারণা আপনি আরবদের একজন মহাজ্ঞানী ব্যক্তি।[১০৫]

[১০৩]. আসমাউর রিজাল- পৃ: ৮৪।
[১০৪]. মাবাহিস ফী উলুমিল কুরআন- পৃ: ৩৮২।
[১০৫]. আসহাবে রাসূলের জীবন কথা- ১ম খণ্ড, পৃ: ১৩৩।

হিজরী ৩৫ সনে ইবনু 'আব্বাস আমিরুল মু'মিনীন 'উসমান (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু) গৃহবন্দী অবস্থায় খলীফা কর্তৃক আমিরুল হাজ্জ নিযুক্ম হন। তিনি 'আলীর খিলাফতকালে বসরার শাসনকর্তা নিযুক্ম হয়েও বিভিন্ন যুদ্ধে অংশ নেন। তিনি বসরার সাথে ইরানের গভর্নর নিযুক্ম হলে তথাকার খারেজী বিদ্রোহ দমন করেন।

'আলী ও মু'আবিয়াহ্ (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হুমা)-এর সংঘাতের সময় 'আলী (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু)-এর পক্ষ ত্যাগকারী কিছু লোকদের ফিরিয়ে আনার জন্য 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস দায়িত্ব প্রাপ্ত হন। তিনি খারিজীদের সাথে জ্ঞানগর্ভ আলোচনায় তাঁর বলিষ্ফ যুক্মিকে তারা অকুণ্ঠ চিত্তে মেনে নিলে বিশ হাজার লোক পুনরায় 'আলী (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু)-এর দলে যোগ দেয়। অবশিষ্ট চার হাজার 'আলীর বিরোধিতায় হটকারী সিদ্ধান্তে অটল থাকে।[১০৬]

তিনি 'আলীর খিলাফতকালে বসরার শাসনকর্তা নিযুক্ম হয়েও বিভিন্ন যুদ্ধে অংশ নেন। তিনি খারিজীদের সাথে 'আলীর নাহরাওয়ান্দে যুদ্ধে ৭ হাজার সৈন্যসহ 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস যোগদান করেন। হাসান (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু) খিলাফতকালে তিনি সেনাপতি ছিলেন। তিনি খিলাফতের দাবীদার ইমাম হাসান ও মু'আবিয়াহ্ (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হুমা)'র মধ্যে বিরাজমান মনোমালিন্যও মীমাংসা করেন। মু'আবিয়াহ্ (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু)-ও তাঁকে যথাযথ সম্মান করেতেন।

মাদরাসা প্রতিষ্ঠা : ইসলামী রাষ্ট্রের বিস্তৃতি ঘটলে 'আব্বাস মক্কাতে প্রতিষ্ঠা করেন মাদরাসায়ে ইবনু 'আব্বাস। নিজের জীবনে বাস্তবায়ন করেননি এমন কোন উপদেশ তিনি কখনো কাউকে দেননি। ইবনু 'আব্বাসের এ শিক্ষাকেন্দ্রে হাজার হাজার শিক্ষার্থী আগমন করে আল-কুরআনের তাফসীর শিক্ষা করতেন। এই মাদরাসার ছাত্ররা সা'ঈদ ইবনু যুবাইর, মুজাহিত, ইকরিমা, তাউস ইবনু কায়সান, 'আত্বা ইবনু আবী রাবি'আহ্ দাহহাক আল ইয়ামানী।[১০৭]

রচনাবলী : তিনি বহু গ্রন্থ রচনা করেন। এর মধ্যে–

১. তানবীরুল মিক্বয়াস মিন তাফসীরি ইবনু 'আব্বাস (تنوير المقياس من تفسير ابن عباس)।
২. আল ক্বামুসূল মুহীত্ব (القاموس المحيط)।
৩. বাসাইরু যাওয়িত তামীয ফী লাতাইফিল কিতাবিল 'আযীয (بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز)।
৪. আল-বালাগাতু ফী তারাজিমি আয়িম্মাতিন নাহভি ওয়াল লুগাত (البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة)।

[১০৬]. আসহাবে রাসূলের জীবন কথা- ১ম খণ্ড, পৃ: ১৩৫।
[১০৭]. মাবাহিস ফী উলুমিল কুরআন- পৃ: ৩৩৮-৩৩৯।

ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু) ও তাঁর তাফসীর সম্পর্কে বিভিন্ন মনীষীর দৃষ্টিভঙ্গী :

১. 'আলী (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু) ইবনু 'আব্বাসের তাফসীর সম্পর্কে প্রশংসা করে বলেন,

كأنما ينظر إلى الغيب من سِتر رقيق.

"তিনি যেন পর্দার আড়াল থেকে অদৃশ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখতেন।"

২. ইবনু মাস'ঊদ (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু) বলেন,

نِعْمَ ترجمان القرآن ابن عباس.

"তিনি কুরআনের সর্বশেষ ভাষ্যকার।"

৩. ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু) বলেন,

ابن عباس أعلم أُمَّة محمد بما نزل على محمد.

মুহাম্মদ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর উপর যা কিছু অবতীর্ণ হয়েছে সে সম্পর্কে ইবনু 'আব্বাস এ উম্মাতের মধ্যে সর্বাপেক্ষা জ্ঞানী।

৪. হিসাম ইবনু উরওয়া, তাঁর পিতা উরওয়াকে, 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হুমা)-এর জ্ঞানের গভীরতা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে, তিনি বলেন, তাঁর তুল্য জ্ঞানী লোক আমার নজরে পড়েনি।[১০৮]

৫. 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হুমা)-এর ছাত্র মুজাহিদ বলেন, 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হুমা) যখন পবিত্র কুরআনের তাফসীর করতেন তার উপর নূর প্রজ্জ্বলিত হত। 'আলী (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু) বলেন, তাফসীর করার সময় মনে হয় যে, 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হুমা) একটি স্বচ্ছ পর্দার আড়াল হতে আদৃশ্য বস্তুসমূহ প্রত্যক্ষ করেন।[১০৯]

৬. মু'আবিয়াহ্ (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু) ইকরামাকে উদ্দেশ্য করে বলেন : জীবিত ও মৃত উম্মাতে মুহাম্মীর মাঝে তোমার মনিব সর্বশ্রেষ্ফ ফকীহ।[১১০]

৭. 'আবদুল্লাহ ইবনু মুলাইকা নামক এক রাবী বলেন, একদা আমি মক্কায় ইবনু 'আব্বাসের সফরসঙ্গী ছিলাম। কোথাও বিশ্রামের জন্য তাবু খাটানো হলে তিনি রাতের একটি অংশ নামাযের মধ্যে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাটাতেন। অন্য এক রাতে তাঁকে একাগ্রচিত্তে কুরআনের আয়াত– ﴿وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَٰلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ﴾ "মৃত্যু যন্ত্রণা নিশ্চিতই আসবে এ থেকেই তুমি টাল-বাহানা করছ" পাঠ করতে শুনেছি।

[১০৮]. সহীহুল বুখারী- কিতাবুব তাফসীর।
[১০৯]. মানহিজুল মুফাস্সিরুন- ১ম খণ্ড, পৃ: ৬৪।
[১১০]. প্রাগুক্ম- পৃ: ৬৪-৬৫।

দায়িরায়ে মাআরিফে ইসলামীয়া গ্রন্থে ড. হুসাইন আয-যাহাবীর বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়ে ইবনু 'আব্বাসের জ্ঞান ও মর্যাদার উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত হওয়ার পাঁচটি কারণ উল্লেখ করেন–

১. রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর জন্য দু'আ করেন।

২. রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পরিবার থেকে প্রশিক্ষণ পেয়েছিলেন।

৩. তিনি বড় বড় সাহাবীদের সাহচর্য লাভ করেন।

৪. তিনি ইজতিহাদের যোগ্যতা লাভ করেন এবং

৫. তাঁর প্রখর মুখস্থ শক্তি ছিল।

৮. তাঁর সম্পর্কে 'উমার (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু) প্রায়ই বলতেন, (هو فتى الكهول) "বয়সে তরুণ, জ্ঞানে প্রবীণ"; (له لسان سؤل وقلب عقول) "তিনি জিজ্ঞাসু রসনা ও বুদ্ধিদীপ্তমনের অধিকারী।

তিনি আরো বলতেন, (أفقهم فى كتاب الله عز) "তাফসীর অভিজ্ঞানে তিনি অসাধারণ পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন। যেমন- এক ব্যক্তি ইবনু 'উমারের নিকট এসে মহান আল্লাহর বাণী :

﴿أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا﴾

"নিশ্চয়ই আসমান ও যমীন একত্রিত অবস্থায় ছিল। অতঃপর আমি উভয়কে পৃথক করে দিয়েছি।"[১১১]

এতে উল্লেখিত رَتْقً ও فَفَتَق শব্দের ব্যাখ্যা জানতে চাইলেন। তিনি বললেন, ইবনু 'আব্বাসের নিকট যাও। লোকটি ইবনু 'আব্বাসের নিকট গিয়ে আয়াতটি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, আসমান ও যমীন একত্রিত থাকার অর্থ হলো– আসমান বৃষ্টি বর্ষণ করত না, আর যমীনের শস্য উৎপাদনের ক্ষমতা ছিল না। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা আসমানকে বৃষ্টি বর্ষণের ক্ষমতা এবং যমীনকে শস্য উৎপাদনের উপযোগী করে দিয়ে উভয়কে বন্ধাত্ব থেকে মুক্ত করে দিলেন। رَتْقً এবং فَفَتَق দ্বারা এ রহস্যের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। ইবনু 'আব্বাসের মুখ থেকে এ সুক্ষ্ম ব্যাখ্যা শুনে লোকটি বিস্মিত হন এবং ইবনু 'উমারকে এ ব্যাখ্যাটি জানিয়ে দেন। ইবনু 'উমার শুনে বললেন, আমি জানি আল্লাহ তা'আলা তাঁকে বিশেষ জ্ঞান দান ও অনুগ্রহ দান করেন।

[১১১] সূরা আল আম্বিয়া- ২১ : ৩০।

৯. মুজাহিদ (রাহিমাহুল্লা-হ) বলেন,

إنه إذا فسَّرَ الشئ رأيت عليه النور.

"যখন তিনি কুরআনের কোন আয়াতের তাফসীর করতেন, তখন তাঁর মুখমণ্ডলে জ্যোতি উদ্ভাসিত হত।"

১০. বিশিষ্ট তাবিঈ তাউস ইবনু কায়সান বয়োজেষ্ঠ্য সাহাবীগণের পরিবর্তে অল্প বয়সের ইবনু 'আব্বাসকে শিক্ষক হিসেবে গ্রহণের কারণ জিজ্ঞাসিত হলে তিনি উত্তরে বলেন,

إنى رأيت سبعين رجلاً من أصحاب رسول الله ﷺ إذا تدارءوا فى أمرٍ صاروا إلى قول ابن عباس.

আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সত্তরজন সাহাবীকে কোন না কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে ইবনু 'আব্বাসের সিদ্ধান্তের প্রতি প্রত্যাবর্তন করতে দেখেছি।

ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু) আল-কুরআনের তাফসীরের ক্ষেত্রে প্রথমে আয়াত তারপর হাদীস এরপর কুরআন সুন্নাহ সমর্থিত ইজতিহাদ, অথবা আহলে কিতাবদের বর্ণনা, এরপর আরবদের রীতিনীতি এবং তাদের প্রচলিত বাগধারা প্রবচনেরও সাহায্য নিতেন। তার বর্ণিত অধিকাংশ তাফসীর শব্দগত বিশ্লেষণের নিরিখে বর্ণিত হয়েছে। 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হুমা) কুরআনের দুর্বোধ্য অর্থ পরিস্কার করার জন্য জাহেলী কবিদের কবিতার প্রতি অনেকাংশে নির্ভর করতেন।

'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হুমা) বলেন :

إذا قرأتم شيئاً من كتاب الله تعالى فلم تعرفوه فاطلبوه في أشعار العرب فإن الشعر ديوان العرب.

যখন তোমরা মহান আল্লাহর কিতাবের কোন কিছু বুঝতে না পার তখন তার অর্থ আরবদের কবিতায় খোঁজ করো কেননা কবিতা আরবদের জীবন-দর্পন।[১১২]

ইন্তিকাল : ৭১ বছর বয়সে হিজরী ৬৮ সালে 'আবদুল্লাহ ইবনু যুবাইর-এর খেলাফতকালে তায়েফ নগরে ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু) ইন্তিকাল করেন। মুহাম্মদ ইবনুল হানাফিয়াহ (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হুমা) তার জানাযা নামাযের ইমামতী করেন। তায়েফ নগরে মাসজিদে ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু) নামক বিশাল মাসজিদটি আজও স্মৃতি বহণ করে চলছে। এ মাসজিদের পিছনেই এক পাশে এ মহান জ্ঞান সাধক সাহাবীর কবর।[১১৩] ###

[১১২] আল ইতকান- ১ম খণ্ড, পৃ: ১১৯৭।

[১১৩]. আসহাবে রাসূলের জীবন কথা- ১ম খণ্ড, পৃ: ১৩৯।

قصص الحديث \ Kvmvmj nv`xm

ক্বা'ব ইবনু মালিক (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হুমা)-এর তাওবাহ্ কবুলের ঘটনা

–গিয়াসুদ্দীন বিন আব্দুল মালেক★

'আবদুর রহমান ইবনু 'আবদুল্লাহ (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হুমা) ইবনু ক্বা'ব ইবনু মালিক (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হুমা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ক্বা'ব ইবনু মালিক (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হুমা) অন্ধ হয়ে যাওয়ার পর তাঁর ছেলে 'আবদুল্লাহ ইবনু ক্বা'ব তাঁকে ধরে ধরে নিয়ে যেতেন। তিনি ('আবদুল্লাহ) বলেন, আমি ক্বা'ব ইবনু মালিক (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হুমা)-কে তাঁর তাবূক যুদ্ধে অনুপস্থিতির ঘটনা বর্ণনা করতে শুনেছি। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যতগুলো যুদ্ধ করেছেন, এর মধ্যে তাবূক ও বদর ছাড়া আর কোনটাতেই আমি অনুপস্থিত থাকিনি। তবে বদর যুদ্ধে যারা পেছনে থেকে গিয়েছিলেন, তাদের কারোর উপর মহান আল্লাহর আক্রোশ পতিত হয়নি। বদর যুদ্ধে মূলতঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর উদ্দেশ্য ছিল কুরাইশ কাফিলার পশ্চাদ্ধাবন করা (যুদ্ধের উদ্দেশ্য নয়)। তবে হঠাৎ আল্লাহ তা'আলা মুসলিমদেরকে তাদের শত্রুর মুখোমুখি করে দিলেন কোন ধরনের ঘোষণা ছাড়াই। আর লাইলাতুল আকাবায় আকাবার রাতে আমি রাসূল (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে উপস্থিত ছিলাম। তিনি ইসলামের উপর সুদৃঢ়ভাবে অটল থাকার জন্য আমাদের কাছ থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করেন। যদিও বদর যুদ্ধ লোকদের কাছে বহুল আলোচিত, তবুও আকাবার রাত আমার কাছে অধিক প্রিয়। আর তাবূক যুদ্ধে পিছিয়ে থাকার কারণস্বরূপ বলা যায়, এ যুদ্ধের সময় আমি (অন্য সময়ের চেয়ে) বেশি শক্তিশালী ও সচ্ছল অবস্থায় ছিলাম। আল্লাহর কসম! ইতোঃপূর্বে আমার কাছে কখনো এক সাথে দু'টি সওয়ারী ছিল না। অথচ এ যুদ্ধের প্রাক্কালে আমি দু'টি সওয়ারীর মালিক হয়ে ছিলাম। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিয়ম ছিল, যখনই তিনি কোন যুদ্ধের সংকল্প করতেন, কখনো পরিস্কারভাবে স্থান, এলাকা ও কোন নিদর্শন জানাতেন না (বরং কিছু অস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থক শব্দ বলে দিতেন), কিন্তু এ যুদ্ধের সময় ভীষণ গরম ছিল। পথ ছিল সুদীর্ঘ। আর স্থানটি ছিল পানি, গাছ-পালা ও লতা-পাতা শূন্য। শত্রুর সংখ্যা ছিল অনেক বেশি। কাজেই রাসূল (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এ যুদ্ধ সম্পর্কে মুসলিমদেরকে সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দিলেন, যাতে তারা ভালভাবে প্রস্তুতি নিতে পারে। এ যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে বিপুল সংখ্যক মুসলিম সেনা ছিলেন। তবে কোন কিতাব অথবা রেজিষ্ট্রার খাতা ছিল না, যাতে সবার নাম লিপিবদ্ধ থাকত। ক্বা'ব (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু) বলেন, এ যুদ্ধ থেকে অনুপস্থিত থাকার ইচ্ছা পোষণ করত এমন একটি লোকও ছিল না। তবে সাথে সাথে তারা এও মনে করত, কেউ যদি এ যুদ্ধে অনুপস্থিত থেকে যায়, তাহলে মহান আল্লাহর ওয়াহী না আসা পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জানতে পারবেন না। এ যুদ্ধের প্রস্তুতি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এমন এক সময় শুরু করেন, যখন ফল পেকে গিয়েছিল এবং ছায়ায় বসা আরামদায়ক মনে হত। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এবং তাঁর সাথে মুসলিমগণ সবাই জোরেশোরে যুদ্ধের প্রস্তুতি চালাচ্ছিলেন। অন্যদিকে আমি প্রতিদিন সকালে তাদের সাথে প্রস্তুতি নেয়ার কথা চিন্তা করতাম। সারাদিন চলে যেত, কিন্তু কিছুই করতাম না। আমি মনে মনে বলতাম, আমি তো যে কোন সময় প্রস্তুত হবার ক্ষমতা রাখি। কাজেই এত তাড়াহুড়া কিসের? এভাবে দিন অতিবাহিত হয়ে চললো। একদিন সকালে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মুসলিমদেরকে নিয়ে রওয়ানা দিলেন। অথচ তখনো কোন প্রকার প্রস্তুতি আমি নেইনি। আমি বললাম, আমি এই তো দু'এক দিনের মধ্যে প্রস্তুতি নিয়ে পথিমধ্যে তাঁদেরকে ধরে ফেলব। তাই তাঁদের রওয়ানা হয়ে যাবার পর দিন সকালে আমি যুদ্ধে যাবার প্রস্তুতি নিতে চাইলাম, কিন্তু দিন চলে গেল, আমি প্রস্তুতি নিতে পারলাম না। দিনের পর দিন আমার এ অবস্থা চলতে থাকল। এখন তো সবাই অনেক দূরে চলে গেছে। আমি কতবার ইচ্ছা করলাম, বের হয়ে আমি তাঁদেরকে ধরে ফেলি। আহা! যদি এমনটি করে ফেলতাম, তাহলে কতই না ভাল হত, কিন্তু তা আমার ভাগ্যে ছিল না। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর চলে যাবার পর আমি যখন শহরের লোকদের মাঝে বের হতাম, তখন পথে-ঘাটে কেবল মুনাফিক্বদেরকে, অথবা দুর্বল হবার কারণে আল্লাহ তা'আলা যাদেরকে মাযুর বা অক্ষম করে দিয়েছেন তাদেরকে দেখতে পেতাম। এদের ছাড়া আর কাউকে আমি পথে-ঘাটে দেখতাম না। তখন আমার মনে ভীষণ দুঃখ হত। এ দিকে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পথে কোথাও আমার কথা জিজ্ঞেস করলেন না। তবে তাবূকে

★ লেখক, জেলা : বগুড়া।

পৌঁছে যখন সবাইকে নিয়ে বসলেন, তখন আমার কথা জিজ্ঞেস করেন যে, কা'ব ইবনু মালিকের কি হলো? বানী সালামার জনৈক ব্যক্তি ('আবদুল্লাহ ইবনু আনাস) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! নিজের সৌন্দর্যের প্রতি মোহ ও অহংকার তাকে আটকে দিয়েছে। মু'আয ইবনু জাবাল (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হুমা) বললেন, তুমি তো ভাল কথা বললে না। আল্লাহর কসম! আমরা তাঁর ব্যাপারে ভাল ছাড়া আর কিছুই জানি না। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) চুপ করে রইলেন। কা'ব ইবনু মালিক (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হুমা) বলেন, যখন আমি জানতে পারলাম, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাবূক যুদ্ধ হতে (বিজয়ীবেশে) ফিরে আসছেন। তখন আমি মনে মনে চিন্তা করতে লাগলাম, এমন কোন মিথ্যা বাহানা করা যায় কিনা, যাতে আমি তাঁর ক্রোধ থেকে বাঁচতে পারি। এ উদ্দেশ্যে আমি পরিবারের বুদ্ধিমান লোকদের পরামর্শ চাইলাম, কিন্তু যখন শুনলাম, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মাদীনার একেবারে নিকটে এসে গেছেন, তখন আমার মন থেকে মিথ্যা বাহানাবাজি করার চিন্তা-ভাবনা একেবারে উড়ে গেল। আমি বিশ্বাস করলাম, মিথ্যা বাহানাবাজি আমাকে তাঁর ক্রোধ থেকে বাঁচাতে পারবে না। কাজেই আমি সত্য কথা বলতে মনস্থ করলাম। এ সময় (রামাযান মাস) একদিন সকালে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মাদীনায় পৌঁছে গেলেন। এদিকে তাঁর নিয়ম ছিল, যখনই তিনি কোন সফর থেকে ফিরে আসতেন, প্রথমে মাসজিদে নাব্বীতে যেতেন। সেখানে দু'রাক'আত নামায পড়তেন, তারপর লোকদের সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য বসে যেতেন। যখন তিনি মাসজিদে উপস্থিত হয়ে নামায শেষে বসে গেলেন, তখন তাবূক' যুদ্ধ থেকে পিছিয়ে থাকা লোকেরা আসতে লাগল, নিজেদের ওযর আপত্তি পেশ করতে লাগল আর কসম খেতে লাগল। এদের সংখ্যা ছিল আশির কিছু বেশি। রাসূল (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাদের ওযর-আপত্তি কবুল করে তাদের কাছ থেকে পুনর্বার বাই'আতও নিলেন। তাদের জন্য মাগফিরাতের দু'আও করলেন এবং তাদের মনের গোপন বিষয় মহান আল্লাহর হাতে সোপর্দ করলেন। কা'ব বলেন, এ সময় আমি তাঁর কাছে আসলাম। আমি সালাম দিতেই মুচকি হেসে তিনি জবাব দিলেন (এমন মুচ্কি হাসি যাতে ক্রোধ মিশ্রিত ছিল)। তারপর বললেন, আসো! আসো! আমি গিয়ে তাঁর সামনে বসে পড়লাম। তিনি আমাকে প্রশ্ন করলেন, তোমাকে কিসে পিছনে আটকে রেখেছিল? তুমি না সওয়ারী কিনেছিলে? আমি জবাবে বললাম, আমি অবশ্য সওয়ারী কিনেছিলাম। তবে আল্লাহর শপথ! যদি আমি আপনার ছাড়া দুনিয়ার অন্য কোন লোকের সামনে বসতাম, তাহলে তার ক্রোধ থেকে বাঁচার জন্য কোন মিথ্যা ওযর-আপত্তি পেশ করে চলে যেতাম। কারণ, কথা বলার ব্যাপারে আমি কম পারদর্শী নই, কিন্তু আল্লাহর কসম! আমি জানি, আজ যদি আমি মিথ্যা বলে আপনাকে খুশি করে যাই, তাহলে কাল আল্লাহ তা'আলা আপনাকে আমার উপর অসন্তুষ্ট করে দিবেন। আর আজ যদি আমি আপনার সামনে সত্য কথা বলে যাই, তাতে আপনি অসন্তুষ্ট হলেও, মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে ক্ষমা লাভের আশা আছে। তাই আমি সত্য কথা বলছি। আল্লাহর কসম! পিছিয়ে থাকার ব্যাপারে আমার কোন ওযর-আপত্তি ছিল না। আল্লাহর কসম! আমি যখন আপনাদের থেকে পিছনে থেকে যাই, তখনকার মতো আর কোন সময় আমি ততটা শক্তি-সামর্থ্যের অধিকারী ছিলাম না। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, কা'ব সত্য কথাই বলেছে। ঠিক আছে, এখন চলে যাও। দেখো, আল্লাহ তা'আলা তোমার ব্যাপারে কি ফায়সালা দেন। কা'ব বলেন, আমি উঠে পড়লাম। বানী সালামার লোকেরাও আমার সাথে সাথে চলে আসল। তারা আমাকে বলল, আল্লাহর কসম! আমরা তো এ পর্যন্ত তোমার কোন গুনাহের কথা জানি না। পিছনে থেকে যাওয়া অপরাপর লোকদের মতো তুমিও রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে একটা বাহানা উপস্থাপন করতে পারলে না? তারপর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ইস্তিগফার তোমার গুনাহের জন্য যথেষ্ট হত। আল্লাহর কসম! তারা বার বার আমাকে দোষারোপ করতে থাকল। এমন কি এক পর্যায়ে আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে ফিরে আসতে এবং আমার প্রথম কথা মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে মনস্থ করলাম। তারপর আমি তাদেরকে বললাম, আচ্ছা! আমার মতো ভুল স্বীকার করেছে, এমন আর কাউকে কি তোমরা সেখানে দেখেছ? তারা জবাব দিল, হ্যাঁ! দু'জন লোককে আমরা দেখেছি, তারাও তোমার মতোই বলেছে। আর তাদেরকেও ঠিক সে কথাই বলা হয়েছে, যা তোমাকে বলা হয়েছে। আমি তাদেরকে জিজ্ঞেস করলাম, আচ্ছা তারা কারা? তারা জবাব দিলেন, তারা দু'জন হচ্ছেন মুর্রাহ্ ইবনু রাবী 'আল আমারী এবং হিলাল ইবনু উমাইয়াহ্ আল ওয়াকিফী। তারা আমার কাছে এমন দু'জন লোকের কথা বলল, যারা ছিলেন সৎ এবং বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী ও আদর্শবান ব্যক্তি। তাদের দু'জনের কথা যখন তারা আমাকে শুনাল (তখন

আমি মনে মনে স্বস্তি অনুভব করলাম), তারপর আমি চলতে শুরু করলাম।

এদিকে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাবূক যুদ্ধে পিছনে থেকে যাওয়া আমাদের এ তিনজনের সাথে কথা-বার্তা বলা সকল মুসলিমের জন্য নিষিদ্ধ ঘোষণা করে দিলেন। কাজেই লোকেরা আমাদেরকে এড়িয়ে চলতে লাগল। মনে হচ্ছে তারা যেন আমাদেরকে একেবারেই চিনেন না। অবশেষে আমার এমন মনে হতে লাগল, যেন দুনিয়ার সবকিছু বদলে গেছে। এভাবে আমাদের উপর দিয়ে পঞ্চাশটি রাত গড়িয়ে গেল। আমার অন্য ভাই দু'টি তো ঘরে বসে গেলেন এবং কান্নাকাটি করতে লাগলেন। তবে আমি ছিলাম যৌবনদৃপ্ত ও সাহসী। তাই আমি বাইরে বের হতে থাকলাম। মুসলিমদের সাথে নামাযে যোগ দিতাম। বাজারে ঘুরাফেরা করতাম, কিন্তু কেউ আমার সাথে কথা বলতেন না। আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে আসতাম। তিনি নামাযের পর মাজলিসে বসতেন। আমি তাঁকে সালাম দিতাম। আমি মনে মনে বলতাম, আমার সালামের জবাবে তাঁর ঠোঁট মুবারক নড়ল কি নড়ল না। তারপর আমি তাঁর কাছে দাঁড়িয়ে নামায পড়তাম। আমি বাঁকা দৃষ্টিতে লুকিয়ে লুকিয়ে তাঁকে দেখতাম। আমি দেখতাম, যখন আমি নামাযে নিমগ্ন থাকি তখন তিনি আমার দিকে তাকিয়ে থাকেন। আমি যখন তাঁর দিকে দৃষ্টিপাত করি, তখন তিনি মুখ ফিরিয়ে নেন। এ অবস্থায় দীর্ঘদিন চলে গেল। এভাবে লোকদের বিমুখতা আমাকে দিশেহারা করে তুলল। তাই একদিন আমার চাচাত ভাই আবূ ক্বাতাদার বাগানের দেয়াল টপকে তার কাছে আসলাম। সে ছিল আমার কাছে সবচেয়ে বেশি প্রিয়। আমি তাকে সালাম দিলাম, কিন্তু আল্লাহর কসম! সে আমার সালামের জবাব দিলো না। আমি তাকে বললাম, হে আবূ ক্বাতাদাহ্! মহান আল্লাহর দোহাই দিয়ে আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করি, তুমি কি জান না, আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালবাসি? সে চুপ করে থাকল। আমি আবার আল্লাহর নামে কসম খেয়ে তাকে এ প্রশ্ন করলাম। এবারও সে চুপ থাকল। আমি আবারো তাকে আল্লাহর নামে কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম। এবার সে জবাব দিলো, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। এ সময় আমি আর নিজেকে সামলাতে পারলাম না। আমার দু'চোখ থেকে ঝরঝর করে পানি পড়তে থাকল। আমি দেয়াল টপকে ফিরে এলাম। এ সময় একদিন আমি মাদীনার বাজারে হাঁটছিলাম। সিরিয়ার জনৈক খ্রিস্টান কৃষক মাদীনার বাজারে খাদ্যশস্য বিক্রয় করতে এসেছিল। সে লোকদেরকে জিজ্ঞেস করছিল, কে আমাকে ক্বা'ব ইবনু মালিকের ঠিকানা বলে দিতে পারবে। লোকেরা তাকে ইশারা করে আমাকে দেখিয়ে দিলো। সে আমার কাছে এসে গাস্সানের রাজার একখানা চিঠি দিলো। চিঠিতে রাজা লিখেছে, আমি জানতে পেরেছি, আপনার নেতা আপনার উপর নির্যাতন চালাচ্ছেন। অথচ আল্লাহ তা'আলা আপনাকে লাঞ্ছনা ও অবমাননাকর অবস্থায় রাখেননি। আপনি আমার এখানে চলে আসুন! আমরা আপনাকে মর্যাদা ও আরামের সাথে রাখব। চিঠিখানা পড়ে আমি মনে মনে বললাম, এটা আর এক পরীক্ষা। কাজেই পত্রখানা আমি তন্দুরের আগুনে নিক্ষেপ করে জ্বালিয়ে দিলাম। এভাবে পঞ্চাশ দিনের চল্লিশ দিন অতিবাহিত হয়ে গেল। এ সময় রাসূল (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর বার্তাবাহক আমার কাছে এসে বললেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তোমাকে স্ত্রী থেকেও পৃথক হয়ে যাবার আদেশ করেছেন। আমি বললাম, আমি কি তাকে ত্বালা-ক্ব দিব না আর কিছু? তিনি বললেন, না, তুমি তাকে ত্বালা-ক্ব দিবে না। তবে তার থেকে আলাদা থাকবে। এদিকে আমার অন্য দু'জন সাথীর কাছেও এ মর্মে বার্তাবাহক পাঠানো হয়। আমি আমার স্ত্রীকে বললাম, তুমি নিজের আত্মীয়দের কাছে চলে যাও। আল্লাহ তা'আলা আমার ব্যাপারে কোন ফায়সালা না দেয়া পর্যন্ত তাদের সাথে অবস্থান কর। ক্বা'ব বলেন, হিলাল ইবনু 'উমাইয়ার স্ত্রী (এ খবর পাওয়ার পর) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে এসে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! হিলাল ইবনু উমাইয়াহ্ অতি বৃদ্ধ হয়ে পড়েছে। তার কোন খাদিম নেই। যদি আমি তার খিদমাত করি, তার কাজে সহায়তা করি, তাহলে কি আপনি তা অপছন্দ করবেন? তিনি জবাব দিলেন, না। তবে সে যেন তোমার কাছে না আসে। হিলাল ইবনু উমাইয়ার স্ত্রী বললেন, আল্লাহর কসম! তার মধ্যে এ ধরনের কোন আকাঙ্ক্ষা-আকর্ষণ নেই। বরং যেদিন থেকে এ ঘটনা ঘটেছে, সেদিন থেকে সে কেঁদেই চলেছে, আজও কাঁদছে। ক্বা'ব বলেন, আমাকেও আমার পরিবারের কেউ কেউ বলল, তুমি রাসূল (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে যাও, অনুমতি নিয়ে আসো, যাতে তোমার স্ত্রী তোমার খিদমাত করতে পারে, যেমন- হিলাল ইবনু উমাইয়ার স্ত্রী স্বামীর খিদমাতের অনুমতি নিয়ে এসেছে। আমি বললাম, আল্লাহর কসম! আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছ থেকে কোন অনুমতি আনতে যাব না। জানি না, আমি যখন এ ব্যাপারে অনুমতি চাইব, তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কি বলবেন, কারণ

আমি একজন যুবক। এভাবে আরো দশ রাত গড়িয়ে গেল। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাদের কথাবার্তা বন্ধ করে দেবার পর পঞ্চাশতম রাতও অতিক্রম করে সকালে ফজরের নামায আদায় করলাম। নামাযের পর ঘরের সামনে বসে ছিলাম। আমার মনের অবস্থা ছিল অত্যন্ত করুণ। মনে হচ্ছিল, জীবন ধারণ আমার জন্য দুঃসাধ্য হয়ে পড়েছে। পৃথিবী যেন তার সমস্ত বিস্তির্ণতা ও প্রশস্ততা সত্ত্বেও আমার জন্য অত্যন্ত সংকীর্ণ হয়ে পড়েছে। এমন সময় আমি সাল্আ পাহাড়ের উপর থেকে একটা আওয়াজ শুনতে পেলাম। কে একজন যেন খুব জোরে চীৎকার করে বলছেন– হে কা'ব ইবনু মালিক! সুসংবাদ গ্রহণ করো। কা'ব বলেন, আমি তখনই মহান আল্লাহর দরবারে সাজদাবনত হলাম। আমি বুঝতে পারলাম, এবার আমার সংকট কেটে গেছে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ফজরের নামাযের পর ঘোষণা করে দিয়েছিলেন, আল্লাহ তা'আলা আমাদের তাওবাহ্ কবুল করেছেন। কাজেই লোকেরা মুবারকবাদ দেয়ার জন্য আমার কাছে আসতে লাগল। একইভাবে আমার অন্য দু'সাথীর কাছেও তারা যেতে লাগল। একজন তো ঘোড়ায় চড়ে এক দৌড়ে আমার কাছে আসলেন। আর আসলাম গোত্রের এক ব্যক্তি দৌড়ে পাহাড়ের উপর উঠলেন। তার কথা অশ্বারোহীর চেয়ে দ্রুততর হলো। তার সুসংবাদ শুনে আমি এতই খুশি হয়েছিলাম যে, আমার পোশাক জোড়া খুলে তাকে পরিয়ে দিলাম। আল্লাহর কসম! তখন আমার কাছে ঐ পোশাক জোড়া ছাড়া আর কোন পোশাক ছিল না। তারপর আমি এক জোড়া পোশাক ধার করে নিলাম এবং তা পরিধান করে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে সাক্ষাৎ করতে বের হয়ে পড়লাম। পথে দলে দলে লোকেরা আমার সাথে সাক্ষাৎ করছিল আর তাওবাহ্ কবুল হওয়ার জন্য মুবারকবাদ দিচ্ছিল। তারা বলছিল, তাওবাহ্ কবুল করে আল্লাহ তা'আলা যে তোমাকে পুরস্কৃত করেছেন, এজন্য তোমাকে মুবারকবাদ। কা'ব ইবনু মালিক (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হুমা) বলেন, এভাবে অগ্রসর হয়ে আমি অবশেষে মাসজিদে নাব্বীতে প্রবেশ করলাম। সেখানে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বসা ছিলেন। তাঁর চারদিকে লোকেরা ঘিরে বসে ছিল। ত্বালহাহ্ ইবনু 'উবাইদুল্লাহ (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হুমা) আমাকে দেখে দৌড়ে এসে মুসাফাহা করলেন এবং মুবারকবাদ দিলেন। মুহাজিরদের মধ্য থেকে কেউ এভাবে আমাকে মুবারকবাদ দেয়নি। আল্লাহ তা'আলা সাক্ষী, আমি কোন দিন তাঁর ইহ্সান ভুলব না। কা'ব (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু) বলেন, তারপর আমি রাসূল (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে সালাম করলাম। তখন খুশিতে তাঁর চেহারা মোবারক উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। তিনি বললেন, হে কা'ব! আজকের দিনটি তোমার জন্য মুবারক হোক, যা তোমার জন্মের পর থেকে আজ পর্যন্ত অতিক্রান্ত দিনগুলোর মধ্যে সর্বাপেক্ষা উত্তম।

আমি উত্তরে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! এ ক্ষমা আপনার পক্ষ থেকে না মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে। তিনি বললেন, না; এ তো মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে। আর রাসূল (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন খুশি হতেন, তখন তাঁর চেহারা মুবারক চাঁদের ন্যায় উজ্জ্বল হয়ে উঠত। আমরা চেহারা দেখে তাঁর খুশি বুঝতে পারতাম। তারপর আমি রাসূল (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সামনে বসে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! তাওবাহ্ কবুল হওয়ায় আমার সমস্ত ধন-সম্পদ আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পথে সাদাক্বাহ্ করে দিতে চাই। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, তোমার সম্পদের কিছু অংশ নিজের জন্য রেখে দাও, তাতে মঙ্গল হবে। আমি বললাম, তাহলে আমি শুধু খাইবারের অংশটুকু আমার জন্য রেখে বাকী সব আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পথে দান করলাম। তারপর বললাম, হে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! আল্লাহ তা'আলা এবার সত্য কথা বলার কারণে আমাকে নাযাত দিয়েছেন। এ তাওবাহ্ কবুল হওয়ার কারণে জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলোতে আমি সর্বদা সত্য কথাই বলতে থাকব। আমি জানি না, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে সত্য কথা বলার কারণে সে দিন থেকে আজ পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা আমার প্রতি যে মেহেরবানী করেছেন, তেমনটি আর কোন মুসলিমের উপর করেছেন কি-না। আর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে সত্য কথা বলার পর থেকে আজ পর্যন্ত আমি আর কখনো সজ্ঞানে মিথ্যা বলিনি। জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলোতে আল্লাহ তা'আলা আমাকে মিথ্যা থেকে বাঁচাবেন বলে আমি আশা রাখি। আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূলের উপর নিম্নোক্ত আয়াত অবতীর্ণ করেছেন–

﴿لَقَدْ تَابَ اللهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِيْنَ..... وَكُوْنُوْا مَعَ الصَّادِقِيْنَ﴾

"আল্লাহ স্বীয় নাবী, মুহাজির ও আনসারদেরকে মাফ করে দিয়েছেন..... তোমরা সত্যবাদীদের সাথী হয়ে যাও।"[১১৪]

[১১৪] সূরা আত্ তাওবাহ্ ৯ : ১১৭-১১৯।

আল্লাহর কসম! ইসলাম গ্রহণ করার পর এর চেয়ে বড় আর কোন অনুগ্রহ আমার উপর হতে দেখিনি। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সামনে সত্য বলার তাওফীক দান করে আমাকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করা হয়েছে। অন্যথায় অন্যান্য মিথ্যাচারীদের মত আমিও ধ্বংস হয়ে যেতাম। কারণ যখন [রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জীবদ্দশায়] ওয়াহী নাযিল হচ্ছিল, সে সময় যারা মিথ্যা বলেছিল, তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা যে জঘন্য কথা বলেছেন, তা আর কারো সম্পর্কে বলেননি। যেমন- আল্লাহ তা'আলা বলেন–

﴿سَيَحْلِفُوْنَ بِاللهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ..... فَإِنَّ اللهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِيْنَ﴾

"এরা মিথ্যা হলফ করবে, যাতে তুমি তাদেরকে মাফ করে দাও, কিন্তু তাদের স্থান হচ্ছে জাহান্নাম..... কারণ, আল্লাহ ফাসিক দলের প্রতি কখনো খুশি হতে পারেন না।"[১১৫]

কা'ব বলেন, আমরা তিনজন সে সব লোক থেকে আলাদা, যারা তাদের (যুদ্ধে) না যাবার জন্য রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে বাহানা পেশ করেছিল, মিথ্যা হলফ করেছিল। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাদের কথা মেনে নিয়ে তাদেরকে বাই'আত করে মাগফিরাতের দু'আ করেছিলেন। কিন্তু আমাদের ব্যাপার তিনি মহান আল্লাহর উপর ছেড়ে দিয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত মহান আল্লাহই ফায়সালা দিয়েছেন।

যেমন- আল্লাহ তা'আলা বলেন : সে তিনজন, যাদের ফায়সালা বিলম্বে করা হয়েছিল (আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে মাফ করে দিয়েছেন) তারা যে জিহাদ থেকে পেছনে রয়ে গিয়েছিল, একথা এখানে বলা হয়নি, বরং এখানে কেবল আমাদের (তিনজনের) কথাই বলা হয়েছে। আর যারা হলফ করেছিল, ওযর পেশ করেছিল এবং তাদের ওযর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মেনে নিয়েছিলেন, তাদের থেকে আমাদের সম্পর্কে ফায়সালা পিছিয়ে দেয়া হয়েছিল একথাই এখানে বলা হয়েছে।[১১৬]

শিক্ষা : হাদীসটির মৌলিক শিক্ষা হলো কেউ যদি পাপ করার পরে খালেস নিয়তে মহান আল্লাহর কাছে তাওবাহ্ করে তাহলে আল্লাহ তা'আলা তার তাওবাহ্ কবুল করবেন। ###

[১১৫] সূরা আত্ তাওবাহ্ ৯ : ৯৫-৯৬।

[১১৬] বুখারী- হা: ৪৪১৮, মুসলিম- হা: ২৭৬৯, আহমাদ- ১৫৭৭০, ই. ফা., ৪০৭৩, আ. প্র., ৪০৭০।

التوجيه \ civgk

ভুলেও প্লাস্টিকের বোতলে পানি পান করবেন না

খুব সহজেই এবং হাতের নাগালে চাইলেই পাওয়া যায় এমন জিনিসের প্রতি মানুষের আগ্রহ বাড়ছে। প্রতিদিনের জীবনযাত্রায় ব্যস্ততা বাড়ায় অনেকেই ভালো-মন্দের বিচার না করেই প্লাস্টিকের বোতলে জমিয়ে রাখা পানি দিনের পর দিন নিশ্চিন্তে পান করে যাচ্ছি। কিন্তু এর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াটা কি আমরা একবার ভেবে দেখেছি?

সাংঘাতিক! আপনি যদি প্লাস্টিকের বোতলে দিনের পর দিন জমিয়ে রাখা পানি পান করেন তবে যে পানির অপর নাম জীবন সেই পানিই আপনার জীবনকে শেষ করে দিতে পারে।

আমরা অনেক সময়ই অফিসে, বাসায় এমনকি গাড়িতে যাত্রাপথে সঙ্গে রাখি পানির বোতল। আর সব বাসাবাড়ি-অফিস-আদালতেই আজকাল প্লাস্টিকের বোতলের ব্যবহার ব্যাপক হারে বেড়েছে।

কিন্তু প্লাষ্টিকের বোতলে রাখা পানি পানের ক্ষতিকারক দিকগুলো কি আপনে জানেন?

প্লাস্টিকের বোতল বারবার ব্যবহার করলে তাতে ব্যাকটেরিয়ার উপস্থিতি বাড়ে। সেক্ষেত্রে কয়েকদিন পর পর আপনি আপনার প্লাস্টিকের বোতলটি গরম পানি দিয়ে পরিস্কার করুন। তাহলে ব্যাকটেরিয়া কিছুটা কম থাকবে।

আমরা অনেকেই চলার পথে দিনের সারাটাক্ষণ সঙ্গে থাকা ব্যাটে একটি পানির বোতল রাখি। কিন্তু সাবধান! এ ভুল আর করা যাবে না। গবেষণায় দেখা গেছে, যারা ব্যাগে করে পানির বোতল নিয়ে ঘুরেন তাদের বোতলে ব্যাকটেরিয়ার পরিমাণ সাধারণ জীবাণুযুক্ত পানির চেয়েও বেশি।

আপনি যখন গরম পানি দিয়ে প্লাস্টিকের বোতলটি পরিস্কার করবেন তখন প্লাস্টিক থেকে রাসায়নিক দ্রব্য বেরিয়ে ভেতরের পানিতে মিশে যেতে পারে। আর তা আপনার স্বাস্থ্যের পক্ষে খুবই ক্ষতির কারণ হবে।

আবার আমাদের মধ্যে এমন অনেকেই আছেন যারা প্লাস্টিকের বোতলে মুখ লাগিয়ে পানি পান করেন। এটা কিন্তু আরও মারাত্মক।

গবেষকরা বলছেন, বোতলের যেখানে মুখ লাগানো হয় কিংবা মুখের খুব কাছে আসে সেখানে খাদ্যে বিষক্রিয়ার সৃষ্টিকারী জীবাণু তৈরি হয়। আর এই জীবাণু ফুড পয়জনিংয়ে সাহায্য করে।

অতএব পানিশূন্যতা দূরে রাখতে যে পানি আমরা প্রতিদিন প্রতিমুহূর্তে পান করছি সেই পানিই আপনার জীবনকে ঝুঁকির দিকে ঠেলে দিতে পারে। তাই আজ থেকেই প্লাস্টিকের বোতল পরিহার করুন। খুব ভালো হয় যদি কাঁচের বোতল কিংবা মাটির পাত্রে রাখা পানি পান করতে পারেন। (সূত্র : শীর্ষ খবর ডটকম)

شعر \ KweZv

দম্ভ তোমার কিসে

–মো: আব্দুল মুজিব (মুজিবুল্লাহ)*

ধনিকে বলি..... সম্পদের মোহে অন্ধ হয়ে
.....গরিবে মেরো না লাথি,
ও লাথি একটা উল্টে যাবে
পাবে না তখন সাথি।

নেতাকে বলি.....
দুধের মাছিরা তোমার পাশে
করে ঘুরঘুর,
এমন একদা আসবে তোমার
বলবে সবাই দূর দূর।

অহংকারিকে বলি.....
কিসে দম্ভ তোমার সবই মেকি
কোনটাই নহে মূল,
ক্ষনিকের তরে দম্ভ করে
করো না মস্ত ভুল।

প্রধানকে বলি.....
হয়েছ প্রধান, হয়েছ সবার নেতা,
ভেব না নিজেকে হয়েছ মস্ত জ্ঞানী
অধিনস্তদের হেনস্থা করে
মুখে বলো শান্তিকামী,

প্রধান তুমি হয়েছ বলে
আকাশের প্রভুকে ভুলে,
ধরাকে সরা করো নাকো জ্ঞান
নেই কিছু তোমার মূলে।

বানিয়েছ যাদের মজলুম তুমি
তব ক্ষমতায় অন্ধ হয়ে,
হাজারো নালিশের কি জবাব দিবে
প্রভুর সামনে গিয়ে।

দু'চোখা নীতি পরিহার করে
ভালো হয়ে যাও এক্ষুনি,
নইলে তোমার পতন হবেই
কেউ ঠেকাবে না তখনি ॥

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস

–মো: আফনান বিন তারা মিঞা*

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস তারা,
প্রভুর কুরআন, নাবীর হাদীস মেনে চলে যারা।
সত্য পথে থাকে তারা আসুক যত ঝড়,
দুনিয়াতেই বানায় তারা আখিরাতের ঘর।

সঠিক 'আক্বীদাহ্ পোষণ করে বিদ'আত রেখে দূরে,
দীনের দিকে ডাকে তারা দেশ-বিদেশে ঘুরে।
প্রভুর প্রেমে পাগল তারা অন্য কারো নয়,
প্রকাশ্যে বা গোপনে তাই তাকেই করে ভয়।

কুরআন-হাদীস, নৈতিকতা, সঠিকভাবে মানে,
প্রভুর বাণী, নাবীর হাদীস আঁকড়ে ধরে প্রাণে।
সত্য কথা বলে তারা মৃত্যু ভয় না করে,
সুখে-দুঃখে, আনন্দে তাই মালিককে ভাই স্বরে।

তাদের মনে বিন্দুমাত্র অহংকার যে নাই,
মানে তারা এক মুসলিম অপরজনের ভাই।
পিছু লোকের মন্দ কথা নেয় না তারা কানে,
সঠিক পথে আসবে বাঁধা সেটাও তারা জানে ॥

আমি হবো

–মো: মুসাদ্দিক বিন আ: লতিফ*

আমি হবো দীনের দা'ঈ,
বিখ্যাত এক কবি,
মনের খাতায়, বইয়ের পাতায়
থাকবে আমার ছবি।

আমি হবো বিদ্রোহী
ও বিপ্লবী এক বীর,
আমার দ্বারা দীন ইসলামের
উচ্চ হবে শির।

আমার দ্বারা জাগ্রত হবে
মনের স্পৃহা, আলো,
হিংসা সকল চূর্ণ করে
বাসবে সবাই ভালো ॥

গরীব বলে দুঃখ নেই

–মো: রমজান আলী*

গরীব হয়ে জন্মেছি আমি
গরীব পরিবারে,
কেনো আমায় নিন্দা করছ
গরীব মানুষ বলে।

বড় লোকের ছেলে তুমি
নিন্দা করছ কেনো,
নিন্দা তোমায় ধ্বংস করবে
তুমি কি তা জানো।

---

*বি. এ. অনার্স এম. এ (এম. এম.), সহ-শিক্ষক, সামাজিক বিজ্ঞান, ধামাচি বিলচলন উচ্চ বিদ্যালয়, তাড়াশ, সিরাজগঞ্জ।

*ছাত্র- মাদরাসা মুহাম্মাদীয়া আরাবীয়া। ঘোড়াধাপ, জামালপুর সদর।

*শ্রেণী : ৮ম, মাদরাসা মুহাম্মাদীয়া আরাবীয়া।

*শ্রেণী : ইব: ৪র্থ বর্ষ, মাদরাসা মুহাম্মাদীয়া আরাবীয়া। জামালপুর।

গরীব আমি হতে পারি
মনটা গরীব নয়,
তাই তোমাকে বলছি আমি
এটাই গরীবের পরিচয় ॥

‘ইবাদত

–আ. কা. ম. আলাউল হক*

আল্লাহর ‘ইবাদত লাগি এসেছি দুনিয়ায়,
তা ভুলে গেছি, পড়ে শয়ত্বানের ধোঁকায়।
নামায, রোযা, হাজ্জ, যাকাত
এগুলো আল্লাহর পাবার পথ।

এ পথ থেকে বিচ্যুত হলে বান্দায়
জাহান্নামে যেতে হবে নিশ্চয়।
তাই বলি সবে কথা ধরো
শয়ত্বানের পথ পরিহার করো।

আঁকড়ে ধরো নাবীর তরীকা মনে প্রাণে,
তাহলে দিদার হবে মহান আল্লাহর সনে।
আল্লাহ ছাড়া উপায় নেই জগৎ মাঝারে,
ফযীলত পাবে সবে যেয়ে পরপারে।

আল্লাহকে ডাকো, রাসূল ﷺ-কে মান ভবে,
তাহলে পরকালে বেহেশ্‌ত তুমি পাবে ॥

মূল্যহীন জীবন

–মো: খাশিউর রহমান (সোনা)*

আমরা শিশু, আমরা কিশোর,আমরা নওজুয়ান
ভুলে গেছি সব আল্লাহর আদেশ হাদীস ও কুরআন।
পৃথিবীতে আসলাম আমি আল্লাহর হুকুমে,
প্রভুকে ভুলে, হয়ে গেলাম আমি পরিণত যালিমে।

এই দুনিয়ার পাঠশালাতে আমরা মুসাফির,
স্বল্প সময়ে এখানেতে বেকার বাঁধি নীড়।
ভাঙ্গবে তোমার ঘরখানি, আজ না হলে কাল,
মরণ তোমায় ধরবে ঘিরে যেমন ধরে জাল।

মরণের খাতায় যেদিন তোমায় উঠে যাবে নাম,
নিবে না কেউ আপন করে, দিবে না কেউ দাম।
বলবে মানুষ,
মারা গেছে তাই বলেতো দেরি করার সময় নাই,
তাড়াতাড়ি কাফন ছেড়ে চলো সবাই ঘরে যাই।

কবরে রেখে মাটি দিয়ে আসবে সবাই তীরে,
প্রশ্ন নিয়ে আসবে তখন মুনকার-নাকীর ঘিরে।
যদি করো ভালো কাজ, আদায় করো সলাত,
প্রশ্ন তোমার সহজ হবে, পাবে তুমি জান্নাত ॥

নিয়োগবিজ্ঞপ্তি

ঐতিহ্যবাহী বল্লা আহলে হাদীস জামে মাসজিদ সংলগ্ন হাফিজিয়া মাদরাসা (তাহফীযুল কুরআন ইসলামীয়া মাদরাসা)-এর জন্য একজন অভিজ্ঞ হাফেজ ও একজন নূরানী প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষক আবশ্যক।

আগামী ১৫/১১/২০১৮ ইং তারিখের মধ্যে আগ্রহী প্রার্থীদের শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অন্যান্য কাগজ-পত্রসহ দরখাস্ত করতে হবে।

❖ বেতন আলোচনা সাপেক্ষে।

থাকা, খাওয়া ফ্রী ॥

যোগাযোগ :

সভাপতি/সেক্রেটারী– বল্লা হাফিজিয়া মাদ্রাসা

বল্লা বাজার, কালিহাতী, টাঙ্গাইল। মোবা: ০১৭৩৩-৫৬৫০৪৬

* গ্রাম ও ডাকঘর : কাদাকাটি, উপজেলা : আশাশুনি, জেলা : সাতক্ষীরা।

* ছাত্র- শ্রেণি : ৮ম, মাদরাসাতুল হুদা আল-ইসলামিয়্যাহ আস-সালাফিয়্যাহ, ঠাকুরগাঁও।

الاخبار عن الجمعية ॥ জমঈয়ত সংবাদ

ঢাকা মহানগর জমঈয়তের কার্যক্রম

ঢাকার ঐতিহ্যবাহী মাদরাসা মুহাম্মদীয়া আরাবীয়া (যাত্রাবাড়ি, ঢাকা) সংলগ্ন সালাফী জামে মাসজিদে ঢাকা মহনগর জমঈয়তের তাবলীগী সভা অনুষ্ঠিত হয়। গত ১২ অক্টোবর বাদ আসর অনুষ্ঠিত এ সভায় সভাপতিত্ব করেন কেন্দ্রীয় জমঈয়তের উপদেষ্টা ও মাদরাসার অধ্যক্ষ শাইখ মোস্তফা সালাফী এবং সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন ঢাকা মহানগর জমঈয়তের সভাপতি আলহাজ্জ আলী হোসেন। এ অনুষ্ঠানে কুরআন ও সহীহ সুন্নাহ'র আলোকে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা পেশ করেন কেন্দ্রীয় জমঈয়তের সাংগঠনিক সেক্রেটারী ও ঢাকা মহানগর জমঈয়তে সেক্রেটারী শাইখ আব্দুন নূর বিন আব্দুল জব্বার মাদানী, ঢাকা মহানগর জমঈয়তের সহকারী সেক্রেটারী শাইখ মুহাম্মদ এহসানুল্লাহ ও শাইখ শামসুল হক শিবলী, মহানগর দক্ষিণ এলাকা জমঈয়তের সভাপতি হাফেয মুহাম্মদ সেলিম, মাদরাসা মুহাম্মদীয়া আরাবীয়ার মুহাদ্দীস ও বংশাল বড় জামে মসজিদের খতীব শাইখ আবূ হানীফ মাদানী প্রমুখ।

এ তাবলীগী কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করেন ঢাকা মহানগর জমঈয়তের নেতা-কর্মীবৃন্দ বংশালসহ পুরাতন ঢাকার সাত মহল্লার মুসল্লীবৃন্দ এবং মাদরাসা মুহাম্মদীয়া আরাবীয়ার শিক্ষক-ছাত্রসহ প্রায় আট শতাধিক তাওহীদী জনতা। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন মহানগর জমঈয়তের সাংগঠনিক সেক্রেটারী মুহা. সুফিয়ান সোহেল।

গাজীপুর মহানগর জমঈয়তের সাংগঠনিক সভা

গত ১৫ অক্টোবর সোমবার জয়দেবপুর (গাজীপুর) কাঁচাবাজার সংলগ্ন নতুন আহলে হাদীস জামে মাসজিদ আছিয়া'য় মাসজিদের মুতাওয়াল্লী ড. মুহাম্মদ ইসমাঈল হোসেন এর সভাপতিত্বে এক সাংগঠনিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় জমঈয়তের সহ-সভাপতি প্রফেসর ড. দেওয়ান আব্দুর রহীম। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গাজীপুর মহানগর জমঈয়তের আহ্বায়ক শাইখ মুহাম্মদ হারুন হুসাইন, যুগ্ম আহ্বায়ক মাওলানা রায়হান উদ্দীন ও সদস্য মাওলানা রফিকুল ইসলাম পলাশী। নেতৃবৃন্দ আহলে হাদীসদের ইতিহাস, জমঈয়তের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য এবং ঐক্য-সংহতির গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তার উপর দিক-নির্দেশনামূলক বক্তব্য প্রদান করেন।

সভা শেষে নেতৃবৃন্দ পৃথক এক অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। জয়দেবপুর দক্ষিণ ছায়াবিথী আহলে হাদীস জামে মাসজিদে বাদ 'আসর অনুষ্ঠিত এ সভায় সভাপতিত্ব করেন মাসজিদের সভাপতি সাহেব। এ সভায় নেতৃবৃন্দ দিক-নির্দেশনামূলক বক্তব্য প্রদান করেন। অনুষ্ঠানের শেষ পর্বে উপস্থিত মুসল্লীদের বিভিন্ন ফাতাওয়ার জবাব প্রদান করেন শাইখ মুহাম্মদ হারুন হুসাইন।

কেন্দ্রীয় শুব্বানের মাসিক আলোচনা সভা

জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস-এর কেন্দ্রীয় উদ্যোগে গত ২৬ অক্টোবর শুক্রবার "মুসলিম বিশ্বের মৌলিক সমস্যা ও করণীয়" শীর্ষক এক আলোচনা সভা ঢাকার যাত্রাবাড়িতে জমঈয়তের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে আল্লামা মুহাম্মদ আব্দুল্লাহিল কাফী আল কুরায়শী (রহ) মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। সংগঠনের কেন্দ্রীয় সভাপতি আব্দুল্লাহিল কাফী আল মাদানীর সভাপতিত্বে বাদ মাগরিব পবিত্র কুরআন তিলাওয়াতের মধ্য দিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস-এর প্রচার প্রকাশনা বিষয়ক সেক্রেটারী শাইখ মুহাম্মদ হারুন হুসাইন। তিনি বলেন, আজ মুসলিমদের পশ্চাৎপদতার কারণ জ্ঞানের স্বল্পতা, ঈমানী দুর্বলতা, অনৈক্য ইত্যাদি। ইসলামে সেই সোনালী অতীত ফিরিয়ে আনতে হলে, আমাদের যুব-সমাজকে জ্ঞান অর্জনের পাশাপাশি তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবহারে পারদর্শী হতে হবে। শুব্বানের কাছে আমাদের প্রত্যাশা, তারাই সেই সোনালী দিনগুলো ফিরিয়ে আনবে ইনশা-আল্লাহ।

এতে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় মাজলিসে কারার সদস্য মুহাম্মদ ইসমাঈল হোসেন ও আম সদস্য শাইখ মুহাম্মদ ইসহাক মাদানী। অনুষ্ঠান পরিচলনা করেন সংগঠনের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক রবিউল ইসলাম ও 'আম সদস্য মুহাম্মদ তাকিউদ্দীন।

মিরপুর শাখা শুব্বানের মাসিক আলোচনা সভা ও প্রশ্নোত্তর পর্ব-২০

গত ১৯ অক্টোবর, জুমআ'বার মাদরাসা দারুস সুন্নাহ কমপ্লেক্সে ঢাকা মহানগর উত্তর ইলাকা জমঈয়তে আহলে হাদীস ও জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ-মিরপুর শাখার যৌথ উদ্যোগে মাসিক আলোচনা সভা ও প্রশ্নোত্তর পর্ব-২০ অনুষ্ঠিত হয়। বাদ আসর প্রথম অধিবেশনে মিরপুর শাখার সেক্রেটারী হাফেয আশিক বিন আশরাফ এর সঞ্চালনায় প্রথমে কুরআন তিলাওয়াত করেন মিরপুর শাখা শেকড়-এর সদস্য, রঈসুল ইসলাম। অতঃপর ইসলামী সঙ্গিত পরিবেশন করেন শেকড়-এর সদস্য সজিব ও তার দল। উক্ত অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন মিরপুর শাখা শুব্বানের সভাপতি শাইখ আমিনুল ইসলাম। অতঃপর "একজন আদর্শ মুসলিমের পরিপূর্ণ রুপরেখা" বিষয়ে জ্ঞানগর্ভ আলোচনা করেন ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়-

কুষ্টিয়া আল হাদীস এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের পি.এইচ.ডি. গবেষক শাইখ আব্দুল হাই মুহাম্মদ সাইফুল্লাহ। বাদ মাগরিব দ্বিতীয় অধিবেশনে কুরআন তিলাওয়াত করেন মিরপুর শাখা শেকড়-এর প্রধান পরিচালক শাইখ আব্দুল মান্নান এবং ইসলামী সঙ্গিত পরিবেশন করেন শেকড়-এর সহকারী পরিচালক ক্বারী ওবাইদুল্লাহ। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় জমঈয়তের সহ-সভাপতি অধ্যাপক ড. মুহাম্মাদ রঈসুদ্দীন। এ অনুষ্ঠানে "দাওয়াতের গুরুত্ব ও তাৎপর্য" বিষয়ে প্রধান আলোচকের বক্তব্য প্রদান করেন জামিয়া কাসেমিয়া কামিল মাদরাসা- নরসিংদীর হেড মুহাদ্দীস ও মিডিয়া ব্যক্তিত্ব শাইখ মুফতি মুহাম্মাদ কাজী ইবরাহীম। আলোচনা শেষে প্রশ্নোত্তর পর্ব অনুষ্ঠিত হয়।

মাদরাসাতুল হাদীস শাখায় আরেফ প্রশিক্ষণ

আল্লামা মুহাম্মদ আব্দুল্লাহিল কাফী আল কুরায়শী (রহ) প্রতিষ্ঠিত পুরাতন ঢাকার নাজির বাজারে অবস্থিত মাদরাসাতুল হাদীস শাখা শুব্বানের উদ্যোগে আরেফ প্রশিক্ষণ কর্মশালা গত ২৪ অক্টোবর বুধবার অনুষ্ঠিত হয়। শাখা সেক্রেটারী আবূ বকর-এর পরিচালনায় সালাতুল আসরের পর কর্মশালাটি শুরু হয়। পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করেন শাখা শুব্বান সদস্য আব্দুর রহমান। অতঃপর স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন মাদরাসাতুল হাদীস-এর শিক্ষক শাইখ আব্দুল মালেক আহমদ আল মাদানী।

প্রধান প্রশিক্ষক হিসেবে কর্মীর গুণাবলী সম্পর্কে আলোচনা উপস্থাপন করেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় সভাপতি শাইখ আব্দুল্লাহিল কাফী আল মাদানী। সালাতুল মাগরিবের পর দারসুল হাদীস পেশ করেন শাখার সদস্য মো. সাইদুর রহমান। সালাতুল মাগরিব থেকে সালাতুল ইশা পর্যন্ত প্রশিক্ষণ প্রদান করেন কেন্দ্রীয় শুব্বানের সাধারণ সম্পাদক মুহা. আব্দুল্লাহ আল ফারুক ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক শাইখ তানযীল আহমদ। অতঃপর সমাপনী বক্তব্য প্রদান করেন শাখার সহ-সভাপতি শাইখ নাসিরুদ্দীন। অনুষ্ঠানটির সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন শাখা শুব্বানের সাংগঠনিক সেক্রেটারী আহমদ হুসাইন।

নোয়াগাঁও কালনী এলাকা জমঈয়ত ও শুব্বানের আলোচনা সভা

নারায়ণগঞ্জ জেলার অন্তর্গত নোয়াগাঁও কালনী এলাকার উদ্যোগে কালনী মধ্যপাড়া জামে মসজিদে গত ২৪ অক্টোবর বুধবার এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার শুরুতে কুরআন তিলাওয়াত করেন হাফেয মু'তাসিম বিল্লাহ। সভায় সভাপতিত্ব করেন এলাকা জমঈয়তের সভাপতি অধ্যাপক শাইখ মো. আরমানুদ্দিন। সভায় প্রধান আলোচক ছিলেন কেন্দ্রীয় জমঈয়তের প্রচার-প্রকাশনা সেক্রেটারী শাইখ মুহাম্মদ হারুন হুসাইন। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন নারায়ণগঞ্জ জেলা জমঈয়ত সেক্রেটারী শাইখ কাজী ওলিউল্লাহ, সদস্য শাইখ নজরুল ইসলাম রাজ, পাঁচরুখী মাদরাসা শুব্বান শাখার সভাপতি মো. আরিফ হোসেন প্রমুখ। উপস্থিত ছিলেন এলাকা জমঈয়তের সহ-সভাপতি ডা. মজিবুর রহমান, রূপগঞ্জ শুব্বান শাখার সহ-সভাপতি ইঞ্জি. আব্দুর রব। উদ্বোধনী বক্তব্য প্রদান করেন সৌদী দূতাবাসে কর্মকর্তা আব্দুস সোবাহান।

অনুষ্ঠানের সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন শাইখ মো. ইউসুফ, শাইখ আনিছুর রহমান, মো. রমজান মিয়া, মো. সোলাইমান প্রমুখ। এলাকা জমঈয়ত ও শুব্বানের প্রায় দেড়শত কর্মী এ সভায় উপস্থিত ছিলেন।

কূপতলা শাখা শুব্বানের কার্যক্রম

২৯ সেপ্টেম্বর বাদ আছর কুপতলা আহলে হাদীস জামে মাসজিদে কূপতলা শাখা শুব্বানের সভাপতি মো. মনিরুজ্জামান খান-এর ব্যবস্থাপনায় শাখা শুব্বানের উপদেষ্টা পরিষদের সভা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কুপতলা শাখা শুব্বানের উপদেষ্টা পরিষদের সভাপতি মুহাম্মাদ আব্দুশ্ শাফী। উপস্থিত ছিলেন উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য মো. আব্দুল ওয়াহেদ, মো. শাহিদুল ইসলাম, উত্তর গাইবান্ধা এলাকা শুব্বানের নব-নির্বাচিত সভাপতি হাফেয মো. মোত্তাছিম বিল্লাহ হিরু এবং আমন্ত্রিত শুব্বান সদস্য মো. জাহিদুল ইসলাম ও হাফেয মো. আমিনুল ইসলাম। এ সভায় গুরুত্বপূর্ণ কিছু সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

৩০ সেপ্টেম্বর বাদ আছর কুপতলা আহলে হাদীস জামে মাসজিদে কুপতলা শাখা শুব্বানের সভাপতি মো. মনিরুজ্জামান খান এর ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনায় কুপতলা শাখা শুব্বানের শাখা দায়িত্বশীল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথি ছিলেন গাইবান্ধা জেলা শুব্বানের সভাপতি মাওলানা মাহতাব উদ্দিন, উত্তর গাইবান্ধা এলাকা শুব্বানের সভাপতি হাফেয মো. মোত্তাছিম বিল্লাহ হিরু। উপস্থিত ছিলেন কুপতলা শাখা শুব্বানের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য মো. আব্দুল ওয়াহেদ, কুপতলা শাখা জমঈয়তের সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলী।

শুব্বানের নতুন কর্মী হাফেয মো. আমিনুল ইসলাম অনুষ্ঠানের শুরুতে কুরআন তিলাওয়াত করেন। দারসুল কুরআন পেশ করেন কুপতলা শাখা শুব্বানের উপদেষ্টা পরিষদের সভাপতি মুহাম্মাদ আব্দুশ শাফী। অনুষ্ঠানে দিক-নির্দেশনামূলক বক্তব্য পেশ করেন কুপতলা শাখা শুব্বানের সভাপতি মো. মনিরুজ্জামান খান।

أخبار أخرى \ Ab¨ Lei

যুক্তরাজ্যে স্কুলগামী শিক্ষার্থীদের ইউনিফরম হিসেবে হিজাব ক্রমেই জনপ্রিয় হচ্ছে

প্রকাশিত : শুক্রবার ১৯ অক্টোবর ২০১৮, প্রিন্ট সংস্করণ, ১৮ অক্টোবর, দ্য টেলিগ্রাফ : যুক্তরাজ্যের এম এন্ড এস (Marks & Spencer's) নামক একটি পোশাক বিক্রেতা প্রতিষ্ঠান বিদ্যালয়গামী শিক্ষার্থীদের জন্য হিজাব বিক্রি শুরু করেছে। দেশটির কয়েকশত বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের অভিভাবকদের অনুরোধের প্রেক্ষিতে এম এন্ড এস (Marks & Spencer's) এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে জানিয়েছে।

এই বসন্তে ভোক্তাদের চাহিদার উপর ভিত্তি করে এম এন্ড এস নামক প্রতিষ্ঠানটি এসব হিজাব বাজারে নিয়ে আসে। যেসব অভিভাবক চান তাদের সন্তানেরা বিদ্যালয়ে তাদের মাথা এবং চুল ঢেকে রাখুক সেসব অভিভাবকদের কথা চিন্তা করে এম এন্ড এস এ ধরনের হিজাব বাজারে নিয়ে আসে। এম এন্ড এস নামক এই প্রতিষ্ঠানটি যুক্তরাজ্যের অন্তত ২৫০টি বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের জন্য ইউনিফরম তৈরি করেছে। এসব বিদ্যালয় থেকে অনুরোধ প্রাপ্তির পর তারা শার্ট, স্কার্ট এর পাশাপাশি হিজাব সংযুক্ত ইউনিফরমের যোগান দিতে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে। এসব হিজাবের প্রতিটি প্রায় ৬ ইউরো মূল্যে বিক্রি করা হচ্ছে, যেগুলো ৯ বছর বয়সী মেয়ে শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষভাবে তৈরি করা হয়েছে।

সম্প্রতি এম এন্ড এস নামক প্রতিষ্ঠানটি মুসলিম নারীদের জন্য শালীন পোশাক 'বুরকিনি' নিয়ে আসে এবং তাদের এই উদ্যোগের পরেই বিদ্যালয়ে হিজাব যোগানের উদ্যোগটি নেয়া হয়। যুক্তরাজ্যের বাকিংহাম শহরের শিক্ষা কেন্দ্রের প্রধান এল্যান স্মিথার্স বলেন, 'বাজারের চাহিদা অনুযায়ী প্রতিক্রিয়া দেখানোর অধিকার এম এন্ড এসের রয়েছে। কিন্তু বিদ্যালয়ের ইউনিফরম হিসেবে হিজাবকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে– এটি দেখে আমি বিস্মিত, কারণ আমরা বিদ্যালয়ে সবার জন্য একটি সাধারণ মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করতে চাই। হিজাব শিশুদেরকে আলাদা করতে পারে।'

এম এন্ড এসের একজন মুখপাত্র বলেন, 'আমরা প্রায় ২৫০টি বিদ্যালয়ের জন্য তাদের চাহিদা অনুযায়ী ইউনিফরমের যোগান দিয়ে থাকি। এ বছর বেশ কয়েকটি বিদ্যালয় হিজাব সরবরাহ করার জন্য আমাদের প্রতি অনুরোধ জানায়। আমরা তাদের অনুরোধে সাড়া দিয়ে এসব হিজাব সরবরাহ করছি।'

LBC রেডিও এর উপস্থাপক এবং 'Quilliam Foundation'-এর প্রতিষ্ঠাতা মাজিদ নেওয়াজ বলেন, 'ছোট ছোট মেয়ে শিশুদেরকে বলা হচ্ছে যে, তাদের চুল প্রদর্শন করাটা একটি অশালীন কাজ।'

তিনি আরো বলেন, 'শুধুমাত্র সৌদি আরব এবং ইরানের নারীদের জন্য সে দেশসমূহের আইন অনুযায়ী হিজাব পরিধান করা বাধ্যতামূলক। এটি নারীদের প্রতি একটি বর্ণবৈষম্য মূলক আচরণ। তবে এম এন্ড এসের অবশ্যই অধিকার রয়েছে তা বিক্রয় করার। কিন্তু আমি মনে করি তারা এটি চালিয়ে যাবে না।'

পুলিশের আচরণে মুগ্ধ হয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলেন ডাচ নারী

সংযুক্ত আরব আমিরাতের পর্যটন পুলিশ সদস্যদের সহনশীল, মার্জিত ও সভ্য আচার-আচরণে মুগ্ধ হয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন ইউরোপীয় এক পর্যটক। ইসলাম ধর্ম গ্রহণকারী ওই নারী পর্যটক হলেন নেদারল্যান্ডসের নাগরিক ক্রিশ্চিনা ডাফানো।

(আল-জাজিরা, ওয়ার্ল্ড নিউজ)

আমিরাতের পর্যটন বিভাগের মহাপরিচালকের কার্যালয়ে উপস্থিত হয়ে ডাচ নারী ক্রিশ্চিনা ডাফানো ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার আগ্রহ প্রকাশ করেন। শনিবার আবূ ধাবি পুলিশের এক বিবৃতিতে তার ইসলাম ধর্ম গ্রহণের তথ্য জানানো হয়েছে এবং এ সংক্রান্ত বেশ কয়েকটি ছবি প্রকাশ করে।

কালিমাহ্ পাঠের পর ডাফানো তার নাম পরিবর্তন করে রাখেন নুরা। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ইসলাম গ্রহণের পর শেখ জায়েদ গ্র্যান্ড মাসজিদ পরিদর্শনে যাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করেন ওই নারী। পরে তাকে সেখানে নিয়ে যাওয়া হয়।

আমিরাত পুলিশের ডেপুটি পরিচালক কর্নেল আহমাদ আল মুরাউই বলেন, ইসলাম ধর্মের রীতি অনুযায়ী, তাকে সহনশীল এবং শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের দীক্ষা দেয় আমিরাতের পর্যটন পুলিশ।

ব্রিটিশ মিউজিয়ামে নতুন ইসলামী গ্যালারীর যাত্রা

লন্ডনে অবস্থিত পৃথিবী খ্যাত ব্রিটিশ মিউজিয়াম যাদুঘরে গত ১৯ অক্টোবর, শুক্রবার একটি নতুন ইসলামী গ্যালারীর উদ্বোধন করা হয়েছে। দুই কক্ষবিশিষ্ট এই গ্যালারীতে ইসলামী বিশ্বের বিভিন্ন স্থানের সাংস্কৃতিক বিষয়াবলীকে উপস্থাপন করা হয়েছে। সপ্তম শতক থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত প্রচলিত পশ্চিম আফ্রিকা থেকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিশাল অঞ্চলের মুসলিম জীবনধারাকে এই গ্যালারীর

বিভিন্ন নিদর্শনের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে। আল বুখারী ফাউন্ডেশন গ্যালারীর উদ্যোগে ব্রিটিশ মিউজিয়ামের দর্শনার্থীদের এরূপ সুযোগ দেওয়া সম্ভব হলো, যা বিশাল এই অঞ্চলের বিজ্ঞান চর্চা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও জীবনযাত্রা দর্শনার্থীদের সামনে তুলে ধরেছে। ছোট একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে গ্যালারীটির উদ্বোধন করা হয়। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ইসলামী সংস্কৃতি সংশ্লিষ্ট সংগীত, নাটিকা ও বিবিধ অনুষ্ঠান পরিবেশন করা হয়। আল বুখারী ফাউন্ডেশন মালয়শিয়া কেন্দ্রীক একটি অলাভজনক আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান। বিগত চল্লিশ বছর ধরে তারা শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ক্ষেত্রে বিভিন্ন দিক থেকে অবদান রেখে আসছে।

চীনে মুসলিম নারীদের লম্বা পোশাক দেখলেই কেটে দিচ্ছে পুলিশ

উইঘুর সংখ্যাগরিষ্ঠ পূর্ব তুর্কিস্তানে (ঝিংজিয়াং) চীনা কর্তৃপক্ষ উইঘুর নাগরিকদের প্রতি তাদের নিগ্রহের নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। চীনের স্বায়ত্তশাসিত এই অঞ্চলটিতে উইঘুর নারীদের পোশাক অতিরিক্ত লম্বা হওয়ার অভিযোগে তাদের পোশাককে কেটে ছোট করে দেওয়ার একাধিক অভিযোগ পাওয়া গেছে। পূর্ব তুর্কিস্তানের বিভিন্ন শহরে প্রকাশ্য রাস্তায় সকলের সামনে উইঘুর মুসলিম নারীদের পোশাককে অধিক লম্বা হওয়ার অভিযোগে চীনা পুলিশ কাঁচি দ্বারা কর্তন করেছে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এ সংক্রান্ত বিভিন্ন ছবিও ছড়িয়ে পড়েছে। তুর্কি জাতিগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত উইঘুর মুসলিমদের উপর চীনা কর্তৃপক্ষ বৈষম্যসূচক ও দমনমূলক বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করে আসছে। চীনের দখলে থাকা এই ভূমির সংবাদ বিশ্বমিডিয়ায় যেনো আসতে না পারে, সে লক্ষ্যে চীনা কর্তৃপক্ষ এই অঞ্চলে কঠোর সেন্সরশীপ চালু করে রেখেছে।

পাবনায় যেভাবে তৈরি হচ্ছে ঘি!

পাবনার ভাঙ্গুড়ায় ভেজাল ঘি'র কারখানার সন্ধান পাওয়া গেছে। সম্প্রতি ওই ভেজাল ঘি কারখানায় উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট অভিযান চালান। ওই সময় প্রায় ৪০ মণ ভেজাল ঘিসহ হাতেনাতে ছয়জনকে আটক করেন। এসময় ভেজাল ঘিয়ের পাশাপাশি ৫ ব্যারেল ভেজাল পাম ওয়েল, ৩৭ কার্টন ভেজাল বাটার ওয়েল, ৪ বস্তা ঘিয়ের ফ্ল্যাভার ও ভেজাল ঘি তৈরির সরঞ্জামাদী জব্দ করা হয়। অভিযানের বিষয়টি টের পেয়ে মূল হোতা ফরিদপুর উপজেলার গোপালনগরের সুলতান শাহের ছেলে শহিদুল পালিয়ে যায়। অভিযানে সহযোগিতা করেছেন ভাঙ্গুড়া থানার এসআই ও তার ফোর্স। পৌর সদরের সরদার পাড়ার শাহ আলমের বাড়িতে এমন ধরনের কাজ হচ্ছে। পাম ওয়েল ও বাটার ওয়েল একত্রে চুলায় জাল দিয়ে মেশানো হচ্ছে ঘিয়ের ফ্ল্যাভার। এখানে নেই কোনো দুধ বা দুগ্ধজাত দ্রব্য। এভাবেই লোক চক্ষুকে ফাঁকি দিয়ে পাবনার ভাঙ্গুড়ায় দীর্ঘদিন ধরে তৈরি হচ্ছিল ভেজাল ঘি। যা স্থানীয় হাট-বাজার ও পাবনা শহরসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে বিক্রি করা হত।

(সূত্র : নয়াদিগন্ত [অন-লাইন সংস্করণ] ২৩ অক্টোবর ২০১৮)

বিশ্বের বৃহত্তম সাগর সেতুর উদ্বোধন করল চীন

বিশ্বের দীর্ঘতম সাগর সেতুর উদ্বোধন করলেন চনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং। সম্প্রতি ঝুহাইতে তিনি সেতুটির উদ্বোধন করেন। ২০০৯ সাল থেকে এ সেতুর কাজ শুরু হয়েছিলো। চীনের মূল ভূখণ্ডের ঝুহাই শহরের সাথে ৫৫ কিলোমিটার দীর্ঘ এ সেতু সংযুক্ত করবে হংকং ও ম্যাকাওকে। প্রতিদ্বন্দ্বী সিলিকন ভেলির মত পার্ল ডেল্টা নদীকে একটি প্রযুক্তি কেন্দ্রে পরিণত করার চীনের একটি বড় ধরনের পদক্ষেপের অংশ এটি। কর্তৃপক্ষ বলছে এর ফলে আগে যেখানে এ পথ পাড়ি দিতে তিন ঘণ্টার মতো সময় ব্যয় হতো, সেক্ষেত্রে এখন লাগবে মাত্র আধা ঘণ্টা।

তবে প্রকৌশলী ও স্থাপত্যের দিক থেকে দুর্দান্ত হলে সেতুটি নিয়ে সমালোচনাও হচ্ছে বিস্তর এবং একে অনেকেই ইতোমধ্যে 'শ্বেতহস্তী' আখ্যায়িত করছে। কারণ সেতুটি নির্মাণে ব্যয় হয়েছে প্রায় বিশ বিলিয়ন ডলার বা দু হাজার কোটি ডলার। আর নির্মাণকালীন নিরাপত্তা নিয়েও ব্যাপক সমালোচনা শুনতে হচ্ছে চীনকে, কারণ নির্মাণ কাজ চলার সময় নিহত হয়েছে ১৮জন শ্রমিক।

সেতুটির বিশেষত্ব : এ সেতুটি দক্ষিণ চীনের গুরুত্বপূর্ণ উপকূলীয় শহর হংকং, ম্যাকাও এবং ঝুহাইয়ের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করবে। শক্তিশালী মাত্রার টাইফুন কিংবা ভূমিকম্প প্রতিরোধী এ সেতুটি তৈরি করতে ব্যবহার করা হয়েছে চার লাখ টন স্টিল, যা দিয়ে ৬০টি আইফেল টাওয়ার নির্মাণ করা সম্ভব। সেতুটির প্রায় ত্রিশ কিলোমিটার পার্ল নদীর ওপর দিয়ে গেছে আর জাহাজ চলাচল অব্যাহত রাখার সুবিধার্থে ছয় দশমিক সাত কিলোমিটার রাখা হয়েছে সাগরের নীচে টানেলে এবং এর দু অংশের মধ্যে সংযোগস্থলে তৈরি করা হয়েছে একটি কৃত্রিম দ্বীপ। আর বাকী অংশ সংযোগ সড়ক, ভায়াডাক্ট আর ভূমিতে টানেল যা ঝুহাই ও হংকংকে মূল সেতুর সাথে যুক্ত করেছে। (সূত্র : আল জাজিরা, বিবিসি সংগ্রাম অন-লাইন, ২৩ অক্টোবর ২০১৮)

صحتك ॥ আপনার স্বাস্থ্য

শীতকালে নিয়মিত হলদি-দুধ খাওয়ার উপকারিতা

শীতকালে আমাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা দুর্বল হয়ে আসে। ফলে ওষুধে রোগ ভালো হওয়ার পরও বারবার অসুস্থ হয়ে পড়ার ঝুঁকি থাকে।

হলুদের আছে শীতকালীন রোগ-বালাই প্রতিরোধের বিস্ময়কর সব ক্ষমতা। আর এ কারণেই হয়তো শীতকালে স্বাস্থ্য ভালো রাখার জন্য আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা শাস্ত্রে শীতকালে প্রতিদিন হলুদের সঙ্গে দুধ মিশিয়ে খাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। আসুন, জেনে নেওয়া যাক! হলদি-দুধ খেলে কীভাবে শরীর সুস্থ থাকে।

১. রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় : যাদের ভাইরাল ইনফেকশনে আক্রান্ত হওয়ার প্রবণতা আছে তাদের জন্য হলদি-দুধ বিস্ময়করভাবে উপকারী হতে পারে। সাধারণভাবে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানোর সেরা ঘরোয়া দাওয়াই হলদি-দুধ। ন্যাচারাল লিভিং আইডিয়াস ডটকম এর মতে প্রতিদিন সকালে বা রাতে ঘুমানোর আগে এক গ্লাস হলদি-দুধ পান করলে সর্দি ও ফ্লু দূরে থাকে।

২. হাঁচি-কাশি হওয়ার আশঙ্কা কমে : হলুদে উপস্থিত অ্যান্টি-ভাইরাল এবং অ্যান্টি-ব্যাকটেরিয়াল প্রপার্টিজ একদিকে যেমন নানাবিধ সংক্রমণে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা কমায়, তেমনি এর মধ্যে থাকা অ্যান্টি-ইনফ্লেমেটরি প্রপার্টিজ রেসপিরেটারি ট্রাক্ট ইনফেকশন এবং সর্দি-কাশির প্রকোপ কমাতেও বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। এই কারণেই তো বছরের এই একটা সময় বাচ্চাদের নিয়মিত হলুদ মেশানো দুধ খাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়ে থাকে, বিশেষত রাতে ঘুমাতে যাওয়ার আগে।

৩. হজম ক্ষমতার উন্নতি ঘটায় : একাধিক গবেষণায় দেখা গেছে নিয়মিত হলুদ মেশানে দুধ খাওয়া শুরু করলে হজমে সহায়ক পাচক রসের ক্ষরণ বেড়ে যায়।

ফলে বদ-হজমের আশঙ্কা যেমন কমে। সেই সঙ্গে গ্যাস-অম্বল এবং অ্যাসিড রিফ্লাক্সের মতো সমস্যা কমাতেও বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। প্রসঙ্গত, গ্যাস্ট্রোইনটেস্টাইনাল ইনফেকশন কমাতেও এই পানীয় বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে।

৪. লিভার টনিক হিসেবে কাজ করে : লিভারকে চাঙ্গা এবং কর্মক্ষম রাখতে হালদি-দুধের কোনও বিকল্প হয় না বললেই চলে। কারণ হলুদের মধ্যে থাকা কার্কিউমিন নামক উপাদানটি লিভারের কর্মক্ষমতা এতটা বাড়িয়ে দেয় যে কোনও ধরনের লিভারের রোগই ধারে কাছে আসতে পারে না। এমনকি ফ্যাটি লিভারের মতো রোগে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কাও কমে। শুধু তাই নয়, হলুদে উপস্থিত বেশ কিছু উপকারি উপাদান লিভারে জমে থাকা বর্জ্য পদার্থ বের করে দিতে বিশেষ ভূমিকা নেয়। ফলে লিভারের কোনও ধরনের ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা একেবারে কমে যায়।

৫. রক্তকে বিষ মুক্ত করে : শরীরকে ডিটক্সিফাই করতে হলুদ বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। আসলে এই প্রাকৃতিক উপাদানটির মধ্যে থাকা কার্কিউমিন, রক্তে উপস্থিত ক্ষতিকর টক্সিক উপাদানদের বের করে দেয়। ফলে ব্লাড ভেসেলের কোনও ধরনের ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা তো কমেই, সেই সঙ্গে নানাবিধ রোগভোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনাও হ্রাস পায়।

৬. ত্বকের সৌন্দর্য বাড়ায় : নিয়মিত হলুদ মেশানো দুধ খেলে ত্বকের ভেতরে থাকা টক্সিক উপাদান বেরিয়ে যায়। সেই সঙ্গে কোলাজেনের উৎপাদন বেড়ে যায়। ফলে ত্বক এত মাত্রায় উজ্জ্বল এবং প্রাণোচ্ছল হয়ে ওঠে যে বলিরেখা কমতে শুরু করে। সেই সঙ্গে ব্রণ, অ্যাকনে এবং কালো ছোপের মতো সমস্যাও কমতে শুরু করে। এক কথায় শীতকালেও যদি ত্বকের সৌন্দর্য ধরে রাখতে চান, তাহলে আজ থেকেই হলুদ দুধ খাওয়া শুরু করুন। দেখবেন উপকার মিলবে। প্রসঙ্গত, বেশ কিছু গবেষণায় দেখা গেছে অ্যাকজিমার মতো ত্বকের রোগের চিকিৎসাতেও হলদি দুধ বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে।

৭. নিমেষে মাথা যন্ত্রণা কমায় : এবার থেকে সাইনুসাইটিস জনিত মাথার যন্ত্রণা হলেই এক কাপ হলুদ মেশানো দুধ খেয়ে নেবেন। দেখবেন কষ্ট কমতে একেবারে সময়ই লাগবে না। কারণ হলুদের ভেতরে থাকা কার্কিউমিন এবং অ্যান্টি ইনফ্লেমেটরি উপাদান শরীরের ভেতরে প্রদাহ কমায়। ফলে মাথা যন্ত্রণা কমতে সময় লাগে না। প্রসঙ্গত, শুধু মাথা যন্ত্রণা নয়, যে কোনও ধরনের ব্যথা কমাতেই এই পানীয়টি বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। আর যেমনটা আপনাদের সবারই জানা আছে যে শীতকালে চোট-আঘাত লাগার আশঙ্কা বাড়ে। তাই এই সময় হলুদ-দুধের সঙ্গে বন্ধুত্ব করা মাস্ট!

৮. জয়েন্ট এবং পেশির ব্যাথাও ভালো করে : ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় হালকা জয়েন্ট পেইন এবং মাংসপেশিতে ব্যথা একটি সচরাচর ঘটনা। হলুদে থাকা প্রদাহরোধী উপাদান এই ব্যথা ভালো করতে পারে। (সূত্র : শীর্ষ খবর ডটকম)

কাশির চিকিৎসায় অ্যান্টিবায়োটিক নয় প্রাকৃতিক উপায়ে সমাধান

সর্দি কাশির চিকিৎসায় অ্যান্টিবায়োটিকের ওপর নির্ভরতা থেকে সরে দাঁড়াতে শুরু করেছেন চিকিৎসকরা। খুঁজছেন প্রাকৃতিক সমাধান। সর্দি কাশি হলেই এখন আর ঘড়ির কাঁটা গুনে অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধ খাওয়া জরুরি নয়।

সে ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় সহায়ক হতে পারে মধু। নতুন এক গবেষণায় এমন তথ্য উঠে এসেছে।

সেখান থেকে জানা যায় কাশির সমস্যায় ভুগছেন তাদের চিকিৎসায় অব্যর্থ ভূমিকা রাখতে পারে এই মধু। যেখানে অ্যান্টিবায়োটিক এতো ভাল কাজ করে না। তবে কাশি বেশিরভাগ সময় দুই থেকে তিন সপ্তাহের মধ্যে আপনা

আপনি ঠিক হয়ে যায়। চিকিৎসকদের উদ্দেশ্যে স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের এই পরামর্শ অতিরিক্ত অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহারের সমস্যা মোকাবিলায় সাহায্য করবে বলে আশা করা হচ্ছে। কেননা অতিরিক্ত অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধের প্রয়োগের ফলে মানুষের শরীর ওষুধ প্রতিরোধী হয়ে পড়ে। ফলে অনেক ধরণের ইনফেকশন সারিয়ে তোলা কঠিন হয়ে যায়।

কাশির সহজ সমাধান : গরম পানিতে সামান্য মধু, লেবুর রস আর আদার রসের মিশ্রণ কফ এবং গলা ব্যথা নিরাময়ের জন্য বহুল প্রচলিত এই ঘরোয়া পানীয়।

যুক্তরাজ্যের ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট ফর হেলথ অ্যান্ড কেয়ার এক্সিলেন্স (এনআইসিই) এবং পাবলিক হেলথ ইংল্যান্ড সম্প্রতি এ সংক্রান্ত নতুন একটি প্রস্তাবিত নির্দেশিকা প্রকাশ করে।

সেখান থেকে জানা যায়, কফের সমস্যা পুরোপুরি সারিয়ে তোলার ব্যাপারে সীমিত কিছু প্রমাণ পাওয়া গেছে যেটা অনেকের কাজে আসতে পারে।

যেসব কফ মেডিসিনে পেলারগোনিয়াম, গুয়াইফেনেসিন বা ডিক্সট্রোমেথরফ্যান উপাদান রয়েছে সেটা বেশ উপকারী হতে পারে।

রোগীদের ঘরোয়া পানীয় তৈরির পাশাপাশি এ ধরণের ওষুধ খাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

চিকিৎসকের কাছে যাওয়ার আগে নিজে নিজে রোগ সেরে ওঠা পর্যন্ত অপেক্ষা করা ভাল বলে জানান তারা।

অ্যান্টিবায়োটিক কেন নয়?

বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ভাইরাসের কারণে এই কাশির সমস্যা হয়ে থাকে। যেটা সব সময় অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে চিকিৎসা করা যায় না। বরং এটি নিজে নিজেই ঠিক হয়ে যায়।

তা সত্ত্বেও আগের গবেষণায় দেখা গেছে যে যুক্তরাজ্যের ৪৮% চিকিৎসক কাশি বা ব্রংকাইটিস রোগের জন্য অ্যান্টিবায়োটিক খাওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন।

পাবলিক হেলথ ইংল্যান্ডের উপ পরিচালক ডাঃ সুজান হপকিন্স বলেছেন : "মানুষের শরীর যদি অ্যান্টিবায়োটিক প্রতিরোধী হয়ে পড়ে তাহলে সেটা বড় সমস্যা তৈরি করতে পারে। অ্যান্টিবায়োটিকের ব্যবহার কমাতে আমাদের এখন থেকেই পদক্ষেপ নিতে হবে।"

"এই নতুন নির্দেশিকাগুলো প্রেসক্রিপশনে অ্যান্টিবায়োটিকের হার কমাতে বড় ধরনের ভূমিকা রাখবে বলে আশা করছেন ডক্টর সুজান।

তিনি মনে করেন, চিকিৎসকদের উচিত ওষুধের ওপর নির্ভরতা কমিয়ে নিজেদের খেয়াল রাখার ব্যাপারে রোগীদের আরও উৎসাহিত করা।

ইংল্যান্ডের প্রধান মেডিকেল কর্মকর্তা প্রফেসর ডেইম স্যালি ডেভিস ইতোমধ্যে অ্যান্টিবায়োটিকের পরবর্তী প্রতিক্রিয়ার ব্যাপারে সতর্ক করেছেন।

তিনি বলেছেন, যদি অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধ কাজ করতে ব্যর্থ হয়, তাহলে রোগের চিকিৎসা করা আরও জটিল হয়ে যায়।

সেইসঙ্গে সাধারণ চিকিৎসা পদ্ধতি যেমন ক্যান্সার এবং অঙ্গ প্রতিস্থাপনের চিকিৎসা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়বে বলে জানান প্রফেসর ডেইম স্যালি।

কখন অ্যান্টিবায়োটিক প্রয়োজন?

নির্দেশিকাগুলো এটাও সুপারিশ করে যে, কাশি যদি বড় ধরণের কোন অসুস্থতার কারণে হয়ে থাকে, অথবা রোগী যদি আরও জটিলতায় আক্রান্ত হওয়ায় ঝুঁকিতে থাকে যেমন দীর্ঘস্থায়ী স্বাস্থ্য সমস্যা বা দুর্বল রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা তখন অ্যান্টিবায়োটিকের প্রয়োজন হতে পারে।

মধু এক্ষেত্রে আদর্শ ওষুধ হলেও এক বছরের বয়সের নীচে শিশুদের মধু খাওয়াতে নিষেধ করেছেন বিশেষজ্ঞরা।

কেননা মধুতে অনেক ধরণের ব্যাকটেরিয়া থাকতে পারে যেটা খেলে শিশুর পেট খারাপের ঝুঁকি থাকে।

ডক্টর টেসা লুইস একজন চিকিৎসক এবং এন্টিমাইক্রোবায়াল প্রেসক্রাইবিং গাইডলাইন গ্রুপের সভাপতি।

তিনি মনে করেন, "যদি কাশি সেরে ওঠার পরিবর্তে দিন দিন খারাপের দিকে যায়, অথবা রোগী যদি খুব বেশি অসুস্থ বোধ করেন বা নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হয়, তাহলে তাদের চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে।"

খসড়া সুপারিশগুলো নতুন অ্যান্টিবায়োটিক নির্ধারণের নির্দেশিকার একটি অংশ যেটা ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট ফর হেলথ অ্যান্ড কেয়ার এক্সিলেন্স (এনআইসিই) এবং পাবলিক হেলথ ইংল্যান্ড যৌথভাবে তৈরি করছে।

জরুরি আবশ্যক

বাংলাদেশ জমঈয়ত আহলে হাদীস কর্তৃক পরিচালিত– বন্দরনগরী চট্টগ্রামে অবস্থিত "মাদরাসা খাইরুল উম্মাহ"-এর জন্য ০১ জন নূরানী প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত, ০১ জন দক্ষ আরবী (দাওরা হাদীস/কামিল) শিক্ষক ও ০১ জন বোর্ডিং সুপার আবশ্যক।

নূরানী প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রার্থীকে পেশায় ন্যূনপক্ষে ০১ (এক) বছর-এর অভিজ্ঞতা থাকতে হবে এবং প্রার্থীদেরকে বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস-এর সাথে সম্পৃক্ত হতে হবে।

বেতন : আলোচনা সাপেক্ষে ॥

যোগাযোগ–

বাংলাদেশ জমঈয়ত আহলে হাদীস

৭৯/ক/৩, উত্তর যাত্রাবাড়ি, ঢাকা-১২০৪।

মোবা: ০১৭২০-১১৩১৮০, ০১৯৯৮ ৮০০ ১৩০

الفتاوى و المسائل \ dvZvIqv I gvmwqj

জিজ্ঞাসা ও জবাব

–ফাতাওয়া বোর্ড, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস

প্রশ্ন ০১ : ওযূ করে আমি ফর্‌য গোসলে যাই। ফর্‌য গোসলকালেও কি আমার নাকে পানি নেয়া ও মুখে পানি নিয়ে কুলি করার প্রয়োজন আছে?

মো: মোস্তাকিম আহাম্মেদ সাওন
টঙ্গি, গাজীপুর।

জবাব : নাকের ভেতরভাগ এবং মুখের অভ্যন্তরভাগ উভয়টি শরীরের এমন অংশ যাতে পানি না পৌঁছালে আপনার গোসল শুদ্ধ হবে না। সূরা আল মায়িদার মধ্যে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন–

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوْا﴾

অর্থ : "যদি তোমরা অপবিত্র হয়ে যাও তাহলে তোমরা গোটা দেহকে পবিত্র করে নাও।"[১১৭]

প্রশ্ন ০২ : আমি নিয়মিত সলাত আদায় করি কিন্তু সুদের লেন-দেনের প্রতিষ্ঠানে চাকুরী করি। এটি নিয়ে আমার সন্দেহ সব সময় কাজ করে। বিষয়টি সঠিক ফায়সালা দিয়ে ধন্য করবেন।

মো. হাসান জামিল
চণ্ডিপুর, ঝিনাইদহ।

জবাব : সুদের লেন-দেনের প্রতিষ্ঠানে চাকুরী করা বৈধ নয়, সেটি ব্যাংক, বীমা বা অন্য যে কোন ধরনের প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা হোক। এই কাজ পাপ ও সীমা লংঘনের সাহায্য করার অন্তর্ভুক্ত। এ মর্মে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوْا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ﴾

অর্থ : "তোমরা পুণ্য ও আল্লাহভীতি কাজে পরস্পর সহযোগিতা করো, এবং পাপ ও সীমা সঙ্ঘনের কাজে পরস্পর সহযোগিতা করো না। তোমরা আল্লাহকে ভয় করো। নিশ্চয় আল্লাহ শাস্তি দানে কঠোর।"[১১৮]

সুদ ভয়াবহ ধ্বংসাত্মক পাপ। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সুদের বিরাট পাপের কথা বলেছেন নিম্নোক্ত হাদীসে–

«دِرْهَمٌ رِبًا يَأْكُلُهُ الرَّجُلُ وَهُوَ يَعْلَمُ أَشَدُّ مِنْ سِتَّةٍ وَثَلَاثِيْنَ زِنْيَةً».

অর্থ : "সুদের একটি দিরহাম (টাকা) জেনে শুনে কোন ব্যক্তি খেলে তা ছত্রিশবার ব্যভিচার করার চেয়েও মারাত্মক।"[১১৯]

সুদের সর্ববিধ পাপের কথা মহানাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর হাদীসে এভাবে এসেছে–

«لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ آكِلَ الرِّبَا، وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ» وَقَالَ : «هُمْ سَوَاءٌ».

অর্থ : "রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অভিশম্পাত করেছেন সুদখোর, সুদদাতা, সুদের লেখক ও সুদের সাক্ষী দু'জনকে। তিনি আরও বলেন, তারা সমান অপরাধী।"[১২০]

আল্লামা বিন বায (রাহিমাহুল্লা-হ) সুদি কাজ কারবারে কোনরূপ সাহায্য সংস্রব প্রসঙ্গে বলেন, "এটা পরিজ্ঞাত যে, সুদ সবচেয়ে বড় পাপগুলোর অন্যতম। সুদী কারবার ও এর প্রতিষ্ঠানের সাথে সাহায্য ও সহযোগিতার সম্পর্ক রাখা অবৈধ।"[১২১]

প্রশ্ন ০৩ : আমার কলেজের কয়েকজন হিন্দু বন্ধু রয়েছে। তাদের পূজা পার্বনে আমাকে আমন্ত্রণ করে, আমি কিছু না খেলেও তাদের সাথে তাদের পূজা অনুষ্ঠানে সৌজন্য দেখা করে আসি– এটাতে কি আমার পাপ হবে? ইরফান

জগতি, কুষ্টিয়া।

জবাব : কলেজে বা ব্যবহারিক জীবনে হিন্দুদের সাথে সৌজন্য সম্পর্ক রক্ষা ছাড়া আন্তরিক কোন সম্পর্ক রাখা হারাম। তাদের পূজা পার্বনে সৌজন্য গমন হারাম এবং শির্‌কী কাজে সাহায্যের শামিল। এটি শির্‌ক ও কুফ্‌রী কাজে ঘৃণা না করে সমর্থনের নামান্তর।

আপনার উপর ওয়াজিব হলো তাদের ধর্মীয় পূজা পার্বণকে সর্বান্তকরণে ঘৃণা করা। যেমনটি ইব্‌রা-হীম ('আলাইহিস্ সাল্লাম)-এর ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেন–

﴿قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِيْ إِبْرَاهِيْمَ وَالَّذِيْنَ مَعَهُ إِذْ قَالُوْا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتّٰى تُؤْمِنُوْا بِاللهِ وَحْدَهُ﴾

অর্থ : "তোমাদের জন্য ইব্‌রা-হীম ও তার সাথীগণের মধ্যে চমৎকার আদর্শ রয়েছে। তারা তাদের সম্প্রদায়কে বলেছিল তোমাদের সাথে ও তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যার পূজা করো তার সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। আমরা তোমাদের মানি না। তোমরা এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করলে তোমাদের মধ্যে ও আমাদের মধ্যে চির শত্রুতা থাকবে।"[১২২]

---

[১১৭] সূরা আল মায়িদাহ্ ৫ : ৬।
[১১৮] সূরা আল মায়িদাহ্ ৫ : ২।
[১১৯] মুসনাদ আহমদ- হা: ৫/২২৫, মা: শা:, হা: ২১৯৫৭; সহীহুল জামি'- আল্লামা আলবানী, হা: ৩৩৭৫।
[১২০] মুসলিম- হা/১৫৯৮, আবূ দাউদ- হা/৩৩৩৩।
[১২১] কিতাবুদ দা'ওয়াত- শাইখ বিন বায : ১/১৪৬।
[১২২] সূরা আল মুমতাহিনাহ্ : আয়াত/৪।

সুতরাং আপনি হিন্দু সহপাঠির সাথে আন্তরিক কোন সম্পর্ক রাখতে পারবেন না। তাদের পূজা পার্বনে অংশগ্রহণ করে সৌজন্য প্রদর্শন করতে গেলে আপনার ঈমান বিনষ্ট হয়ে যাবে। কাজেই যাওয়া যাবে না।

প্রশ্ন ০৪ : হাদীসে শুনেছি– মানুষের মৃত্যুর পরও উপকারী 'ইল্মের সওয়াব তারা পেতে থাকবে। আমার প্রশ্ন– এই মর্যাদা কী শুধু 'আলেম ব্যক্তির জন্য খাস, না-কি অন্যান্যরা তা অর্জন করতে পারবে? সুমাইয়া
কাউলা, ঢাকা।

জবাব : উপকারী 'ইল্মের সাওয়াব বান্দা দুনিয়াতে অর্জন করে এবং এর ধারা তার মৃত্যুর পরেও অব্যাহত থাকে। সেই উপকারী 'ইল্ম 'আলেম ব্যক্তির শিক্ষাদান ও বই পুস্তকাদি লিখনের মাধ্যমে অর্জিত হতে পারে। যে ব্যক্তি 'ইল্মকে জনগণের কাছে প্রচারের ব্যবস্থা করেন তিনিও লাভ করবেন। যিনি সে সব প্রকাশে সহযোগিতা করবেন এমনকি সাধ্যনুযায়ী সে সব প্রকাশে ত্যাগ স্বীকার ও অংশ গ্রহণ করবেন সকলেই পাবেন।[১২৩]

এতদসংক্রান্ত প্রসিদ্ধ হাদীসটি হলো– "আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন,

"إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ : إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوْ لَهُ".

অর্থ : "মানুষ যখন মারা যায় তার 'আমলের ধারা ছিন্ন হয়ে যায় তিনটি 'আমল ব্যতীত। (১) সাদাক্বাহ্ জারিয়া, (২) উপকারী 'ইল্ম, (৩) নেক সন্তান যে তার জন্য দু'আ করে।"[১২৪]

উক্ত হাদীসে উপকারী 'ইল্মের সওয়াব লাভের বিষয়টি 'আলেম ব্যক্তির সাথে খাস করা হয়নি, বরং তা ব্যাপক রাখা হয়েছে।

প্রশ্ন ০৫ : আমাদের সমাজে চুল কাটার ক্ষেত্রে বিশেষত যুবকরা বিভিন্ন ফ্যাশন ধারণ করে। মাথার একদিক দিয়ে অনেক ছোট, আবার অন্যদিক দিয়ে বেশ লম্বা করে চুল রাখে, এ বিষয়ে কিছু জানালে উপকৃত হব।
ডা: আরিফুল ইসলাম, বগুড়া।

জবাব : চুল যথেচ্ছা ছোট বড় রাখা নিষিদ্ধ। এই মর্মে নিম্নোক্ত হাদীসটি দলীল সমৃদ্ধ।

عَنْ عَبْدُ اللهِ ابْنِ عُمَرَ، «أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنِ القَزَعِ»، وَقَالَ : «احْلِقُوْهُ كُلَّهُ، أَوِ اتْرُكُوْهُ كُلَّهُ».

অর্থ : "ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু) হতে বর্ণিত। নাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বিক্ষিপ্তভাবে চুল কাটতে নিষেধ করেছেন এবং বলেছেন, হয় পুরো চুল ফেলে দাও অথবা পুরু চুল রেখে দাও।"[১২৫]

হাদীসে বর্ণিত– "আলফায" হলো মাথার এক পাশের চুল মুণ্ডন করে ফেলা বা মাথার মাঝখানে মুণ্ডিত করা, আবার এক পাশের চুল পুরো রেখে দেয়া-যেটি অনেক খ্রিস্টান করে থাকে। আবার অনেকে মূর্খদের মতো মাথার দু'পাশ মুণ্ডন করে মাঝখানে চুল রেখে দেয়, কিংবা মাথার সম্মুখভাগে চুল ফেলে দেয় এবং পেছনের চুল রেখে দেয়।[১২৬]

মাথার পেছন দিকের চুল ফেলে দেয়ার ব্যাপারে ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল (রাহিমাহুল্লা-হ)-কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, এটা হলো অগ্নী পূজকদের কাজ, যে তাদের সাদৃশ্য করবে, সে তাদেরই একজন বলে গণ্য হবে।[১২৭]

মাথার কিছু চুল অন্য চুলের চেয়ে লম্বা বড় করে রাখা বৈধ নয়।[১২৮]

প্রশ্ন ০৬ : আমাদের এলাকার কিছু মুসল্লী দূরের কোন মাসজিদে গিয়ে জুমু'আর সালাত আদায় করে ভালো খুতবাহ্ শুনার জন্য। আমার প্রশ্ন নিজের মহল্লার মাসজিদ ছেড়ে দূরের মাসজিদে গিয়ে সলাত আদায় বৈধ হবে কী না? মো. আব্দুল্লাহ
জয়দেবপুর, গাজীপুর।

জবাব : কোন মুসল্লী ব্যক্তি দূর দূরান্তের কোন মাসজিদে ভালো 'আলেম ব্যক্তির খুতবাহ্ শুনতে গেলে তাতে অবৈধতার কিছু নেই, বরং 'ইল্ম অর্জনের আকাঙ্খা ও পথ চলার কারণে তিনি সওয়াব লাভ করবেন। তবে অবশ্যই তিনি যে মাসজিদে যাবেন সে মাসজিদের খুতবাহ্ কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে সঠিক খুতবাহ্ হতে হবে। কোন সুরেলা বাগ্মী ব্যক্তির বক্তৃতা শুনার জন্য হলে সেখানে গমন সঠিক হবে না। ভণ্ড বক্তার খুতবাহ্ শুনতে যাওয়া ভ্রষ্ট কাজ ও অবৈধ হবে। [মূসা ('আলাইহিস্ সাল্লাম) 'ইল্ম অন্বেষায় খাযির ('আলাইহিস্ সাল্লাম)-এর সন্ধানে দুই সমুদ্রের মিলনস্থলে সফর করেছিলেন। আমাদের নাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাহাবীগণ এবং পরবর্তী সময়ে 'ইল্ম অন্বেষনকারীগণ দেশ-দেশান্তর 'ইল্ম হাসিলের অভিপ্রায়ে ছুটেছেন। এতদসম্বন্ধে নাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেছেন–

[১২৩] ফাতওয়া আল লাজনা আদ্ দায়িমা : ফাতওয়া নং/২৬০০২।
[১২৪] সহীহ মুসলিম- হা/১৬৩১।
[১২৫] আবূ দাউদ- হা/৪১৯৫।
[১২৬] শারহুল ইকনা (কাশ শাফুল কি না) বাহওয়াতী, ১/৭৯।
[১২৭] ফাতাওয়া উলামায়ে বলাদিল হারাম : ৬১৭/৬১৭ পৃ:।
[১২৮] ফাতাওয়া আল লাজনা আদ্ দায়িমা- পৃ: ৬১৭।

مَنْ سَلَكَ طَرِيْقًا يَلْتَمِسُ فِيْهِ عِلْمًا، سَهَّلَ اللهُ لَهُ بِهِ طَرِيْقًا إِلَى الْجَنَّةِ.

অর্থ : "ইল্‌মের সন্ধানে যে ব্যক্তি পথ চলে, তার জন্য আল্লাহ তা'আলা জান্নাতের পথকে সহজ করে দেন।"[১২৯]

প্রশ্ন ০৭ : আমাদের গ্রামে একজন কবিরাজ রয়েছে। সে নাকি জিনের মাধ্যমে রোগের চিকিৎসা করে। এ ধরনের চিকিৎসা পদ্ধতি কতটুকু বৈধ? আবিদুর রহমান আযাদ পুঠিয়া, রাজশাহী।

জবাব : জিন্ ধরা, জাদুগ্রস্ত ইত্যাদি রোগী ব্যক্তিকে কুরআনের আয়াত এবং বৈধ উপায়ে চিকিৎসা দেয়া সঠিক। জিন্ হাজির করে তাদের শরনাপন্ন হয়ে অজ্ঞাত সব পদ্ধতির চিকিৎসা জায়িয নয়।

প্রকৃতপক্ষে এ সকল পদ্ধতি অবলম্বন গাইরুল্লাহকে আহ্বানের শামিল এবং গাইরুল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়ার মধ্যে গণ্য যা হারাম। জাবির (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

سُئِلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنِ النُّشْرَةِ فَقَالَ : «هُوَ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ».

অর্থ : "নাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে জাদু, জিন্, গণক ইত্যাদির চিকিৎসা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, এ হলো শয়ত্বানের কাজ।"[১৩০]

সকল রোগের চিকিৎসা কুরআন হাদীসের দেখানো দু'আ এবং চিকিৎসা বিজ্ঞানের পরিগৃহিত ব্যবস্থাপনার আলোকে হতে হবে। জিনের আশ্রয় গ্রহণ, জাদুকরের শরণাপন্ন হওয়া এবং হারাম দ্রব্য দিয়ে চিকিৎসা নেয়া ইত্যাদী সবই অবৈধ পন্থা। এ প্রসঙ্গে নাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ইরশাদ হলো–

«لَا بَأْسَ بِالرُّقَى مَا لَمْ تَكُنْ شِرْكًا».

অর্থ : "ঝাড়ফুঁকের চিকিৎসায় সমস্যা নেই, তাতে শির্ক না থাকলে।"[১৩১]

নাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আরও বলেন,

عِبَادَ اللهِ تَدَاوَوْا، «وَلَا تَدَاوَوْا بِحَرَامٍ».

অর্থ : "আল্লাহর বান্দাগণ! তোমরা চিকিৎসা গ্রহণ করো, তবে তোমরা হারাম দ্বারা চিকিৎসা গ্রহণ করো না।"[১৩২]

প্রশ্ন ০৮ : যদি সলাত অবস্থায় কোন ব্যক্তির ওযূ ছুটে যায় তাহলে সে মুক্বাদিদের সামনে দিয়ে কিভাবে আসবে? দলীলসহ জানাবেন। মাওলানা আতাউর রহমান খত্বিব- মনিপুর বাজার জামে মাসজিদ, গাজীপুর।

জবাব : সলাতে যার ওযূ ভেঙ্গে যায় সেই মুসল্লী যেই কাতারেই থাকুক তার করণীয় হলো সলাত ছেড়ে বের হয়ে আসা। নাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেছেন–

«لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ».

অর্থ : "তোমাদের যার ওযূ ছুটে যায়, তার সলাত আল্লাহ তা'আলা কবূল করেন না, ওযূ না করা পর্যন্ত।"[১৩৩]

নাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আরও বলেন–

«فَلَا يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيْحًا».

অর্থ : "আওয়াজ না শুনলে অথবা গন্ধ না পেলে সলাত থেকে সরবে না।"[১৩৪]

জামা'আতে ইমাম মুক্বাদীগণের সুতরা হন। জামা'আতে সলাত চলাকালীন সময়ে কোন মুসল্লির ওযূ ছুটে গেলে সেই মুসল্লী প্রয়োজনে অন্যান্য মুসল্লীগণের সম্মুখ দিয়ে মাসজিদের বাইরে আসবেন। এই মর্মে ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু)-এর মুসল্লীগণের সম্মুখ দিয়ে জামা'আতের সময় অতিক্রম করার হাদীসটি প্রণিধান যোগ্য।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ ﷺ أَنَّهُ قَالَ : أَقْبَلْتُ رَاكِبًا عَلَى حِمَارٍ أَتَانٍ، وَأَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزْتُ الِاحْتِلَامَ، وَرَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي بِالنَّاسِ بِمِنًى إِلَى غَيْرِ جِدَارٍ، فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصَّفِّ، فَنَزَلْتُ وَأَرْسَلْتُ الْأَتَانَ تَرْتَعُ، وَدَخَلْتُ فِي الصَّفِّ، فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيَّ أَحَدٌ.

'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হুমা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, (মাক্কা বিজয়ের সময়) যখন আমি বালেগ হওয়ার নিকটবর্তী; সে সময় আমি একটি মাদী গাধার উপর সওয়ার হয়ে এসেছিলাম। দেয়াল ছাড়া অন্য কোন কিছুর দিকে নাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মিনায় সাহাবাদেরকে নিয়ে নামায আদায় করেছিলেন। আমি সওয়ারীর উপর আরোহণ করে কাতারের কিছু অংশের সম্মুখ দিয়ে চলে গেলাম, তারপর সওয়ারী থেকে অবতরণ করে সেটিকে চরাতে ছেড়ে দিয়ে নিজে কাতারে

[১২৯] সহীহ মুসলিম- হা/২৬৯৯।
[১৩০] মুসনাদ আহমদ- হা: ৩/২৯৪, আবূ দাউদ- হা/৩৮৬৮।
[১৩১] সহীহ মুসলিম- হা/২২০০, আবূ দাউদ- ৩৮৮৬।
[১৩২] আবূ দাউদ- হা/৩৮৭৪।
[১৩৩] বুখারী- হা/৬৪৪০, ৬৯৫৪, মুসলিম- হা/৩৩০।
[১৩৪] সহীহুল বুখারী- ১/৪৩, হা: ১৭৭।

দাঁড়িয়ে গেলাম, কিন্তু আমার এ কাজে কেউই অসম্মতি জ্ঞাপন করেননি।[১৩৫]

প্রশ্ন ০৯ : আমাদের গ্রামে কোন কোন নারীর স্বামী বিদেশে থাকেন। এসব নারীদের কেউ কেউ নিজ ইচ্ছামত মার্কেটে যান কিংবা অন্যত্র গমন করেন। আমার প্রশ্ন হলো– নারীরা স্বামীর অনুমতি ছাড়া ইচ্ছামত যত্রতত্র গমন করতে পারেন কি না? মো. আবূ জাফর
বুড়িচং, কুমিল্লা।

জবাব : বিশেষ প্রয়োজনে নারীর বাইরে গমন করতে হলে বিবাহিতা নারীর বেলায় স্বামীর অবগতি ও অনুমতি থাকা প্রয়োজন। ফিতনা ও পাপাচারপূর্ণ স্থানে গমন থেকে তাকে বিরত থাকতে হবে। নারীর সার্বিক কর্মকাণ্ড ও চলাচলে তার স্বামীর কর্তৃত্বের অধিকার প্রতিষ্ঠা করে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿الرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾

অর্থ : "পুরুষ নারীর উপর কর্তৃত্বশীল, কারণ আল্লাহ তাদের একজনকে অপরজনের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন।"[১৩৬]

নারীর উপর পুরুষের কর্তৃত্বের অধিকারের স্বীকৃতি দিয়ে আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِيْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ﴾

অর্থ : "নারীদের তেমনি ন্যায়সংগত অধিকার আছে যেমন আছে তাদের উপর পুরুষদের। কিন্তু নারীদের উপর পুরুষদের মর্যাদা রয়েছে। আল্লাহ মহা পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়।"[১৩৭]

উপরিউক্ত আয়াতদ্বয় হতে প্রমাণিত হয় যে, নারী তার অধিকার লাভ করবে বটে, কিন্তু সে কাজকর্মে স্বেচ্ছাচারী এবং চলাফেরায় যথেচ্ছাচারী হতে পারবে না। এসবে অবশ্যই তাকে তার স্বামীর নিয়ন্ত্রণ মেনে চলতে হবে। অন্যথায় ফিতনা, অশ্লীলতা এবং পরকিয়ার মতো নোংরা ব্যাধি সমাজে ব্যাপক হয়ে উঠবে।

প্রশ্ন ১০ : আমাদের গ্রামের জনৈক ব্যক্তি তাবিয-কবয, পানি পড়া, টিকটিকির ডিম ইত্যাদির মাধ্যমে তদবীর প্রদান করে থাকেন। তিনি মাঝে মাঝে স্থানীয় মাসজিদে আযান দেয়া এমন কি ইমামতির দায়িত্বও পালন করে থাকেন। এমতাবস্থায় তার ইমামতিতে সালাত আদায় করা যাবে কী? এমন ব্যক্তির মৃত্যুতে তার জানাযা আদায় করা বা শরীক হওয়া যাবে কী? দলীলসহ বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত করবেন। মুহাম্মদ আব্দুল বারী
বোধখানা, যশোর

জবাব : উপরিউক্ত ব্যক্তির কর্মকাণ্ড শির্কের সাথে যুক্ত। উপরন্তু তদবীরে টিকটিকির ডিম ব্যবহার করা হারাম। কুরআনের আয়াত কিংবা নাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর হাদীসের দু'আ পড়ে বা উত্তম কালাম পড়ে পানিতে ফুঁ দিয়ে তা আরোগ্যের জন্য ব্যবহার বৈধ। কুরআন কারীম ও শরী'আহ সিদ্ধ দু'আ দ্বারা তাবিয-কবয লিখলে তার পিছনে সলাত বৈধ হবে, এতদ্ ভিন্ন শির্ক ও কুফ্রী-কালাম যুক্ত তাবিয লিখলে তার পিছনে সলাত হবে না। নাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেছেন,

«مَنْ تَعَلَّقَ تَمِيْمَةً فَقَدْ اَشْرَكَ».

যে ব্যক্তি তাবিয ঝুলাল সে শির্ক করল।[১৩৮]

«إِنَّ الرُّقَى، وَالتَّمَائِمَ، وَالتِّوَلَةَ شِرْكٌ».

"নিশ্চয়ই ঝাড়ফুঁক, তাবীয ও পরস্পর প্রেম-ভালবাসা সৃষ্টির জন্য কোন কিছু তৈরি করা শির্ক।"[১৩৯]

«إِنَّ اللهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالدَّوَاءَ، وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً فَتَدَاوَوْا وَلَا تَدَاوَوْا بِحَرَامٍ».

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা রোগ এবং প্রতিষেধক দিয়েছেন এবং প্রত্যেক রোগের প্রতিষেধকও দিয়েছেন। সুতরাং তোমরা প্রতিষেধক গ্রহণ করো; তবে হারাম দিয়ে প্রতিষেধক গ্রহণ করো না।"[১৪০]

উল্লেখ্য যে, ফাতাওয়া আল্ লাজনা আদ্ দায়িমাতে লেখা হয়েছে– এটিই যথার্থ মত যে, কুরআনের আয়াত দিয়ে তাবিয লেখাও নিষিদ্ধ। কারণ তাবিয ব্যবহারের নিষিদ্ধতা আমভাবে বর্ণিত হয়েছে। এটি নিষিদ্ধ মানলে কঠিন শির্কের পথও বন্ধ হয়, অনিষ্ট থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। তাছাড়া ঘুমের সময়, পায়খানায় ইত্যাদি সময়ে তাবিয সঙ্গে ধারণ করা হয়ে থাকে।[১৪১]

শির্কী কথা ও শির্কী কর্মের সমন্বয়ে যে ব্যক্তি তাবিয লিখবে তার পিছনে সলাত পড়া যাবে না।[১৪২] এ ধরনের ব্যক্তিকে কুফ্র ও শির্কে নিমজ্জিত জানতে হবে। ###

---

[১৩৫] সহীহুল বুখারী- হা: ৪৯৩।
[১৩৬] সূরা আন্ নিসা : আয়াত/৩৪।
[১৩৭] সূরা আল বাক্বারাহ্ : আয়াত/২২৮।
[১৩৮] মুসনাদ আহমাদ- ৪/১৫৬ পৃ:।
[১৩৯] সুনান আবূ দাউদ- হা: ৩৮৮৩।
[১৪০] আবূ দাউদ- হা/৩৮৭৪।
[১৪১] ফাতাওয়া আল লাযনা আদ্ দায়িমা- ১/২১২।
[১৪২] প্রাগুক্ত- ৩/৬৫।

المقالة الرئيسية \ c"Q` cwiwPwZ

আমেরিকার প্রথম মাসজিদ

–এম. জি. রহমান

'আমেরিকায় মুসলিমদের বসবাস চারশ' বছরের পুরনো হলেও মাসজিদ নির্মাণের ইতিহাস একশ বছরের কিছু বেশি! ব্যাপারটি বিস্ময়কর বটে! তবে ধারণা করা হয়, এর আগে ঘর-দরজা বিশিষ্ট মাসজিদ না থাকলেও আমেরিকায় এমন অনেক অজানা স্থান রয়েছে, যেখানে মুসলিমরা আল্লাহ্ তা'আলার সামনে সাজদাবনত হয়েছে।

তুরস্কের প্রেসিডেন্ট এরদোগান বলেছেন, কলম্বাসের তিনশ বছর আগেই মুসলিমরা আমেরিকা আবিষ্কার করেন। কলম্বাসের একটি ডায়েরির উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি বলেন, 'ইসলাম ও লাতিন আমেরিকার পরিচয় হয়েছে বারো শতাব্দী থেকে। ১১৭৮ সালে মুসলিমরা আমেরিকা আবিষ্কার করেছে, ক্রিস্টোফার কলম্বাস নন।' (বিবিসির বরাতে দৈনিক যুগান্তর : ১৭-১১-২০১৪)

ঐতিহাসিকদের দাবি হলো, আমেরিকায় মুসলমানদের বসবাস প্রায় চারশ' বছর ধরে। আফ্রিকা থেকে দাস আগমনের মধ্য দিয়ে ১৭ শতকে আমেরিকায় মুসলিমদের আগমন ঘটে। গবেষকরা অনুমান করেন, এক-চতুর্থাংশ থেকে এক-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রে আনা দাস ছিল মুসলিম। তবে সেখানে ক্রীতদাসদের ধর্মীয় স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। অনেকে নির্যাতনের ভয়ে গোপনে তাদের বিশ্বাসের চর্চা করেছে। এমনকি কেউ কেউ তাদের সন্তানের কাছেও নিজের ইমান ও বিশ্বাসের কথা প্রকাশ করেনি। এই তথ্য দিয়েছে TEACHING TOLERANCE নামে আমেরিকার একটি ওয়েবসাইট।

ব্রুকলিন মাসজিদ : ১৯০৭ সালে নির্মিত ব্যস্ততম নিউইয়র্ক শহরের ব্রুকলিনে ওয়াশিংটন হাইটসের এক শান্ত-নিরিবিলি রাস্তার পাশে আমেরিকার প্রাচীনতম মাসজিদটির অবস্থান। উনিশ শতকের গোড়ার দিকে নির্মিত দ্বিতলা বিশিষ্ট মাসজিদটি সাদা কাঠের সরু টুকরো দিয়ে আচ্ছাদিত এবং আনুভূমিক আকৃতির। বাল্টিক রাষ্ট্র লিথুয়ানিয়া, পোল্যান্ড ও বেলারুশের শ্বেতাঙ্গ তাতার জনগোষ্ঠীর মুসলিমদের দ্বারা মাসজিদ প্রতিষ্ঠিত হয়। তাতার জনগোষ্ঠীর এই অভিবাসীরা সম্মিলিতভাবে গীর্জা হিসেবে ব্যবহৃত এই ভবনটি ক্রয় করে একে মাসজিদে রূপান্তরিত করে।

ডাকোটা মাসজিদ : কানাডার সীমান্তে অবস্থিত নর্থ ডাকোটা মাসজিদ আমেরিকার দ্বিতীয় প্রাচীনতম মাসজিদ। ১৯২৯ সালে আমেরিকায় অভিবাসী সিরীয় ও লেবানিজদের দ্বারা মাসজিদটি নির্মিত হয়। চারটি সরু মিনার ও একটি গম্বুজের সমন্বয়ে নির্মিত মাসজিদটি ১৯৭৯ সালে ভেঙে পড়েছিল। ২০০৫ সালে এটিকে পুনরায় নির্মাণ করা হয়। মাসজিদটির আধুনিক কাঠামোটি নির্মাণ অত্যন্ত সহজ। ইটের তৈরি চতুর্ভূজ আকারের বিল্ডিংটিতে চারটি কৃত্রিম মিনার এবং তামার তৈরি ছোট আকারের একটি গম্বুজ রয়েছে। ১৯৭৯ সালে এটির মূল কাঠামো ভেঙ্গে যায়। পুনর্নির্মিত মাসজিদটির অনেক কিছুই মূল কাঠামোর সঙ্গে মিল নেই। আধুনিক এই মাসজিদটির অভ্যন্তর ভাগও সমানভাবে অত্যন্ত সাধারণ। এতে কোনো জানালা এবং কেবলার দিক নির্দেশ করার জন্য কোনো মেহেরাব নেই। এতে বিছানো কার্পেট অটোমান অঞ্চল থেকে আনা হয়েছিল।

মাদার মস্ক : ১৯৩৪ সালে নির্মিত 'মাদার মস্ক' আমিরেকির স্বীকৃত প্রথম মাসজিদ। মাদার মস্কের আগে আরো মাসজিদ নির্মাণ হলেও এটাকেই কেন 'প্রথম মাসজিদ' বলা হয়? এর কারণ প্রথমতঃ মাসজিদটি নির্মাণ হওয়ার পর থেকে আজও চলমান আছে, মধ্যখানে কখনো বন্ধ হয়নি। অথচ ১৯২৯ সালে মির্মিত নর্থ ডাকোটার মাসজিদটি এক সময় বন্ধ হয়ে যায়। দ্বিতীয়তঃ সরকারের স্বীকৃতি ও অনুমোদন নিয়ে নির্মিত মাসজিদগুলোর মধ্যে মাদার মস্কই আমেরিকার প্রথম মাসজিদ।

মাদার মাসজিদ ইংরেজি Mother Mosque of America বা Moslem Temple মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের Cedar Rapids, Iowa শহরে অবস্থিত একটি মাসজিদ। মার্কিন ইতিহাসে এখন পর্যন্ত টিকে থাকা সবচেয়ে প্রাচীন মাসজিদ। মাসজিদটি যে ভবনে অবস্থিত সেটি এক সময়ে The Rose of Fraternity Lodge নামে পরিচিত ছিল। প্রথম নির্মাণে মাসজিদটি ১১১ মিটার প্রশস্ত ছিল কিন্তু পুনঃনির্মাণ করার সময়ে তা ২৪ মিটারের মধ্যে রাখা হয়। সম্প্রতি মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ইসলামবিরোধী বক্তব্য দেওয়ার প্রেক্ষাপটে ওই মাসজিদের ইমাম সাহেব ট্রাম্পকে মাসজিদে এসে মুসলিমদের কার্যক্রম দেখার আহ্বান জানান। টাইম ম্যাগাজিন তাদের অনলাইনে খবরটি এভাবে দিয়েছে– Oldest Mosque in America Invites Donald Trump to Visit. (যুক্তরাষ্ট্রের প্রাচীন মাসজিদ ডোনাল্ড ট্রাম্পকে মাসজিদে আসার আহ্বান জানিয়েছে)। সেই খবরের মধ্যেও এই মাসজিদকে যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম মাসজিদ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। মাসজিদটি রোজ অব ফ্রেটারনিটি লজ এবং মুসলিম টেম্পল হিসেবেও পরিচিত।

উনিশ শতকের প্রথমদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ইমিগ্রেশন বা অভিবাসীবিষয়ক কোনো আইন ছিল না। যে কোনো ব্যক্তি মাত্র ৫০ সেন্ট পরিশোধ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক হতে পারত। ১৮৯৭ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকার সে দেশের নির্দিষ্ট এলাকায় অন্যান্য দেশের নাগরিকদের বসবাস করার অনুমতি দেয়। তখন থেকেই মুসলিমরা নিজেদের বিভিন্ন কমিউনিটি গড়ে তোলে। মুসলিম অভিবাসীরা আমেরিকায় আসা শুরু করলে তারা এমন একটি জায়গা খোঁজ করে, যাকে তারা 'আপন ঘর' বলতে পারে। তারা সে জায়গাটি খুঁজে পায় নর্থ ডাকোটায়। ১৮৯৯ সালে হাসান জুমু'আহ্ সিরিয়া ও অন্যান্য দেশ থেকে যুক্তরাষ্ট্রের নর্থ ডাকোটা অঙ্গরাজ্যে (North Dakota) আগত প্রায় বিশ-ত্রিশটি মুসলিম পরিবারের সমন্বয়ে গঠিত একটি কমিউনিটির নেতৃত্ব দেন। পরে সেখানে প্রায় তিনশ' মুসলিম পরিবার বসবাস করে। ১৯২৯ সালে নর্থ ডাকোটায় তারা একটি মাসজিদ নির্মাণ করেন। পরে অর্থকষ্টে মুসলিমরা ওই অঞ্চল ছেড়ে চলে যায়। স্থায়ী কোনো ইমাম ছাড়াই পরিচালিত হওয়া মাসজিদটি ১৯৩০ সালের দিকে ব্যবহারের অনুপোযোগী হয়ে পড়ে। তারপর অনেকেই ধরে নিয়েছিল আদি এই মাসজিদটি বন্ধ হয়ে গেছে। কিন্তু ৮০ বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর মুসলিমদের আনাগোনায় এ জায়গাটি আবার প্রাণচাঞ্চল্য ফিরে পায়। ২০০৫ সালে মাসজিদটি পুনরায় নির্মাণ করা হয়। প্রথম মাসজিদটি চারদিক থেকে ১১১ মিটার প্রশস্ত থাকলেও পরে তা ২৪ মিটারে ছোট পরিসরে নির্মাণ করা হয়। বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রে প্রায় দুই সহাস্রাধিক মাসজিদ রয়েছে। (সূত্র : উইকিপিডিয়া, ইসলামী বার্তা, কালের কণ্ঠ- অন-লাইন, **RTNN**)

জরুরী নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস, মীরপুর শাখা কর্তৃক পরিচালিত ঐতিহ্যবাহী 'মাদরাসা দারুস সুন্নাহ'-এর জন্য নিম্নবর্ণিত পদসমূহে জরুরি ভিত্তিতে শিক্ষক ও শিক্ষিকা নিয়োগ দেয়া হবে –ইন্‌শা-আল্লাহ। আগ্রহী প্রার্থীকে শিক্ষাগত যোগ্যতার মূল সনদ-পত্র সহ আগামী ২৪ নভেম্বর ২০১৮ইং, সকাল ০৯.০০ ঘটিকায় মাদরাসার অফিস কক্ষে লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষায় উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

পদসমূহ	সংখ্যা	শিক্ষাগত যোগ্যতা
১. সিনিয়র শিক্ষক (আরবী)	২ জন	লিসান্স / দাওরায়ে হাদীস
২. সহকারী শিক্ষক (আরবী)	১ জন	দাওরায়ে হাদীস ও আরবী ভাষা কোর্সে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত
৩. সহকারী শিক্ষক (বাংলা)	১জন	স্নাতক / স্নাতকোত্তর
৪. সহকারী শিক্ষক (নাযেরা)	১ জন	হাফিয ও মাশ্‌কে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত
৫. সহকারী প্রধান শিক্ষিকা	১ জন	দাওরায়ে হাদীস ও প্রশাসন পরিচালনায় অভিজ্ঞ
৬. সহকারী শিক্ষিকা (আরবী)	২ জন	দাওরায়ে হাদীস
৭. সহকারী শিক্ষিকা (ক্বারীয়া)	১ জন	ক্বারীয়ানা / নূরানী প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ও বিশুদ্ধ তিলাওয়াতের অধিকারী
৮. হোস্টেল সুপার (মহিলা)	১জন	ফাযিল/ সমমান
৯. আয়া (বালিকা শাখা)	১জন	দাখিল / সমমান

যোগাযোগ

সভাপতি/অধ্যক্ষ

মাদরাসা দারুস সুন্নাহ

৩/৬২৮, ব্লক- ধ, সেকশন-১২, পল্লবী, মীরপুর-ঢাকা।

মোবাঃ ০১৭১১-৫৪৭১২৫, ০১৭১৫-২০৫৪৫৩

বি: দ্রঃ দক্ষ ও অভিজ্ঞতা সম্পন্ন প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে।